NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ বিবেকানন্দ: এক অভূতপূর্ব সমন্বয়-ধর্মী সাধনার সন্ন্যাসী

সন্দেশখালির উলটপুরাণ বারাসাতে, বিজেপি প্রার্থীর অভিযোগ দায়ের ৬

কলকাতা ৩১ মে ২০২৪ ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ শুক্রবার সপ্তদশ বর্ষ ৩৪৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 31.5.2024, Vol.17, Issue No. 348, 8 Pages, Price 3.00

৭ম দফা প্রচারের শেষ লগ্নে ঝড় তুললো শাসক থেকে বিরোধীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা নির্বাচনের সপ্তম তথা শেষ দফার ভোটের কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শেষ হলো নির্বাচনী প্রচারের পালা। আর এই শেষ দিনে প্রচারের যাবতীয় আলো শুষে নিতে মাঠে নামলেন যুযুধান রাজনৈতিক শিবিরের তারকা প্রচারকরা। প্রচারের শেষ দিনে দীর্ঘতম ১২ কিলোমিটার পদযাত্রায় অংশ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতা দক্ষিণের যাদবপুর সুকান্ত সেতু থেকে শুরু হয়ে তা শেষ হয় গোপালনগর ক্রসিংয়ে। বালিগঞ্জ ফাঁড়ি, ল্যান্সডাউন, পদ্মপুকুর, যদুবাবুর বাজার, হরিশ মুখার্জি রোড দিয়ে যায় সেই পদযাত্রা। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রচার শেষ করেন ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রেই। মহেশতলা বিধানসভা এলাকায় রোড শো-এর পর তিনি বক্তব্যও পেশ করেন। মহেশতলার বাটা মোড় থেকে ডাকঘর পর্যন্ত হয় সেই রোড শো। এর আগে, ফলতা বিধানসভার জোড়া বটতলা থেকে নতুন রাস্তার মোড় পর্যন্ত রোড শো করেন অভিষেক। পিছিয়ে ছিল না প্রধান বিরোধী বিজেপিও।

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এদিন চারটি কর্মসূচিতে যোগ দেন। সকালে বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী স্বপন মজুমদারকে নিয়ে বিধাননগরে রোড শো। এরপর বসিরহাটের লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী রেখা পাত্রের সমর্থনে বসিরহাট বিএসএসএ ময়দানে বিজয় সংকল্প সভায় যোগ দেন। থেকে চলে যান দক্ষিণ কলকাতায়। দেশপ্রিয় পার্ক থেকে কলকাতা দক্ষিণের প্রার্থী দেবশ্রী চৌধুরীর সমর্থনে বিজেপি যুব মোর্চার রোড শো-এ অংশ নিয়েই তিনি ছোটেন উত্তর কলকাতায়। দলীয় প্রার্থী তাপস রায়ের সমর্থনে রোড শো-ই ছিল এবারের লোকসভা নির্বাচনে শুভেন্দুর শেষ প্রচার কর্মসূচি। প্রচারের দৌড়ে এপর্যন্ত কোন দলের তারকারা কত সভা, পদযাত্রা করেছেন তারও তালিকা তৈরি। তৃণমূল কংগ্রেস সূত্রে জানানো হয়েছে, ৩১ মার্চ মমতা ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় লোকসভা নির্বাচনের প্রচার শুরু করেছিলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষ্ণনগর, অভিষেক মথুরাপুর থেকে। মুখ্যমন্ত্রী সবমিলিয়ে এ রাজ্যে ১০৭টি জনসভা ও রোড শো বা পদযাত্রা করেছেন। এ ছাড়া তিনি অসমের শিলচরেও একটি জনসভা করেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন অবধি ৭২টি জনসভা ও রোড শো করলেন। ফলে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী ও অভিষেক বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে মোট জনসভা ও রোড শো করেছেন ১৭৯টি। সেখানে শুভেন্দু অধিকারী ১৪৮টি জনসভা, রোড শো-সহ প্রচার কর্মসূচিতে অংশ নেন। শুভেন্দু এবারের লোকসভা নির্বাচনে প্রচার শুরু করেছিলেন ১৬ মার্চ শ্রীরামপুর থেকে। ২৬ মে রেমালের কারণে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা প্রচার কর্মসূচি বাতিলের পথে হাঁটেন। সেদিন শুভেন্দুর তিনটি প্রচার কর্মসূচি বাতিল হয়।

‘৪৮ ঘণ্টার পাবলিসিটি স্টান্ট’

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা ভোটের প্রচার শেষ। আর শেষবেলায় সব শিবিরই প্রচারে ঝড় তুলতে মরিয়া ছিল। তবে তারই মধ্যে নজর কাড়ল দক্ষিণ কলকাতায় তৃণমূল সুপ্রিমোর ১২ কিলোমিটার পদযাত্রা। বৃহস্পতিবার কলকাতা দক্ষিণ ও যাদবপুরের দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে যাদবপুরের সুকান্ত সেতু থেকে গোপালনগর পর্যন্ত দীর্ঘ মিছিলে হাঁটলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে সায়নী ঘোষ, মহুয়া মৈত্র, বাবুল সুপ্রিয়-সহ দলের একাধিক তারকা ব্যক্তিত্ব। পদযাত্রা শুরুর আগে এদিন ছোট্ট জনসভা করেন মমতা। যদিও সুকান্ত সেতুতে মঞ্চ তৈরি থাকলেও সেখানে ওঠেননি তিনি। রাস্তায় দাঁড়িয়ে মাইক্রোফোনেই জনতার উদ্দেশে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন। আর সেখান থেকে নরেন্দ্র মোদির ধ্যান নিয়ে ফের তোপ দাগলেন তৃণমূল সুপ্রিমো। তাঁর কথায়, ‘৪৮ ঘণ্টার জন্য পাবলিসিটি স্টান্ট দেখাচ্ছেন।’ ফের প্রশ্ন তুললেন, ক্যামেরা নিয়ে ধ্যান করার কী দরকার?

৭ম দফা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে নজিরবিহীন ব্যবস্থা কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সপ্তম দফা তথা শেষ পর্বে ভোটগ্রহণ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে নজিরবিহীন ব্যবস্থা করেছে নির্বাচন কমিশন। একদিকে এই পর্বে ভোটগ্রহণ শান্তিপূর্ণ রাখতে যেরকম সর্বাধিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে, তেমনি শহর অঞ্চলের ভোটারদের ভোট বিমুখতা দূর করতে তৃণমূল স্তরে প্রচারও চালানো হয়েছে কমিশনার তরফে। কলকাতা উত্তর ও দক্ষিণ দুই শহরকেন্দ্রিক সংসদীয় ক্ষেত্রের জন্য তৈরি করা হয়েছে বিশেষ ম্যাচ স্কট ম্যাসকট। এছাড়া রেলওয়ে, পরিবহণ দপ্তরকে ব্যবহার করেও বিশেষ প্রচার চালানো হয়েছে। যার ফলে কমিশনের আশা এবার কলকাতাতে ও রেকর্ডসংখ্যক ভোটদাতা নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে ভোট কেন্দ্রে হাজির হবেন। বিগত ছয় পর্বে দেশের সর্বাধিক ভোটের নজির পশ্চিমবঙ্গ অক্ষুন্ন রাখবে শেষ দফাতেও।

লোকসভা নির্বাচনের একেবারে শেষ দফায় ভোট রয়েছে কলকাতা শহরাঞ্চলে। শেষ দফার ভোটকে সামনে রেখে নজিরবিহীন নিরাপত্তার ও ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই পর্বেই মোতায়ন থাকবে সর্বাধিক কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং কুইক রেসপন্স টিম। নির্বাচন কমিশন নিযুক্ত পর্যবেক্ষকরা আজ থেকে মাঠে নেমেছেন। সাম্প্রতিক কালে রাজনৈতিক অশান্তির শীর্ষে থাকা সন্দেশখালি, হিঙ্গলগঞ্জ বাসন্তী এবং কলকাতার দুই কেন্দ্রের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখছে কমিশন। শুধুমাত্র কলকাতাতেই মোতায়েন করা হবে ২৪৬ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। থাকবে ১২ হাজার হাজার ৭০০ পুলিশ কর্মী। পাশাপাশি, টহল দেবে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ৩২৪টি বিশেষ কুইক রেসপন্স টিম। জানা গিয়েছে, এই বিশেষ দল কলকাতা ছাড়া শহরতলিতেও টহল দেবে। কোথাও গণ্ডগোল হলে যাতে ১০ মিনিটের মধ্যে কুইক রেসপন্স টিম পৌঁছে যেতে পারে সেই ব্যবস্থাও করা হচ্ছে। ৮০ টি হেভি রেডিও ফ্লাইং স্কোয়াড শহরজুড়ে টহলদারি চালাবে। শহরের প্রবেশ পথে বিভিন্ন এলাকায় মোট ৪৫ টি নাকা চেকিং পয়েন্ট করা হয়েছে। প্রতিটিতে থাকবে হাফ সেকশন করে কেন্দ্রীয় বাহিনী। প্রতিটি স্ট্যাটিক সার্ভেল্যান্স টিম এবং ফ্লাইং স্কোয়াডের সঙ্গে ও থাকবে হাফ সেকশন কেন্দ্রীয় করে কেন্দ্রীয় বাহিনী। এর পাশাপাশি বহুতল বস্তি এলাকায় ও হোটেল গুলিতেও বিশেষ নজরদারি চালানো হচ্ছে।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, উত্তর কলকাতা কেন্দ্রে ১৮৬৯ বুথের জন্য ৬৬.৫ কোম্পানি, দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্রে ২০৭৮ বুথের জন্য ৮২.৬১ কোম্পানি, যাদবপুর কেন্দ্রে ৯৪৩টি বুথের জন্য ৩৬.৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকবে। কাউন্টিং এজেন্ট হিসেবে শিক্ষক নিয়োগ নয়

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটগণনার কাজে ‘কাউন্টিং এজেন্ট’ হিসাবে কোনও শিক্ষককে নিয়োগ করা যাবে না। এই মর্মে নির্দেশিকা জারি করল নির্বাচন কমিশন। বৃহস্পতিবার নির্দেশিকায় কমিশন জানিয়েছে, রাজ্যের যে কোনও সরকারি এবং সরকারপোষিত স্কুলে কর্মরত শিক্ষকদের ভোটগণনার সময়ে ‘কাউন্টিং এজেন্ট’ হিসাবে নিয়োগ করা যাবে না। স্থায়ী কিংবা অস্থায়ী, যে কোনও শিক্ষকের ক্ষেত্রেই এই নির্দেশ প্রযোজ্য হবে। দেশে ছয় দফার ভোট হয়ে গিয়েছে। বাকি কেবল সপ্তম দফা। আগামী শনিবার শেষ দফায় বাংলার ন’টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ রয়েছে। তার পর মঙ্গলবার, ৪ জুন হবে ভোটগণনা। সে দিনই লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল জানা যাবে। এই ভোটগণনার কাজে বিভিন্ন দলের প্রার্থীদের গণনার এজেন্ট হিসাবে শিক্ষকদের নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল। কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী, শিক্ষকদের ‘কাউন্টিং এজেন্ট’ হিসাবে নিয়োগ করা যায় না। তা সত্ত্বেও কোথাও কোথাও শিক্ষকদের দিয়ে এই কাজ করানো হত। কমিশন নতুন নির্দেশিকা জারি করে সেই বিষয়টি আরও এক বার স্পষ্ট করে দিল। ‘কাউন্টিং এজেন্টের’ কাজ করতে পারবেন শিক্ষক ছাড়া অন্য সরকারি কর্মচারীরা।

খোলা চিঠিতে আক্রমণে মনমোহন

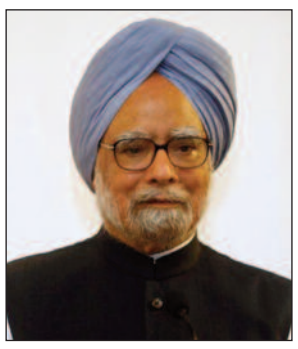

নয়াদিল্লি, ৩০ মে: শেষ তথা সপ্তম দফার ভোটগ্রহণ শনিবার। বৃহস্পতিবার প্রচারের শেষ দিন ছিল। আর বৃহস্পতিবারই দেশবাসীর উদ্দেশে খোলা চিঠি লিখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সমালোচনায় সরব হলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। শনিবার অন্য অনেক রাজ্যের সঙ্গে পঞ্জাবেও ভোট রয়েছে। দেশবাসীর উদ্দেশে চিঠি লিখলেও মূলত পঞ্জাবিদের উদ্দেশেই বার্তা দিতে চেয়েছেন মনমোহন। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, ‘মোদিজির আগে কোনও প্রধানমন্ত্রী জনসমক্ষে এত নিম্ন মানের কথা বলেননি। যে কথার মধ্যে ঘৃণা এবং বিভেদ ভরা। মোদিজি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের মর্যাদাকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছেন।’

বিবেকানন্দ রকে ৪৫ ঘণ্টার ধ্যানে বসলেন প্রধানমন্ত্রী

চেন্নাই, ৩০ মে: বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টায় শেষ হল লোকসভা নির্বাচন ২০২৪-এর প্রচার পর্ব। আর প্রায় একই সময়ে তামিলনাড়ুর কন্যাকুমারীতে বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়ালের ধ্যান মণ্ডপে ধ্যানে বসলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। যেখানে স্বামী বিবেকানন্দ ধ্যান করেছিলেন, সেই স্থানেই টানা ৪৫ ঘণ্টা ধরে ধ্যান করার কথা তাঁর। ১ জুন সন্ধ্যা পর্যন্ত ধ্যান মন্ডপেই থাকবেন প্রধানমন্ত্রী। এদিন সন্ধ্যায় লোকসভা নির্বাচনের প্রচার শেষ হওয়ার পর, কেরলের তিরুঅনন্তপুরম থেকে হেলিকপ্টারে কন্যাকুমারীতে পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী মোদি।

প্রথমেই তিনি ভগবতী আম্মান মন্দিরে উপাসনা করেন। এরপর তিনি যান বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়ালে। সেখানে, স্বামী বিবেকানন্দের মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানিয়ে, ধ্যানে বসেন প্রধানমন্ত্রী। ১ জুন ধ্যান ভঙ্গের পর, কন্যাকুমারী ছাড়ার আগে, স্মৃতিসৌধের পাশে তামিল কবি, তিরুভাল্লুভারের মূর্তি পরিদর্শন করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী। এদিকে, বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়ালে ৪৫ ঘণ্টা ধরে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী। তাই এই স্মৃতিসৌধকে ঘিরে ভারী নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মোদি যতক্ষণ সেখানে থাকবেন, প্রায় ২,০০০ পুলিশ কর্মী অষ্টপ্রহর পাহারা দেবে। সমুদ্র থেকে নজরদারি চালাবে ভারতীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী এবং ভারতীয় নৌবাহিনীও।

নির্বাচনী প্রচারের শেষে আধ্যাত্মিক অনুসন্ধান করাটা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্য কোনও নতুন বিষয় নয়। ২০১৯-এ তিনি কেদারনাথে গিয়েছিলেন। সেখানে এক সুউচ্চ পাহাড়ি গুহায় ধ্যান করেছিলেন তিনি। আর ২০১৪ সালে নির্বাচনী প্রচার শেষ হওয়ার পর, তিনি ছত্রপতি শিবাজীর স্মৃতি-বিজড়িত প্রতাপগড়ে গিয়েছিলেন। এবারের নির্বাচনে তামিলনাড়ুতে ভাল ফল করার আশা

করছে গেরুয়া শিবির। তাই প্রচারের শুরুর দিন থেকেই বারংবার এই দক্ষিণী রাজ্যে এসেছেন প্রধানমন্ত্রী।

তবে, প্রধানমন্ত্রী এই প্রচার পরবর্তী ধ্যানের বিরোধিতা করেছে বিরোধীরা। ইন্ডিয়া জোটের নেতারা, দাবি করেন, প্রধানমন্ত্রীর ধ্যান টেলিভিশনে সম্প্রচার করা যাবে না। তাতে আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘিত হবে বলে দাবি করেছে তারা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশ্ন তুলেছেন, ‘কারও কি ধ্যান করার জন্য ক্যামেরা লাগে?’ নির্বাচন কমিশনে একই দাবি জানিয়েছে কংগ্রেসও। এছাড়াও, ডিএমকে, সমাজবাদী পার্টি, আরজেডির মতো দলও প্রধানমন্ত্রীর ধ্যান সম্প্রচারের বিরোধিতা করেছে। একযোগে তাদের দাবি, প্রধানমন্ত্রীর এই ধ্যান অধিবেশন আসলে ‘নাটক’, রাজনৈতিক লাভের কথা মাথায় রেখেই করা হচ্ছে।

রেশন দুর্নীতিতে ঋতুপর্ণাকে তলব ইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী ৫ জুন ইডি দপ্তরে ডাকা হয়েছে অভিনেত্রীকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ইডি তলব নিয়ে ঋতুপর্ণা জানিয়েছেন, ‘খুব অবাক হয়েছি শুনে। আমি এ ব্যাপারে সত্যিই কিছু জানি না। রেশন দুর্নীতি কী? সে সম্পর্কে আমার কোনও ধারনাই নেই। আমার কলকাতার বাড়িতেও তো কোনও চিঠি আসেনি!’ ঋতুপর্ণা আরও জানালেন, ‘সামনে আমার অনেকগুলো ছবির মুক্তি রয়েছে। তার মাঝে এমন খবর, মোটেই আমার জন্য ভালো নয়। আমার সম্মানহানি হল। সারাজীবন পরিশ্রম করছি। হঠাৎ করে আমার নামে এমন বলে দেওয়া খুবই অন্যায়।’ তাহলে কি ইডির ডাকে যাবেন? ঋতুপর্ণার স্পষ্ট জাবাব, ‘এ ব্যাপারে আইনজীবীর পরামর্শ নেব।’ আগামী ৫ জুন ইডি দপ্তরে ডাকা হয়েছে অভিনেত্রীকে। প্রাথমিক খবর অনুযায়ী, ব্যাংকে লেনদেনের তথ্যর উপর ভর করেই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অভিনেত্রীকে ইডি তলব করেছে। এর আগে ২০১৯ সালের জুলাইয়ে অভিনেত্রী ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তকে রোজভ্যালিকাণ্ডে তদন্তকারী সংস্থা ইডি জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। একসময় রোজভ্যালি বেশ কিছু বাংলা ছবি প্রযোজনা করেছিল। যে ছবির কয়েকটি অভিনয়ও করেছিলেন ঋতুপর্ণা। সেই সূত্রেই ঋতুপর্ণার সঙ্গে সংস্থার কর্ণধার গৌতম কুণ্ডুর যোগাযোগ হয়েছিল বলে ইডির তরফে সে সময় জানানো হয়েছিল। আর তা নিয়েই জিজ্ঞাসাবাদ করতে ইডি তলব করেছিল ঋতুপর্ণাকে। ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তের দাবি, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের সঙ্গে তাঁর দু’একটি অনুষ্ঠানে সাক্ষাৎ হয়েছিল। সামনে নতুন ছবি আসছে। তার মাঝে এই খবর। আমার সম্মানহানি হল।

কেরলে পৌঁছে গেল বর্ষা, তবে বাংলায় এখনই নয়

নয়াদিল্লি, ৩০ মে: অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান। রেমালের টানে আগাম বর্ষা দেশে। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস ছিল ৩১ মে একদিন আগে বর্ষা ঢুকতে পারে কেরলে। বৃহস্পতিবার ভারতীয় মূল ভূখণ্ডের কেরলে পৌঁছল দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু। ঘূর্ণিঝড় চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বর্ষারও গতি বাড়ে, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু আরও একদিন আগে অর্থাৎ নির্ধারিত সময়ের দু-দিন আগে কেরলে ঢুকে পড়ল। এর আগে আন্দামানে তিনদিন আগে প্রবেশ করে বর্ষা। ১৯ মে আন্দামানে ঢুকেছিল বর্ষা। তবে কেরলে পৌঁছলেও বাংলায় এখনও বর্ষা পৌঁছনোর পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। ভারতের মৌসম ভবনের অনুমান বাংলাতেও নির্ধারিত সময়ের আগেই ঢুকবে বর্ষা। উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে ৫ জুন প্রবেশ করে বর্ষা। তার থেকে ৭ দিন আগে বর্ষা ঢুকে পড়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের কিছু অংশে। আবহবিদদের অনুমান, বাংলায় বর্ষা প্রথম প্রবেশ করবে জলপাইগুড়িতে ৭ জুন, শিলিগুড়িতে ৮ জুন, এবং কলকাতায় ১১ জুন।

এদিকে আগামী ৩-৪ দিনের মধ্যে উত্তরবঙ্গে বর্ষা প্রবেশের প্রবল সম্ভাবনা বলে জানাচ্ছেন আবহাওয়াবিদরা। কারণ, কেরলের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে ঢুকে পড়েছে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু। এদিকে বর্ষা প্রবেশের আগেও উত্তরবঙ্গে আগামী রবিবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের। পাহাড়ের পাশাপাশি সমতলের একাধিক জেলাতেও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। কারণ, উত্তরপ্রদেশ থেকে এ রাজ্যের উপর দিয়ে পশ্চিম বাংলাদেশ পর্যন্ত একটি অক্ষরেখা বিস্তৃত। তার জেরেই উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। শুক্রবার কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ির একাধিক অংশে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। শনি ও রবিবার ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কালিম্পং এবং উত্তর দিনাজপুরে।

উত্তরবঙ্গবাসীর মুখে হাসি ফুটলেও আপাতত দক্ষিণের জন্য কোনও স্বস্তির সংবাদ নেই। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য অংশে আগামী কিছু দিন ভ্যাপসা গরমই থাকবে বলে পূর্বাভাস আবহবিদদের। ভ্যাপসা গরমের সঙ্গী হবে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিও। তাই কেরলে বর্ষার পদধ্বনি শোনা গেলেও আপাতত দক্ষিণবঙ্গ অস্বস্তিকর গরমের আওতা থেকে বেরোতে পারছে না।

দমদমে বাম-রামের লড়াইয়ে নির্ভর করছে শাসক দলের ভাগ্য

শুভাশিস বিশ্বাস

দমদম লোকসভা কেন্দ্রের ভোটের বাজার জমিয়ে তুলেছেন সিপিএমের সুজন চক্রবর্তী। কেউ বলছে, দমদম কেন্দ্রের লড়াই ত্রিমুখী। কারও দাবি, তৃণমূল জয়ের কাছেই রয়েছে, লড়াই সিপিএম-বিজেপিতে। তাও সুজন দমদমের প্রার্থী হওয়ায় ভোটের আঁচ গায়ে লাগছে। দলীয় রাজনীতি যা-ই হোক, দমদমে সিপিএমের মরা গাঙে জোয়ার এনে দিয়েছেন সুজন। বয়স্ক সুজনের ‘ক্রেজ’ আছে নানা বয়সের মধ্যে। অল্প বয়সিদের মধ্যে তাঁর আকর্ষণ ছোট ছোট কথা। আর বেশি বয়সিদের ক্ষেত্রে তাঁদের সঙ্গী হওয়ার জোরে। সত্যি বলতে, মাথাভরা সাদা চুলের মানুষ হলেও সুজন এমন এক ব্যক্তিত্ব, যিনি রাশভারী নেপালদেবের তুলনায় তরতাজা আর চটপটে। সঙ্গে সদাহাস্যময় মুখ উপরি পাওনা। এই সুজনের জন্যই গত ২৮ এপ্রিল প্রচণ্ড দাবদাহের মধ্যেও দমদমে এবং কামারহাটি বিধানসভা অঞ্চলে দুটি মিছিলেই উপস্থিত থাকতে সুজনের সমর্থনে উপস্থিত থাকতে সিপিআই(এম) পলিট ব্যুরো সদস্য বৃন্দা কারাতকে। মহামিছিলে অংশ নিতে দেখা গিয়েছিল বরানগর বিধানসভা উপনির্বাচনে কংগ্রেস সমর্থিত বামফ্রন্টের সিপিআই(এম) প্রার্থী তন্ময় ভট্টাচার্যকেও।

এরপর দুয়ের পাতায়

কাশ্মীরে খাদে বাস পড়ে অন্তত ২১ জনের মৃত্যু

শ্রীনগর, ৩০ মে: জম্মু ও কাশ্মীরে দুর্ঘটনা। বাস খাদে পড়ে অন্তত ২১ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। আহত আরও অনেকে। সংবাদ সংস্থা এএনআই জানিয়েছে, অন্তত ৪০ জন আহত হয়েছেন এই দুর্ঘটনায়। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েক জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। হাসপাতালে তাঁদের চিকিৎসা চলছে। এই ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পিএমওর তরফে এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করা হয়েছে, ‘আখনুরে বাস দুর্ঘটনায় যে প্রাণহানি ঘটেছে, তাতে আমি শোকস্তব্ধ। যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের আত্মার শান্তি কামনা করছি। মৃতদের আত্মীয়দের প্রতি আমার সমবেদনা রইল। আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি।’ প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, মৃতদের পরিজনদের দু’লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। আহতেরা পাবেন ৫০ হাজার টাকা করে। শোকপ্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুও।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৬/০৫/২৪, S.D.E.M, সদর, হুগলী, কোর্টে ০৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Subhas Ghosh S/o. Gopal Chandra Ghosh ও Subhas Ch. Ghosh S/o. G. Ch. Ghosh উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৪/০৪/২৪, S.D.E.M, শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৪৭৪৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Subhash Nayek S/o. Shambhu Nayek ও Subhas Nayak S/o. S. Nayak উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৪/০৫/২৪, S.D.E.M, শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৬৫৫২ নং এফিডেভিট বলে আমি Soumen Paswan ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Lalit Paswan ও Lalite Paswan উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

Court Notice
In the Court of Sri Binod Kumar Senior Civil Judge I, at Chaibasa
Original Suit No. 03 of 2022
Umesh Ram and others.....plainitffs
versus
Brij Mohan Ram and others .....Defendants

To
18. Indu Devi, wife of Sri Ashok Bhadani, daughter of late Badri Ram, resident of Bhadani House, 2nd -FR 5/1 SHK Bose Sarani LP62/4, Kolkata, 700074 - proforma defendant no. 18
19. Usha Devi, wife of Sri Gopal Ram, resident of Flat no. A, (Shiv Durga Apartment), 34 Banerjee Para Road, Talpukur, near Talpukur Gymnasium Club, Barrackpur Cantonment Civil Township, West Bengal- 700123 .....Proforma defendant no. 19

Take notice that above original suit has been filed by plaintiffs Umesh Ram and others, against you for partition and separate possession of the property described in schedule B of the plaint. Summons to appear were sent to you by process of the Court and through speed post but in spite of service of notice you have avoided to appear in Court. Therefore, this notice by way of publication.
This Court has fixed the next date on 15 day of June, 2024 for your appearance and filing written statements and your failure to appear, the case will proceed in your absence according to law. Given under my hand and the seal of the court on this the 17 day of May, 2024.

Sri Binod Kumar Civil Judge, (SD)-I, Chaibasa

নাম-পদবী

গত ২৪/০৫/২৪, S.D.E.M, শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৬৫৫৮ নং এফিডেভিট বলে Arindam Chaudhuri S/o. Sankar Das Chowdhury & Arindam Chowdhuri, Arindam Chowdhury S/o. Dr S D Chowdhuri, Shankardas ও Shankardas Chowdhuri উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৪/০৫/২৪, S.D.E.M, শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৬৫৫৬ নং এফিডেভিট বলে Sk Safiqul Islam S/o. Sk Golam Rosul ও Sk. Safqul Islam S/o. Sk G Rosul, Sekh Golam Rosul উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩০/০৫/২৪, S.D.E.M, সদর, হুগলী, কোর্টে ০৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Mousumi Bose D/o. Tapas Basak ও Kum. Mausami Basak D/o. Tapas Kumar Basak উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৯/০৫/২৪, S.D.E.M, শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৬৭৩০ নং এফিডেভিট বলে Kunal Lahiri ও Kunal Kishore Lahiri S/o. Kanailal Lahiri উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩০/০৫/২৪, S.D.E.M, সদর, হুগলী, কোর্টে ৪৫ নং এফিডেভিট বলে আমি Yashmin Bibi D/o. Mohammad Younus ও Yashmin Bibi D/o. Sekh Iunus উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, Priyesh Agarwal, S/o Late Ramesh Chandra Agarwal Residing at, Balaji Ganges Appt. Flt-F-302, 105F, Ultadanga Main Road, Kolkata-700067, do hereby Solemnly affirm and declare In the Court Of the Ld. 1st class Judicial Magistrate, Kolkata by Affidavit No. 8945 Date 22nd May 2024, That I inted to change my daughter's name from Shrikaya Agarwal to Vani Agrawal. That Vani Agarwal and Shrikaya Agarwal the same and one identical person/child., not two different child.

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেলগন, (১) শ্রী সুজশেন্দ্র নাথ সিংহ রায়, (২) শ্রী সুমনেন্দ্র সিংহ রায় ও (৩) শ্রী সুজয়েন্দ্র সিংহ রায় বিগত ইংরাজি ১৬.০৫.২০২৪ তারিখে ৪৬৭৪/২০২৪ নং দলিল মূলে আপনাদের অর্থাৎ (১) শ্রীমত্যা জয়শ্রী সিংহ দেও, (২) শ্রীমতি বনশ্রী সিং ও (৩) শ্রীমতি সংযুক্তা সিংহ-এর ৫৪ নং নাকাশিপাড়া মৌজার আর.এস. ও এল.আর. ৫ এবং আর.এস. ও এল.আর. ৫/২২১ দাগের সম্পত্তি শ্রীমত্যা মিনতী তেওয়ারী ও শ্রী রনি প্রসাদ কুন্ডুকে বিগত ইংরাজি ২০.০৯.২০১৭ তারিখে কৃষ্ণনগর এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-207/2017 ও বিগত ইংরাজি ২৯.১২.২০২৩ তারিখে ঝালদা এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-3861/2023 আমমোক্তারনামা দলিল বলে বিক্রয় করিয়াছে। এই সম্পর্কে কাহারো কোন অভিযোগ থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ (সাত) দিনের মধ্যে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। Pranoy Chowdhury, Advocate, Office at-Near Ukilpara Post Office, P.O. Krishnagar, P.S. Kotwali, Dist. Nadia, Pin-741101, Mob. 9932845972 / 9064803452.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ৩১ শে মে, ১৭ ই জ্যৈষ্ঠ, অষ্টমী তিথি শুক্র বার। জন্মে কুম্ভ রাশি। অষ্টোত্তরী রাহু র ও বিংশোত্তরী রাহু মহাদশা কাল। মৃতে দ্বিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : আজ কোন স্বপ্নপূরণ হওয়ার সম্ভাবনা, যারা মেকানিক্যাল কর্মে আছেন তাদের সাফল্য নিশ্চিত। দূর ভ্রমণের কথা ছিল। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রতিবেশীর দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা। বান্ধবযোগে আনন্দ বৃদ্ধি। যারা নতুন কর্মের আবেদন করেছেন তাদের শান্তির বাতাবরণ। দুর্গা নামকরণ শুভ হবে।

বৃষ রাশি : আজ সকালবেলা পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। সতর্ক থাকা ভালো, হঠাৎ করে বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা। বাজার, দোকান, পুরানো বান্ধবীর সঙ্গে আজ প্রয়োজনে কথা বলা শুভ। বিদ্যা যোগে বাধা। বিদ্যালয়ের কোন পুরনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে অশান্তির বাতাবরণ। জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

মিথুন রাশি : যে বন্ধুকে বিশ্বাস করে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন, তিনি কাজটি সঠিকভাবে করার জন্য, আপনি সম্মান প্রাপ্তি করবেন। যারা টেকনিক্যাল কাজে আছেন তাদের সাফল্য। সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদের উন্নতির সোপান তৈরি হবে আজকে। কোন মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ আজ কোন ডাক্তারের সহায়তায় কর্মে প্রশান্তি লাভ করবেন। সন্তানের কারণে সম্মানযোগ। ব্যবসা বৃদ্ধি অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ রয়েছে দুর্গা নাম করুন এগিয়ে চলুন।

কর্কট রাশি : আজ কর্মে শান্তির বাতাবরণ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের শুভ নজর আপনার দিকে থাকবে। যারা সাংবাদিকতা করেন, লেখালেখি করেন তারা এক ধাপ এগিয়ে যাবেন, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্ণ সহযোগিতা। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। বিবাহ বিষয়কথা পাকা হতে পারে। যারা এন জি ও বা সেবামূলক কর্মে আছেন তাদের খুবই সম্মান প্রাপ্তির দিন। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন।

সিংহ রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। শরীরে যে ছোট অপারেশন হয়েছিল, আজ তা থেকে প্রশান্তি মিলবে। প্রাণায়াম পুজা পাঠে, আনন্দ বৃদ্ধি ঐশ্বরিক কৃপা বৃদ্ধি হবে। যে কাজটা আটকে ছিল এতদিন, তা সফলতার পথ দেখা দিচ্ছে। যারা শিক্ষকতা করেন। অধ্যাপনা করেন। তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। গণেশ দেবতার নাম করুন, এগিয়ে চলুন, শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজ অযথা বিতর্কে কেন জড়িয়ে পড়ছেন? আপনার উচিত একটু মাথা ঠান্ডা করে, আজকের দিন টা অতিবাহিত করা। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। প্রেমে দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি। বিদ্যায় দুশ্চিন্তা যুক্ত ভাগ্য। দূর ভ্রমণে বাধা। যে বান্ধব কে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি করতে না পারার জন্য মানসিক অশান্তি। জয় তারা জয় তারা বলুন, এগিয়ে চলুন।

তুলা রাশি : আজ শুভ গ্রহ সংস্থান। পরিবারে সম্মান প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহবধূদের পূর্ণ সহায়তা লাভ দাম্পত্য জীবনে শান্তির বাতাবরণ। প্রেমে শুভ। সৌভাগ্য বৃদ্ধি হবে, প্রতিবেশীর দ্বারা। সম্মান প্রাপ্তি, ব্যবসা- বাণিজ্য অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা। তবে একটু বুদ্ধি খরচ করে আজকের দিনটা বাক্য প্রক্ষেপণ করতে হবে। জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন

বৃশ্চিক রাশি : আজ ব্যায় বৃদ্ধি। যেটা হাতের নাগালের মধ্যে নয়, তার জোর করে পেতে গেলে, অর্থ বা শক্তি প্রয়োগ করা দরকার। খুব সুচিন্তিত ভাবে, কাজ করুন, নয়তো বিবাদ বিতর্কে জড়িয়ে পড়বেন। শশুর বাড়ির একজন প্রবীণ সদস্যের জন্য মানসিক দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। তবে জয় অবশ্যম্ভাবী জয় তারা জয় তারা বলুন এগিয়ে চলুন। ব্যবসা বাণিজ্যে বৃদ্ধি সম্ভব।

ধনু রাশি : আজ পুরাতন বান্ধব কে যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তার দ্বারা আজকে উপকৃত হবেন। যে স্বজন আপনাকে কাজটির জন্য এতদিন বাঁধা দিয়ে এসেছেন, আজকে তিনি পূর্ণ সহযোগিতা করবেন। একটু মাথা ঠান্ডা রেখে ধৈর্য ধরে আজকের দিনটা অতিবাহিত করুন। দোকান ব্যবসা, যারা করেন, মাছের ব্যবসা যারা করেন, কোন্ট্রিংস বা স্ক্রিনের ব্যবসা যারা করেন তাদের অর্থ প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি। দেবী দুর্গার চরণে ১০৮ হলুদ পুষ্প প্রদানে সর্ব দোষ খন্ডন হবে।

মকর রাশি : আজ ধৈর্য ধরে চলার দিন। গ্রহ সংস্থান খুব একটা ভালো নয়। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। পরিবারের দুশ্চিন্তার বাতাবরণ। কোন ছোট সন্তান বা একেবারে কনিষ্ঠ সদস্যকে নিয়ে দুশ্চিন্তা ।কর্মে কালো পথ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অশুভ নজর আপনার দিকে। সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে সাতটি প্রদীপ প্রজ্বলন, দেবী দুর্গা মায়ের নাম বলুন শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : আজ বুদ্ধি করে প্রবীন নাগরিকের সঙ্গে বাক্য বিনিময় করতে হবে। বিবাদ বিতর্ক এড়ানোর জন্য যখনই কোন সভা বা মিটিং চলবে তখন আপনি সবাইকে দেখান, যে আপনি একটু অন্যমনস্ক আছেন। তাহলে দায়িত্বটা কম হবে। মোবাইল ল্যাপটপে একটু ব্যস্ত থাকলে সবাই সহযোগিতা করবে। শিক্ষার্থীদের জন্য আজকের দিনটা খুব শুভ নয়, ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি জয় তারা জয় তারা ১০৮ নামকরণ শুভ হবে।

মীন রাশি : প্রবীণ নাগরিকের থেকে উপদেশ প্রাপ্ত করবেন, যা খুব কাজে লাগবে। পরিবারের একজন সদস্য আপনার পূর্ণ সহযোগিতা করবেন, কিন্তু তার মন মতো চললে, আপনি উপকৃত হবেন। ডিভোর্সের মামলা যাদের আছে, তারা আজকের দিনটা উকিল বাবুর কথা শুনে চলুন। যারা মাছের ব্যবসায়ী, তরল পদার্থের ব্যবসায়ী, কেমিক্যাল এর ব্যবসায়ী, তাদের অর্থপ্রাপ্তির সুযোগ আছে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালান আর দুর্গা মায়ের নাম

(আজ ধুমপান হীন দিবস)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

ভোটের গণনাতে চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের নিয়োগ হলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেব

রাজ্য প্রশাসনকে আইনি হুঁশিয়ারি রথীনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: মঙ্গলবার ৪ জুন ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের ভোট গণনা পর্ব শুরু হবে। আর তার আগে বৃহস্পতিবার হাওড়া সদর বিজেপির প্রার্থী রথীন চক্রবর্তী রাজ্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে নির্বাচনী বিধিভঙ্গ ও আদালত অবমাননা হলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন। রথীন তথ্য দিয়ে অভিযোগ করে বলেন, 'হাওড়া সদরের নির্বাচনের আগেই আমরা প্রশাসনকে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছিলাম, হাওড়া পুর নিগমের চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের ভোটের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। ডিসিআরসি কন্ট্রোল রুমে তাদের কাজ করানো হচ্ছে। যেটা নির্বাচন কমিশনের গাইড লাইন অমান্য করে এই কাজ করা হচ্ছে। আবার ফের নির্বাচনের ফলাফল গণনার দিন সেই অস্থায়ী কর্মীদের কাজে লাগানো হচ্ছে কিনা সেই বিষয়ে আমরা ইতিমধ্যেই হাওড়ার যিনি মুখ্য রিটার্নিং অফিসার (জেলা শাসক) তাকে জানিয়েছি। যদিও এখনও কোনো উত্তর আমরা পাইনি। যদি উত্তর না পাই সেক্ষেত্রে গণনার আগেই আমরা আইনি পদক্ষেপ নেব।' বৃহস্পতিবার এমনটাই হুঁশিয়ারি দেন হাওড়া সদর বিজেপি প্রার্থী রথীন চক্রবর্তী। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে তিনি আরও অভিযোগ করে বলেন, 'নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ ও কলকাতা হাই কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায় অনুযায়ী চুক্তিভিত্তিক কোনো কর্মচারীকে সরাসরি ভোটের কাজে লাগানো যাবে না, যা নির্বাচন কমিশনের গাইড লাইনে স্পষ্ট রয়েছে। অথচ হাওড়ার প্রশাসন আমাদের গণনার দিন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাজ্য-কেন্দ্রের অফিসারদের বিস্তারিত বিবরণ দেয়নি। আমরা তাদের বিষয়ে জানতে চেয়ে অভিযোগ জানানোর পরেও ভোটের পূর্বে কয়েকটি ডিসিআরসি কন্ট্রোল রুমে কাজের জন্য হাওড়া পুর নিগমের চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। মোট ৮৫ জন এরকম কর্মচারীর তথ্য পাওয়া গেছে। তাদেরকে সরানো হয়েছিল কি হয়নি তারও কোনো উত্তর আমরা জেলার প্রশাসনের থেকে পাইনি। এভাবে ভোট হলে সেটা অবৈধ নির্বাচন হবে।' এমনটাই দাবি গেরুয়া শিবিরের প্রার্থীর। এছাড়াও ইভিএম বদলের আশঙ্কাও করছেন তিনি। ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশন সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরে বিজেপি অভিযোগ জানিয়েছে। আর প্রশাসন চুপ থাকলে ভোট গণনার পূর্বেই ভারতীয় জনতা পার্টি আইনের দ্বারস্থ হবে। বিজেপি প্রার্থী রথীন চক্রবর্তী স্পষ্ট দাবি করেন চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের নির্বাচনের কাজে লাগানো হলে ২০২১ সালের মতো তার দায় রাজ্য ও জেলা প্রশাসনের হবে।

উল্লেখ্য হাওড়া সদর নির্বাচনের পর সিসিটিভি ক্যামেরা ছাড়াই সদরের সাতটি বুথে অবৈধ ভোট গ্রহণ পর্ব হয়েছে বলেও নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানান রথীন। সূত্রের খবর দক্ষিণ হাওড়া বিধানসভা কেন্দ্রের মৌলানা জহর স্কুল ও লিচু বাগান প্রাইমারি স্কুলের ছয়টি বুথে ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭ সিসিটিভি ক্যামেরা ছাড়াই চলে ভোটগ্রহণ পর্ব। সোমবার সকাল থেকে একাধিকবার হাওড়া জেলা নির্বাচন আধিকারিককে ফোনে, হোয়াটসঅ্যাপে এমনকি ইমেল মারফত অভিযোগ জানানো হলেও কোনরকম পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এছাড়াও নির্বাচনে হাওড়া সদর কেন্দ্র থেকে একাধিক স্থানে ছাপ্পা, বুথ জ্যামের অভিযোগ ওঠে। এছাড়াও বিরোধী দলের নির্বাচনী এজেন্টকে বসতে না দেওয়ার অভিযোগ তোলা হয়। যদিও শাসক দল সব অভিযোগ অস্বীকার করে। সর্বশেষ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী সারাদিনে উলুবেড়িয়া ও হাওড়া সদরেই মোট ২৩৯ টি অভিযোগ জমা পড়ে।

রহস্যমৃত্যু, ধৃত অভিযুক্ত অধ্যাপক

শিলিগুড়ি: দীর্ঘ ১৫ দিন পর অবশেষে পুলিশের জালে ধরা পড়লেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মহিলা গবেষকের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটনায় মূল অভিযুক্ত অধ্যাপক সিদ্ধার্থশঙ্কর লাহা। বুধবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে অসমের বাগুয়ান জেলার গোয়ালপাড়া এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের মাটিগাড়া থানার পুলিশ। সেখানে নিজের এক বন্ধুর বাড়িতে গা ঢাকা দিয়ে ছিলেন অভিযুক্ত অধ্যাপক। ধৃতকে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক জামিনের আবেদন খারিজ করে তিনদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

মেট্রো গ্রিন লাইনে এখন পর্যন্ত সওয়ার ৮.২ লক্ষ যাত্রী

কলকাতা: গত ১৫ মার্চ থেকে গ্রিন লাইন-২এর হুগলি নদীর তলদেশ দিয়ে বাণিজ্যিক পরিষেবা শুরু হওয়ার পর থেকে পরবর্তী ২ মাসে ৮.২০ লক্ষেরও বেশি যাত্রী গ্রিন লাইনের বিভিন্ন স্টেশন থেকে ব্লু লাইনের বিভিন্ন স্টেশনে ভ্রমণ করেছেন, এমনটাই জানাল কলকাতা মেট্রো। এই পরিসংখ্যানটি নির্দেশ করে যে পূর্ব রেলওয়ে এবং দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের শহরতলির এলাকা থেকে আগত যাত্রীদের শহরের কেন্দ্রস্থল সহ শহরের যে কোনও অংশে ভ্রমণ করতে সক্ষম করেছে।
এসপ্ল্যানেড থেকে সহজে এবং আরামদায়ক এই যাত্রার সুবিধা কয়েক মাস আগেও কল্পনাতীত ছিল। কলকাতা মেট্রোর তরফ থেকে এও জানানো হয়েচে, এই ৮.২০ লক্ষ যাত্রীর মধ্যে ৪.০১ লক্ষ যাত্রী এসপ্ল্যানেডে তাঁদের যাত্রা শেষ করেছেন।

কলকাতা মেট্রোর থেকে দেওয়া পরিসংখ্যান অনুসারে, হাওড়া মেট্রো স্টেশন থেকে ব্লু লাইনের বিভিন্ন স্টেশনে ৪.৬৪ লক্ষেরও বেশি যাত্রী ভ্রমণ করেছেন এবং হাওড়া ময়দান মেট্রো স্টেশন থেকে ৩.২৫ লক্ষেরও বেশি যাত্রী মেট্রোতে ভ্রমণ করেছেন উল্লিখিত সময়ের মধ্যে ৪৬০০০-এরও বেশি যাত্রী দমদম পর্যন্ত এবং ৩৯০০০ যাত্রী গ্রিন লাই-২ এর বিভিন্ন স্টেশন থেকে কালীঘাটে পর্যন্ত গেছেন। হাওড়া ময়দান, হাওড়া এবং মহাকরণ মেট্রো স্টেশন থেকে ২৬০০ এরও বেশি যাত্রী কবি সুভাষ পর্যন্ত ভ্রমণ করেছেন।

পাশাপাশি ১৩০০০ এরও বেশি যাত্রী দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত গেছেন এবং ৩৬০০০ যাত্রী গ্রিন লাইনের এই প্রসারিত বিভিন্ন স্টেশন থেকে রবীন্দ্র সদনে ভ্রমণ করেছেন।

হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধার করে প্রাপকদের হাতে তুলে দিল রেল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ডিজিটাল দুনিয়ায় অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্য মোবাইল ফোন। কখনও তাড়াহুড়ো করে ট্রেনে ওঠানামা করতে গিয়ে হারিয়ে যায় মোবাইল ফোন। আবার কখনও চলন্ত ট্রেনে যাত্রীদের মোবাইল ফোন ছিনতাই হয়ে যায়। বৃহস্পতিবার হারিয়ে যাওয়া ৪০ টি মোবাইল ফোন পুনরুদ্ধার করে প্রাপকদের ফিরিয়ে দিল নৈহাটি জিআরপি থানা। তবে হারিয়ে যাওয়া ফোন পেয়ে ভীষন খুশি প্রাপকরা। কলেজ ছাত্রী প্রিয়া নন্দী বলেন, ছয়মাস আগে নৈহাটি স্টেশন থেকে তাঁর মোবাইল ফোনটি খোয়া গিয়েছিল। কিন্তু রেল পুলিশ খুব অল্প সময়ের মধ্যে মোবাইল ফোন উদ্ধার করে ফিরিয়ে দিল। প্রবীণ ব্যক্তি গোবিন্দ ঘোষ বলেন, চলতি বছরের ২২ জানুয়ারি নৈহাটি স্টেশন থেকে তাঁর মোবাইল ফোনটি হারিয়ে গিয়েছিল। খোয়া যাওয়া ফোন ফিরে পেয়ে তিনি রেল পুলিশের তারিফ করেন।

বহরমপুরে পঞ্চাননতলা গেটে রোড ওভারব্রিজের নির্মাণ কাজ স্থগিত

শিয়ালদা ডিভিশনের বহরমপুর কোর্ট এবং লালগোলা স্টেশনের মধ্যবর্তী লেভেল ক্রসিং গেট নম্বর ১৩২/টি (পঞ্চাননতলা গেট নামে পরিচিত) এর পরিবর্তে নির্মীয়মাণ রোড ওভারব্রিজের কাজ স্থগিত রয়েছে কিছু জমিতে অবৈধ অধিগ্রহণ থাকার জন্য। ১৩২/টি লেভেল ক্রসিং গেটটি বহরমপুর কোর্ট স্টেশন সীমানার মধ্যে এবং এর নিকটবর্তী স্থানে মালগুদাম এবং এফসিআই এর গুদাম রয়েছে। গেটটি স্টেশন সীমানার মধ্যে থাকার জন্য ঘন ঘন শান্টিংয়ের প্রয়োজন হয়, ফলে প্রায়শই গেটটিকে খোলা - বন্ধ করতে হয়। এর ফলে একদিকে যেমন রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম হয় ও সারি সারি ট্রাক দাঁড়িয়ে যায়, অন্যদিকে তেমনি ট্রেন চলাচলেও বিঘ্ন ঘটে। লেভেল ক্রসিং গেটের পরিবর্তে এই রোড ওভারব্রিজের নির্মাণকার্যের অনুমোদন করেছিল রেল বোর্ড ২০১৪ সালের মে মাসে। বর্তমানে রোড ওভারব্রিজটির নির্মাণকাজ আটকে রয়েছে প্রয়োজনীয় অধিগ্রহণমুক্ত জমি না পাওয়ার জন্য। যে জমিটিতে রোড ওভারব্রিজটি নির্মাণ হবে, সেই জমিটিতে বর্তমানে তিনশোরও অধিক দোকান রয়েছে যেগুলির বৈধতা নেই। বারংবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও এই জমিটিকে অধিগ্রহণমুক্ত করা যায়নি। ফলে, স্থানীয় বাসিন্দারা, গেট ব্যবহারকারী লোকজন এবং রেল যাত্রীরাও প্রচন্ড অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে। এই রোড ওভারব্রিজটি নির্মাণ হয়ে গেলে রাস্তার ট্রাফিক জ্যাম যেমন হবে না, তেমনি ট্রেন সঠিক সময়ে চালানোর ক্ষেত্রে রেলের অনেক সুবিধা হবে, তাতে এলাকার মানুষের উপকার হবে।

সপ্তম তথা শেষ দফা নির্বাচনের আগে সন্দেশখালির দক্ষিণ আকরতলা রবীন্দ্র নিকেতন ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ডিউটি পরা সমস্ত ভোটকর্মীদের বিতরণ করা হচ্ছে লাইফ সেভিং জ্যাকেট।

দমদমে বাম-রামের লড়াইয়ে নির্ভর করছে শাসক দলের ভাগ্য

প্রথম পাতার পর

এছাড়াও ছিলেন মানস মুখোপধ্যায়, সায়নদীপ মিত্র, ঝন্টু মজুমদার-সহ সিপিআই(এম) নেতৃবৃন্দ। একইসঙ্গে কংগ্রেস নেতা দিব্যেন্দু মিত্র, সিপিআই নেতা কুমারেশ কুণ্ডু, শৈবাল ঘোষও পা মেলান এই মিছিলে। ছিলেন অভিনেতা বাদশা মৈত্র, সুপ্রিয় দত্ত-ও। আর অপর মিছিলে অংশ নিতে দেখা যায়, আগরপাড়া, কামারহাটি, প্রবর্তক জুটমিলের শ্রমিকরদের। যাঁরা কাজের শেষে ঘর্মাক্ত শরীরে এসে মহামিছিলে সোচ্চার হন দেশ বাঁচানোর স্লোগানে। এর পাশাপাশি মিছিলে দীর্ঘপথ হাঁটতে দেখা যায় টেক্সম্যাকোর শ্রমিক থেকে শুরু করে অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক, বিরাট সংখ্যায় মহিলা, ছাত্র যুব শিক্ষক কর্মচারি ও অন্যান্য পেশার অগণিত মানুষকেও। সেদিনের এই দুই মহামিছিল যেন জানান দেয়, কংগ্রেস সমর্থিত বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআই(এম) প্রার্থীদের সমর্থনে লড়াই আসলে সাধারণ মানুষের নিজেদের লড়াই। আর এই দুই মিছিল স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে দমদম লোকসভা কেন্দ্রে ফের বহরে বাড়ছে বাম। এমনটা না হলে যে ঠাণ্ডা লড়াই হত তা এককথায় মানছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা।

তবে দমদমের রাজনৈতিক ছবিটা বদলানো কিন্তু মোটেই সহজ কথা নয়। আর তা বদলাতে গতবারের বিজেপির সাড়ে চার লক্ষ আর সিপিএমের এক লক্ষ ৬০ হাজার ভোট মিলিয়ে কমপক্ষে ছয় লক্ষ ভোটের পরও আরও ৫০ হাজার ভোট টানতে হবে সিপিএমকে। তবেই একটা সম্ভাবনা রয়েছে সুজনের। আর এখানেই উঠছে বেশ কয়েকটা প্রশ্ন। রামে চলে যাওয়া ভোট কি বামে ফিরবে? আর যদি ফেরেও তাতে কি সিপিএম জিতবে? নাকি তৃণমূল-বিরোধী সমস্ত ভোট কেটে সহজ জয় হবে তৃণমূলের? এই প্রসঙ্গে সুজন প্রত্যয়ী, এবার রামে চলে যাওয়া ভোট বামে ফিরছেই। সঙ্গে এও বলেন, 'এবার নতুন ভোটার অনেক বেড়েছে। দলের পুরনো কর্মীরাও দারুণ চাঙ্গা। কোথাও কেউ আর ঘরে বসে নেই।' তবে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে ফেলে দেওয়া যাচ্ছে না স্যাফ্রন ব্রিগেডকেও। কারণ, ২০১৯-এ লোকসভা নির্বাচনে দ্বিতীয় শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে তারা। একুশের লড়াইতেও সেই ট্রেন্ড বজায় রাখতে কিছুটা সফলও। তৃণমূল ৭ বিধানসভায় জয় পেয়েছে ঠিকই তবে এর পাশাপাশি এটাও ঠিক যে, প্রত্যেক বিধানসভায় দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছে বিজেপি। ফলে দমদমে বিজেপির মাটিও খুব অশক্ত নয়। সেই কারণে এবার বিজেপি আদা জল খেয়ে এই কেন্দ্র দখলে মরিয়া। তৃণমূলও কোনওভাবেই মাটি ছাড়তে নারাজ। তবে সম্প্রতি একাধিক দলবদলের ঘটনা অস্বস্তিতে ফেলেছে তৃণমূলকে। যার মধ্যে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বরানগরের পদত্যাগী তৃণমূল বিধায়ক তাপস রায়ের বিজেপিতে যোগদান। দলের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দল ছাড়েন তিনি। ফলে সৌগতর জয় নিয়ে যে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাবে তাও নয়। কোথাও যেন একটা 'কিন্তু' থেকেই যাচ্ছে।

তবে জয়ের ব্যাপারে নিশ্চিত তৃণমূল প্রার্থী সৌগত রায়। এই প্রসঙ্গে সামনে এসেছে সেই একই অঙ্ক। বামের ভোট রামে যাওয়া। যা এবার তা সুজনের কল্যাণে আটকে যাবে বলেই ধারনা তাঁর। সঙ্গে অত্যন্ত নির্লিপ্তভাবে এও জানান, 'বিরোধীরা প্রার্থী দিয়েছে, প্রচার করছে। এর বেশি ভাবছি না।' তবে নিজের প্রচারের বাইরেও সিপিএম-বিজেপির প্রচারেও নজর রেখেছেন সৌগত। বিজেপিকে গুরুত্ব দিতে না চাইলেও সিপিএম নিয়ে তাঁর পর্যবেক্ষণ, 'যাদবপুর থেকে ওদের প্রার্থীকে এসে দমদমে প্রচার করতে হচ্ছে। তবে বেশি গভীরে যেতে পারবে না সুজন।'

এদিকে শাসকদলের বিরুদ্ধে বিরোধী শিবিরের সুরটা কিন্তু একই টিউনে বাঁধা। বরানগর, কামারহাটি, পানিহাটির নিয়োগ দুর্নীতি থেকে শুরু করে পানিহাটির পানীয় জলের সমস্যা, বেআইনি নির্মাণ সবকিছুকেই ইস্যু করছে বাম-বিজেপি উভয়েই। সঙ্গে জঞ্জাল ইস্যু তো আছেই, যা নিয়ে দমদমবাসী নাজেহাল। আর এই সব ইস্যুতেই এবার দমদম বদল চাইছে এমনটাই দাবি বিজেপির প্রার্থী শীলভদ্র দত্তর। সঙ্গে তিনি আশাও রাখছেন মানুষ দুর্নীতির বিরুদ্ধে জবাব দেবে।

ফলে একদা বামগড় বলে পরিচিত দমদমে ২০২৪-এর লড়াই এবার মোটেই দ্বিমুখী নয়। আর এই ত্রিমুখী লড়াইয়ে নিজের জয় ধরে রাখতে পারেন কি না সৌগত এটাও যেমন দেখার, ঠিক তেমনই দমদম লোকসভা ফের বাম বা বিজেপি দখল করতে পারে কি না, সেদিকেও তাকিয়ে বঙ্গ রাজনীতিবিদরা।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৩১ মে ২০২৪ ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০ শুক্রবার

৪৮ ঘণ্টার জন্য তিন জেলায় বন্ধ সমস্ত মদের দোকান এবং বার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বৃহস্পতিবার সন্ধে ৬টার পর থেকে তালা পড়ল শহর কলকাতার সমস্ত মদের দোকানে। শুধু কলকাতা নয়, উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা এই দুই জেলাতেও ছবিটা একই। সপ্তম দফা ভোটের জন্য এই তিন জেলায় সমস্ত মদের দোকান ৪৮ ঘণ্টা বন্ধ থাকবে।

১ জুন রাজ্যে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে সপ্তম দফার নির্বাচন। এদিন কলকাতা উত্তর, কলকাতা দক্ষিণ, ডায়মন্ড হারবার, মথুরাপুর, জয়নগর, যাদবপুর, বারাসত, বসিরহাট এবং দমদম- এই কেন্দ্রগুলিতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ভোট। এই সময় যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তা নিশ্চিত করার জন্য উদ্যোগী প্রশাসন। নিয়ম মোতাবেক প্রতিটি কেন্দ্রে ভোটের জন্য মদের দোকান বন্ধ করে দেওয়া হয়। আর সেই জন্যই রাজ্যের তিনটি জেলায় বন্ধ রমদের দোকান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় প্রসাসনের তরফ থেকে।

প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, সমস্ত মদের দোকান ৩১ তারিখ শুক্রবার দিনভর বন্ধ থাকবে এবং ১ জুন ভোট চলাকালীন বন্ধ থাকবে। অর্থাৎ ৪৮ ঘণ্টা শহর কলকাতা থেকে শুরু করে উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার সমস্ত মদের দোকান বন্ধ থাকবে। এর পাশাপাশি কমিশনের নিয়ম অনুসারে এর আওতায় পড়ে বারগুলিও।

উল্লেখ্য, ভোটের জন্য নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছে নির্বাচন কমিশন। ভোটের দিন কলকাতায় অশান্তি রুখতে টহল দেবে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ৩২৪টি বিশেষ কিউআরটি (কুইক রেসপন্স টিম)। কলকাতা ছাড়াও ব্যারাকপুর, বিধাননগর ও বারাসতের একটি অংশে টহল দেবে। কোথাও কোনও অশান্তির আশঙ্কা থাকলেই দশ মিনিটের মধ্যে সেখানে পৌঁছে যাবেন এই টিমের সদস্যরা। ভাঙড় ডিভিশন ইতিমধ্যেই কলকাতা পুলিশের আওতায় এসেছে। ভাঙড় এলাকায় ১৪ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী বুথগুলিতে মোতায়েন থাকবে। রাতের শহরে যে কোনও ধরনের অশান্তি ঠেকানোর জন্য ৭২টি নাইট পেট্রোল ভেহিক্যালের ব্যবস্থা থাকবে। এর মধ্যে থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা।

বাজেট ঘোষণা মতো ডিএ-সহ বেতন পেলেন সরকারি কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাজেটে ঘোষণা মতো বৃহস্পতিবার ডিএ-সহ মে মাসের বেতন ঢুকল রাজ্য সরকারি কর্মীদের। রাজ্যের সমস্ত ক্ষেত্রের সরকারি কর্মীরাই এদিন অফিস পৌঁছনোর আগেই বেতন ঢোকার মেসেজ পেয়ে যান। তবে অনেকেই আবার কেন্দ্র-রাজ্য ডিএ-র ফারাক তুলে ধরে অসন্তোষের কথা জানান। এদিন থেকে রাজ্যের সরকারি কর্মীরা মোট ১৪ শতাংশ হারে ডিএ পাচ্ছেন। পাশাপাশি নিয়ম অনুযায়ী, প্রতি বছর জুলাই মাসে ইনক্রিমেন্ট হয় সরকারি কর্মীদের। ফলে আগামী মাসেও আরও কিছুটা টাকা বাড়বে তাঁদের।

উল্লেখ্য, গত বছর ২১ ডিসেম্বর সরকারি কর্মীদের জন্য ৪ শতাংশ ডিএ ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দেড় মাসের মাথায় ফের বাজেটে ৪ শতাংশ ডিএ-র ঘোষণা করা হয়।

নবান্ন সূত্রে খবর, মোটের উপর সব ধরনের চাকরিজীবীর ক্ষেত্রেই গড়ে ৮০০ টাকার মতো বেড়েছে। যেমন, ধরা যাক একজন গ্রুপ ডি স্টাফ এখন বেসিক পান ১৭ হাজার টাকা। চাকরির বয়স অনুযায়ী কারও বেসিক বেড়ে এখন ১৭,৬০০ তো কারও ২২,২০০ কারও আবার ৩০,০০০ টাকা হতে পারে। ফেব্রুয়ারি মাসেও তাঁরা বর্ধিত ডিএ অনুযায়ী টাকা পেয়েছেন। আবার প্রায় ৭০০-৮০০-৯০০ টাকা করে এক একজনের এদিন ডিএ সহ বেতন ঢুকেছে। সব মিলিয়ে বলা যেতে পারে, গ্রুপ ডি-দের মাইনে ২১, ৩০০ টাকা, ফেব্রুয়ারি ৪ শতাংশ বর্ধিত ডিএ-র পর হয়েছিল ২১, ৯৭২টাকা, আরও ৪ শতাংশ বেড়ে এদিন ঢুকল ২২, ৬৭৬ টাকা।লোয়ার ডিভিশন অ্যাসিস্ট্যান্টদের শুরুর দিকে মাইনে ২৭, ০০০ টাকা, ফেব্রুয়ারি ৪ শতাংশ বর্ধিত ডিএ- র পর হয় ২৮, ০০০ টাকা, আরও ৪ শতাংশ বেড়ে হবে ২৯, ১০০ টাকা। আইসিডিএস সুপারভাইজারদের মাইনে ৩৪, ৬৫৮ টাকা, ফেব্রুয়ারির ৪ শতাংশ আর এবার ৪ শতাংশ বেড়ে হল ৩৬, ৯১৪ টাকা। ব্লকে থাকা এক্সটেনশন

অফিসারদের বেসিক মোটের উপর ২৯ হাজার, ৩০ হাজার থেকে ৩২ হাজার টাকা। নতুন হারে ডিএ-র ক্ষেত্রে তাঁরা আরও ১২৮০ টাকা অতিরিক্ত বেতন পেয়েছেন। বিডিওদের ক্ষেত্রে চাকরিতে যোগ দেওয়ার সময় বেসিক ৫৬,১০০ টাকা মতো। তাঁরা ডিএ পেয়েছেন ২২৪৪ টাকা। কলকাতা পুলিশের কনস্টেবলর- রাজ্য পুলিশ, লেডি কনস্টেবেলরা ডিএ বাড়ার পর প্রায় ৯০০-১৪০০ টাকা বেশি পান এদিন। মিসেলেনিয়াস এর কিছু পদে যেমন, রেভিনিউ ইন্সপেক্টর, লেডি এক্সটেনশন অফিসারদের মাইনে ৩৪, ৬৫৮ টাকা, ফেব্রুয়ারি ৪ শতাংশ বর্ধিত ডিএ-র পর হয়েছিল ৩৫, ৭৫৮ টাকা , আরও ৪ শতাংশ বেড়ে হল ৩৬, ৯১৪ টাকা। কিছু পোস্ট যেমন ব্লক ইয়ুথ অফিসার, কনজিউমার ওয়েলফেয়ার অফিসার এখন মাইনে ৩৮, ৫০০ টাকা, ফেব্রুয়ারি ৪ শতাংশ বর্ধিত ডিএ'র পর হয়েছিল প্রায় ৩৯, ৭০০ টাকা, আরও ৪ শতাংশ বেড়ে হল ৪০, ৯৫০ টাকা। রাজ্যের ডব্লিউবিসিএস ক্যাডারের সবচেয়ে উঁচু পোস্ট হল 'সিনিয়র স্পেশ্যাল সেক্রেটারি'। বেসিক, প্রায় ১ লাখ ৯০ হাজার টাকা। পাটিগণিতের হিসাবে তাঁর ডিএ হবে প্রায় ৮০০০ টাকা।

সপ্তম দফা নির্বাচনের আগেই বঙ্গের ফল জানালেন দেবাংশু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সপ্তম দফার ভোট হতে আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকি। এর আগেই বঙ্গে লোকসভা ভোটের সম্ভাব্য ফলাফল সম্পর্কে ঘোষণা করতে দেখা গেল বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রিয় যুব নেতা তথা তমলুক লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্যকে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে এক বিরাট দাবি করেন দেবাংশু। স্পষ্ট জানান, বাংলায় বিজেপি এবং তৃণমূলের দখলে যেতে পারে কটি করে আসন। আর এই প্রসঙ্গে দেবাংশু এও লেখেন, 'পিকে-কে ভুলে যান, আমাকে বাংলার ভবিষ্যৎ বলতে দিন। ২০১৯ সালে তৃণমূল পেয়েছিল ২২ এবং বিজেপি পেয়েছিল ১৮। ২০২৪ সালে তৃণমূলের আসন সংখ্যা ২৩ থেকে শুরু হবে এবং বিজেপির আসন সংখ্যা ১৭ থেকে কমতে শুরু করবে। কোথায় গিয়ে থামবে দু'পক্ষের মধ্যে তা বলা যাচ্ছে না। সুতরাং আমি যদি আরও স্পষ্ট করে বলি, তৃণমূল ন্যূনতম আসন পাবে ২৩ এবং বিজেপির সর্বাধিক আসন ১৭।'

তপসিয়ায় বিজেপি প্রার্থী তাপস রায়ের সমর্থনে শুভেন্দু অধিকারী। ছবি: অদিতি সাহা

ভাঙড়ে নির্বাচনের আগে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন পুলিশ অবজার্ভার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাঙড়: ১ জুন যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে ভোট। যাদবপুর লোকসভার অন্তর্গত ভাঙড় বিধানসভা এলাকা বারবার রাজনৈতিক সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠতে দেখা গেছে। এমনকি গত পঞ্চায়েত ভোটে রক্তাক্ত হয়েছিল গণনা কেন্দ্র তথা কাঠালিয়া স্কুল সংলগ্ন এলাকা। আর সেই কারণেই কমিশনের বিশেষ নজর রয়েছে এই ভাঙড়ে। লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে বৃহস্পতিবার ভাঙড়ের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে হাজির হন পুলিশ অবজার্ভার নীলেশ ভার্নি। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, যাদবপুর ও ডায়মন্ড হারবার লোকসভার পুলিশ অবজার্ভার তিনি।

এদিকে সূত্রে খবর, বুধবার রাতে পৃথক সংঘর্ষের ঘটনায় তৃণমূল ও আইএসএফ কর্মীদের মধ্যে সংঘাতের অভিযোগ ওঠে। এরপর বৃহস্পতিবার পুলিশ অবজারভার নীলেশ ভার্নি প্রথমেই কাঠালিয়া স্কুলে আসেন। সেখানে এসে পরিকাঠামো খতিয়ে দেখেন। এরপর কাঠালিয়া থেকে বেরিয়ে সোনপুর বাজারে আসেন। সেখানে এসে স্থানীয় মানুষ জন ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে কথাও বলেন। এলাকার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি তিনি উত্তর কাশীপুর থানায় যান। সেখানে এলাকার পরিস্থিতি নিয়ে ভাঙড় ডিভিশনের ডিসি সৈকত ঘোষ ও থানার ওসি অমিত কুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গেও প্রশাসনিক পরিস্থিতি নিয়ে রুদ্ধদ্বার বৈঠক সারেন।

ঘূর্ণিঝড়ে পড়ে যাওয়া গাছের প্রতিস্থাপন শুরু কলকাতা পুরসভার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ঘূর্ণিঝড় রিমেলের কারণে পড়ে যাওয়া গাছগুলির যতগুলিকে সম্ভব প্রতিস্থাপনে উদ্যোগী হয়েছে কলকাতা পুরসভা। এই ব্যাপারে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাও। কারণ, পূর্ণবয়স্ক গাছ বছরে গড়ে সাড়ে ৫ লক্ষ টাকার অক্সিজেন সরবরাহ করে এবং বায়ুশোধনের মূল্য প্রায় ১১ লক্ষ টাকা। সেই সঙ্গে ভূমিক্ষয় রোধেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় গাছ।পুরসভার উদ্যান বিভাগ সূত্রে খবর, রিমেলের ধাক্কায় বট, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া মিলিয়ে ৬ ফুটের বেশি উচ্চতার ৩৫০টি গাছ পড়েছে শহরে। এর মধ্যে ২৭০টি গাছ শিকড় সমেত উপড়ে পড়েছে। বাকি গাছগুলি ডালপালা-সহ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে মঙ্গলবার বিকেল পর্যন্ত ২৩টি গাছ প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। বুধবার আরও ২০টি গাছ প্রতিস্থাপন করা হয়। সেই সঙ্গে যে জায়গাগুলিতে গাছ পড়েছে, সেখানে পর্যাপ্ত গাছ লাগানো হবে বলেও আশ্বাস দিয়েছেন পুরকর্তারা। পুরসভার সহযোগিতায় পরিবেশ রক্ষায় কাজ করা একটি সংস্থা ইতিমধ্যে পার্ক সার্কাস সেভেন পয়েন্ট ক্রসিংয়ের কাছে পড়ে যাওয়া ৩টি গাছ পার্ক সার্কাস ময়দানে প্রতিস্থাপন করেছে। গল্ফগ্রিন, শরৎ বোস রোডে পড়ে যাওয়া ৪টি গাছকেও নতুন জীবন দিয়েছে ওই সংস্থা। ওই গাছগুলিকে বসানো হয়েছে লেক এলাকায়। এর পাশাপাশি রাসবিহারী, বালিগঞ্জ এলাকার ৫টি গাছ

প্রতিস্থাপনে উদ্যোগী হয়েছে দক্ষিণ কলকাতার একটি স্বেচ্ছাসবী সংস্থা। তবে গাছ পড়ার পর রাস্তায় যান চলাচল শুরুর তাড়ায় প্রশাসন গাছগুলিকে যেখান সেখান থেকে কাটতে শুরু করে। সে কারণেই সব গাছ প্রতিস্থাপন করা সম্ভব হয় না বলে জানান বিশেষজ্ঞরা। তবে এর মাঝেও এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে পরিবেশবিজ্ঞানীদের বক্তব্য, শুধু প্রতিস্থাপন করলে বা চারা রোপণ করলেই হবে না, রক্ষণাবেক্ষণ যাতে ঠিক ভাবে হয়, সে দিকে নজরদারি খুব জরুরি।

ভাঙড়ে আইএসএফ কর্মীর বাড়ি থেকে বোমা উদ্ধার , ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাঙড়: ভোটের আগে আইএসএফ কর্মীর বাড়ি থেকে বোমা উদ্ধার করল উত্তর কাশীপুর থানার পুলিশ। বুধবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে উত্তর কাশীপুর থানার চকমরিচা এলাকায় হানা দেয় পুলিশকর্মী এবং আধিকারিকেরা। পুলিশ সূত্রে খবর, চকমরিচা এলাকায় মেহের আলি মোল্লার বাড়িতে বোমা বাধার কাজ করছিল দুষ্কৃতীরা। পুলিশ দেখে সেই বোমা রেখে পালিয়ে যায় তারা। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ মোট ৯টি বোমা উদ্ধার করেছে। খুব স্বাভাবিক ভাবেই সপ্তম দফা নির্বাচনের ঠিক আগে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। এই ঘটনায় বাড়ি মালিক মেহের আলি মোল্লাকে গ্রেপ্তার করে উত্তর কাশীপুর থানার পুলিশ। সূত্রে খবর, পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

এদিকে, ভাঙড়ে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীর বাড়িতে হামলার অভিযোগ। অভিযোগ আইএসএফের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ভাঙড়ের চালতাবেড়িয়া অঞ্চলের কোচপুকুর এলাকায়। অভিযোগ মিছিলের নামে আইএসএফ কর্মী সমর্থকরা চালতাবেড়িয়া এলাকার তৃণমূল সমর্থক ইবাদুল্লা মোল্লার বাড়িতে হামলা চালায়। ভাতের হাঁড়ি ফেলে দেয়। এমনকি মহিলাদেরও মারধর করে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে আইএসএফ। কোনও হামলা করা হয়নি বলে এলাকার আইএসএফ নেতারা জানান। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ালে উত্তর কাশীপুর থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

বরানগরের অন্তর্বর্তী নির্বাচনী প্রচারে অনুব্রতর শব্দবন্ধে হুঁশিয়ারি সজলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বরানগর: শনিবার লোকসভা নির্বাচনের শেষ দফা যেমন রয়েছে ঠিক তেমনই রয়েছে বরানগর কেন্দ্রে বিধানসভার উপনির্বাচনও। এই উপনির্বাচনে সজল ঘোষ বিজেপির হয়ে লড়াই করছেন। বৃহস্পতিবার শেষ দিনে শীলভদ্র দত্ত ও সজল ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে প্রচার সারতে দেখা যায় বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে। এদিনের প্রচারে এসে রাজ্য বিজেপি সভাপতির দাবি, দমদম লোকসভা ও বরাহনগর বিধানসভা, দুটি কেন্দ্রেই এবার পদ্ম ফুল ফুটবে। জোর গলায় দাবি করেন তিনি। প্রচার শেষে তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করতেও পিছপা হননি সুকান্ত। রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে মন্তব্য করেন তিনি। তৃণমূল কংগ্রেস ভাতা দেওয়ার রাজনীতি করে চলেছে। শিক্ষিত মানুষ, বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য কাজের জায়গা তৈরি করে দিচ্ছে না রাজ্য সরকার। আর এরই রেশ টেনে সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেস চায় মানুষ গরিব থাকুক। ভাতা দিয়ে ভোটটা নিয়ে নেব। এখানে কত কল কারখানা সব বন্ধ হয়ে আছে। শ্মশান, বধ্যভূমিতে পরিণত হয়েছে।' এরই পাশাপাশি গঙ্গার পাড়ের ধর্মীয় স্থানের জায়গা দখল হয়ে যাচ্ছে, এই অভিযোগও করেন তিনি। তবে বিধানসভা অন্তর্বর্তী নির্বাচনী জয়লাভে প্রত্যয়ী সুকান্তর গলায় শোনা যায়, 'এখানে জোড়া পদ্ম, আর তৃণমূল পুরো জব্দ।' তবে এদিন অনুব্রতর 'চড়াম চড়াম', 'গুড়-বাতাসা' শব্দবন্ধের অনুরণন শোনা গেল বিজেপি নেতা সজল ঘোষের গলায়।

POST-OFFER ADVERTISEMENT IN ACCORDANCE WITH REGULATION 18(12) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTAINTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED ("SEBI (SAST) REGULATIONS") FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

CINERAD COMMUNICATIONS LIMITED

Registered Office: 80, Burtolla Street, Kolkata – 700007, West Bengal, India | Phone: +91-77199 13351
E-mail ID: cinerad@gttsolutions.in | Website: www.cineradcommunications.com
CIN: L92100WB1986PLC218825

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP TO 49,82,098 (FORTY NINE LAKHS EIGHTY TWO THOUSAND NINETY EIGHT) FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- (INDIAN RUPEES TEN) EACH ("EQUITY SHARES") REPRESENTING THE 26.00% (TWENTY SIX) PERCENT OF THE EMERGING VOTING CAPITAL OF THE TARGET COMPANY FROM THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF CINERAD COMMUNICATIONS LIMITED, BY PANKAJ RAMESH SAMANI ("ACQUIRER NO. 1"), KAUSHAL UTTAM SHAH ("ACQUIRER NO. 2") UG PATWARDHAN SERVICES PRIVATE LIMITED ("ACQUIRER NO. 3"), GANESH NATARAJAN ("ACQUIRER NO. 4"), UMA GANESH NATARAJAN ("ACQUIRER NO. 5"), MANOJ MANOHAR PANVELKAR ("ACQUIRER NO. 6"), NITIN NEMINATH PATIL ("ACQUIRER NO. 7") AND BASANTA KUMAR SWAIN ("ACQUIRER NO. 8") (HEREINAFTER, COLLECTIVELY REFERRED TO AS "ACQUIRERS") PURSUANT TO AND IN COMPLIANCE WITH THE SEBI (SAST) REGULATIONS (THE "OPEN OFFER" OR "OFFER").

This post-offer advertisement ("**Post-Offer Advertisement**") is being issued by Vivro Financial Services Limited, the Manager to the offer ("**Manager to the Offer**"), for and on behalf of the Acquirers, pursuant to Regulation18(12) and other applicable provisions of the SEBI (SAST) Regulations. This Post-Offer Advertisement should be read in continuation of and in conjunction with; (a) the Detailed Public Statement ("**DPS**") that was published in Financial Express (English), Jansatta (Hindi), Navshakti (Marathi) and Ek Din (Bengali) ("**Newspapers**") on January 30, 2024; (b) the Draft Letter of Offer ("**DLOF**") dated February 6, 2024 and (c) the Letter of Offer ("**LOF**") dated May 04, 2024.

Sr. No.	Particulars	Details
1	Name of the Target Company	Cinerad Communications Limited
2.	Name of the Acquirer	Pankaj Ramesh Samani ("**Acquirer No. 1**"), Kaushal Uttam Shah ("**Acquirer No. 2**") Ugpatwardhan Services Private Limited ("**Acquirer No. 3**"), Ganesh Natarajan ("**Acquirer No. 4**"), Uma Ganesh Natarajan ("**Acquirer No. 5**"), Manoj Manohar Panvelkar ("**Acquirer No. 6**"), Nitin Neminath Patil ("**Acquirer No. 7**") and Basanta Kumar Swain ("**Acquirer No. 8**").
3.	Name of the Manager to the offer	Vivro Financial Services Private Limited
4.	Name of the Registrar to the offer	Niche Technologies Private Limited
5.	**Offer Details:** a.) Date of opening of the offer b.) Date of closing of the offer	 Monday, May 13, 2024 Tuesday, May 28, 2024
6.	Date of Payment of Consideration	Not applicable as no equity shares were tendered.

Details of Acquisition

Sr. No.	Particulars	Proposed in the Offer Document *(Assuming full acceptance in the Offer)*		Actuals	
7.1	Offer Price	₹10/- per Equity Share		₹10/- per Equity Share	
7.2	Aggregate number of Equity Shares tendered	49,82,098		Nil	
7.3	Aggregate number of Equity Shares accepted	49,82,098		Nil	
7.4	Size of the Offer	₹ 4,98,20,980/-		Nil	
7.5	Shareholding of the Acquirers before Agreements / Public Announcemen • Number • % of Fully Diluted Equity Share Capital	 Nil Nil		 Nil Nil	
7.6	Equity Shares Acquired by way of Share Purchase and Share Subscription Agreement dated January 22, 2024 • Number • % of Fully Diluted Equity Share Capital	 1,35,22,186[a] 70.57%		 1,35,22,186[a] 70.57%	
7.7	Equity Shares Acquired by way of Open Offer. • Number • % of Fully Diluted Equity Share Capital	 49,82,098 26.00%		 Nil Nil	
7.8	Shares Acquired after Detailed Public Statement • Number of Shares acquired • Price of Shares acquired • % of Fully Diluted Equity Share Capital	 Nil Nil Nil		 Nil Nil Nil	
7.9	Post offer shareholding of Acquirers. • Number • % of Fully Diluted Equity Share Capital	 1,85,04,284 96.57%		 1,35,22,186[a] 70.57%	
7.10	**Pre & Post offer shareholding of the Public**	**Pre-Offer**	**Post-Offer**	**Pre-Offer**	**Post-Offer**
	• Number • % of Fully Diluted Equity Share Capital	28,39,729 54.61%	6,57,631 3.43%	28,39,729 54.61%	56,39,729[b] 29.41%

(a) Pursuant to the Promoters SPAs, 23,60,271 Equity Shares representing 12.32% of the Emerging Voting Capital was transferred from the Sellers to the Acquirers on March 07, 2024 and March 12, 2024. Further, the board of directors in their meeting held on March 13, 2024, allotted 1,11,61,915 Equity Shares representing 58.25% of the Emerging Voting Capital to the Acquirers, totaling to 1,35,22,186 Equity Shares representing 70.57% of the Emerging Voting Capital of the Target Company.

(b) Simultaneously with the preferential issue of Equity Shares to the aforesaid Acquirers, the Board of the Target Company in their meeting held on March 13, 2024 has also allotted 28,00,000 (Twenty Eight Lakhs) Equity Shares representing 14.61% (Fourteen point Sixty One) percent of the Emerging Voting Capital at a price of ₹10/- (Indian Rupees Ten) per Equity Share on preferential basis to certain Public Shareholders namely Godawari Ventures LLP (3,00,000 Equity Shares), Parekh Nishita Nikhil (2,00,000 Equity Shares), Shilpa Bhavesh Shah (2,00,000 Equity Shares), Sindola Management Services Private Limited (2,00,000 Equity Shares), Suhani Jadhav (2,00,000 Equity Shares), Abhay Bhagate (1,50,000 Equity Shares), Shrinivas Shamsundar Toshniwal (1,50,000 Equity Shares), Tejal Thakkar (1,00,000 Equity Shares), Nidhish Harish Tanna (1,00,000 Equity Shares), Amit Kirtilal Shah (1,00,000 Equity Shares), Ramesh Trikamji Shah (1,00,000 Equity Shares), Poonam Bhupalsingh Sulhyan (1,00,000 Equity Shares), Yogesh Malgounda Patil (1,00,000 Equity Shares), Dinesh Singh (1,00,000 Equity Shares), Parul Kaushikbhai Patel (1,00,000 Equity Shares), G D Chitale Ventures LLP (1,00,000 Equity Shares), Ganesh Nilkanthrao Deshmukh (1,00,000 Equity Shares), Sachin Marutrao Pawar (1,00,000 Equity Shares), Sunil Govind Kulkarni (1,00,000 Equity Shares), Shanmukhappa H Chitrakoti (1,00,000 Equity Shares), Ravindra Bharamu Bedage (50,000 Equity Shares) and Shivani Rohan Bhate (50,000 Equity Shares).

8. The Acquirers along with its Directors severally and jointly accept full responsibility for the information contained in this Post Offer Advertisement and for the obligations under SEBI (SAST) Regulations.
9. A copy of the Post-Offer Advertisement would also be available on the SEBI website at www.sebi.gov.in and on the website of the Manager to the Offer at www.vivro.net

Issued by Manager to the Offer on Behalf of the Acquirers

VIVRO FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
Address: Vivro House, 11 Shashi Colony, Opp. Suvidha Shopping Centre, Paldi, Ahmedabad - 380007. Gujarat. India.
Tel No.: 079-4040 4242 | **SEBI Reg. No.:** MB/INM000010122
Email: investors@vivro.net | Website: www.vivro.net
Contact Person: Shivam Patel | **CIN:** U67120GJ1996PTC029182

For and on the behalf of the Acquirers:
Sd/-
Pankaj Ramesh Samani
Acquirer-1

Place: Sangli, Maharashta
Date: May 30, 2024

AdBaaz

সম্পাদকীয়

তারকারা ভোটের সময় ঝাঁপিয়ে পড়েন শুধু নিজের আখের গোছাবার জন্য

ভোটের সময়ে চলচ্চিত্র, স্পোর্টস বা অন্যান্য ক্ষেত্রের তথাকথিত তারকাদের নিয়ে রাজনৈতিক দলের নেতারা একটা হুল্লোড়ের বাতাবরণ তৈরি করেছেন। এই নাট্যরচনা দক্ষিণ ভারতে প্রথমে শুরু হয়েছিল, এখন তা উত্তর ভারত হয়ে পূর্ব ভারতেও যেন পা দিয়েছে। নির্বাচনে যে কেউই দাঁড়াতে পারেন, তাঁর রাজনৈতিক পশ্চাৎপট না-ই থাকতে পারে, তিনি অভিজ্ঞ না-ও হতে পারেন। কিন্তু অভিজ্ঞতার নিরিখে বলা যায়, রাজনৈতিক দলের নেতারা মনে করেন বাহ্যিক রূপ, আকর্ষণ এই সব দেখিয়ে তাৎক্ষণিকতায় মঞ্চ জয় করা যেতে পারে। এবং জনগণও পর্দায় দেখা সেই সব রুপোলি জগতের নায়ক-নায়িকাদের দেখে আপ্লুত হন। কিন্তু বাস্তবে জনগণ বোকা নন। তাঁদের একটা বড় অংশ আগেই ঠিক করে রাখেন, কাকে ভোট দেবেন। মাঝখান থেকে যে সব নেতা-নেত্রী সারা বছর দলের জন্য ঘাম ঝরিয়ে কাজ করে যান, তাঁরা টিকিট না পেয়ে গুমরে মরেন। এখনকার রাজনীতি দেখে মনে হয়, কোনও নীতি নেই কর্মীদের। কোনও আত্মসম্মান নেই, কোনও শিক্ষারও দরকার হয় না। অনেক শিক্ষিত শহুরে মানুষ ইতিমধ্যেই ভোটকেন্দ্র থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছেন, ভোট দিতে যাচ্ছেন না। সবচেয়ে মুশকিল, যদি কোনও তারকা বাইরে থেকে এসে অচেনা কেন্দ্রে ভোটে দাঁড়ান, এবং তিনি যদি জিতে যান, পরবর্তী কালে তাঁকে সেই কেন্দ্রে দেখতে পাওয়া দুষ্কর। অচেনা কেন্দ্র নিয়ে তাঁর কোনও ধারণা থাকে না, অনুভবও থাকে না। তিনি তখন ব্যস্ত হয়ে পড়েন আগামী পাঁচ বছর তাঁর আখেরটি গুছিয়ে নেওয়ার জন্য। সুতরাং আমাদের মাথায় রাখতে হবে, ভোট দেব তাকেই যে পুরো সময়ের জন্য আমাদের জন্য সময় ব্যয় করবে। যে আইনসভাতে বসে আমাদের মঙ্গলচিন্তা করে তার সুগঠিত বক্তব্য পেশ করতে পারবে।

আনন্দকথা

ভাবিতেছেন, ইঁহারাই কি পূর্বদিনে সমাধি ও অদৃষ্টপূর্ব প্রেমানন্দ দেখিয়াছিলাম? সেই ব্যক্তি কি আজ প্রাকৃত লোকর ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন? ইনিই কি আমায় প্রথম দিনে উপদেশ দিবার সময় তিরস্কার করেছিলেন? ইনিই কি আমায় ‘‘তুমি কি জ্ঞানী’’ বলেছিলেন? ইনিই কি সাকার-নিরাকার দুই সত্য বলেছিলেন? ইনিই কি আমায় বলেছিলেন যে, ঈশ্বরই সত্য আর সংসারের সমস্তই অনিত্য? ইনিই কি আমায় সংসারে দাসীর মতো থাকতে বলেছিলেন?

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দ করিতেছেন ও মাস্টারকে এক-একবার দেখিতেছেন। দেখিলেন, তিনি অবাক্ হইয়া বসিয়া আছেন। তখন রামলালকে সম্বোধন করিয়া বলিলন, ‘‘দেখ্, এর একটু উমের বেশি কিনা, তাই একটু গম্ভীর।

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

পঙ্কজ রায়

১৭২৫ ইন্দোরের রানী অহল্যাবাঈ হোলকারের জন্মদিন।
১৯২৮ বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় পঙ্কজ রায়ের জন্মদিন।
১৯৫৪ বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক কল্পনা লাজমির জন্মদিন।

বিবেকানন্দ: এক অভূতপূর্ব সমন্বয়-ধর্মী সাধনার সন্ন্যাসী

দয়াময় মাহান্তী

হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবনে বিবেকানন্দের প্রধান লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন মতাবলম্বী হিন্দু ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর ভিতরে ঐক্য স্থাপন করা। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন বৈদিক ধর্ম সময়ের সাথে সাথে দ্বৈত, অদ্বৈত, শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত, গাণপত্য নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এবং একটি দল আরেকটি দলের সঙ্গে মতানৈক্য নিয়ে একে অপরের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করেছে। এই বিভিন্ন মতে বিভক্ত ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোকে তিনি বেদ ও বেদান্তের শাশ্বত সত্যের ভিত্তিতে সমন্বয় সাধন করার প্রচেষ্টা করেছেন। তিনি ঋগ্বেদের একটি শ্লোক স্মরণ করিয়ে দিয়ে সকল ধর্মাবলম্বীদের উদ্দেশ্য বলেছেন, ‘সেই মহাবাক্য পাঠ কর, তাহা হইলেই বুঝিবে, ইহা কিরূপে সম্ভব ঃ ‘একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি’--সৎস্বরূপ এক, ঋষিগণ তাঁহাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করেন।’ ধর্মীয় ঐক্য ও সম্প্রীতিতে বিবেকানন্দের পথ ছিল ‘পরধর্মসহিষ্ণুতা’। তিনি জৈন, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, মুসলমান প্রতিটি ধর্মের প্রতি সহিষ্ণু হওয়ার কথা বলেছেন। তাঁর বক্তব্য, ‘আমরা খৃষ্টানদের জন্য গীর্জা ও মুসলমানদের জন্য মসজিদ নির্মাণ করিতে বিরত হইব না,’। ‘সম্ভবতঃ আমরা বৌদ্ধধর্ম এমনকি জৈনধর্মের অংশবিশেষও গ্রহণ করিতে পারি--যদি উক্ত ধর্মাবলম্বীগণ অনুগ্রহপূর্বক আমাদের ভিতর আসিতে সম্মত হন।’ হিন্দুদের ভিতর ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও শূদ্রের যে বর্ণ বিভাজন তিনি তার বেড়াজাল ভাঙার চেষ্টা করেছেন। তিনি মনে করেন, ‘যদি আমি অতি নীচ চণ্ডাল হইতাম, তাহা হইলে আমার আরও অধিক আনন্দ হইত ; কারণ আমি যাঁহার শিষ্য, তিনি একজন অতি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইলেও এক অস্পৃশ্য মেথরের গৃহ পরিষ্কার করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন।...তিনিই আমার আদর্শ — আমি সেই আদর্শ পুরুষের জীবন অনুকরণ করিতে চেষ্টা করি।’ জাতি-ধর্মনির্বিশেষে জীবকে শিবরূপে সেবা করাকেই তিনি প্রকৃত ভগবান সেবা মনে করেছেন।

বিবেকানন্দের ধর্মীয় ঐক্য ভাবনার কেন্দ্রে যে বেদ ও বেদান্তের ধর্মভাবনা ছিল তা নিয়ে দ্বিমত হওয়ার কোনো জায়গা নেই। তিনি সমগ্র ভারতের হিন্দু ধর্মকে ‘বৈদান্তিক’ বা ‘বৈদিক’ ধর্ম নামে পরিচিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, নিজ ইচ্ছায় হিন্দু যে মতে বিশ্বাসী হোক সকলের গন্তব্য এক। এই এক গন্তব্যের পথ তিনি বেদ ও বেদান্তের সত্য থেকেই অনুসন্ধান করেছেন। এবং এই একতার জন্য সমস্ত হিন্দুর একটি ‘সাধারণ তত্ত্ব’-এ বিশ্বাসী হওয়া জরুরি বলে তিনি মনে করেন। এই কারণেই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বক্তৃতায় ‘যে-সকল তত্ত্বে হিন্দুমাত্রেরই বিশ্বাস থাকা আবশ্যক, সম্প্রদায় সমূহের সেই সাধারণ তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে’ আলোচনা করেছেন তিনি। তাঁর বিভিন্ন বক্তব্য থেকে বিশ্লেষণ করলে, এমন কিছু সাধারণ তত্ত্ব উঠে আসে, যাকে তিনি হিন্দু হিসেবে বিবেচিত হওয়ার আবশ্যকতা মনে করেছেন। তার কয়েকটিকে পরপর সাজালে এরকম হতে পারে --১) বেদকে সর্বোচ্চ প্রমাণ বলে স্বীকার করা ২) ব্রহ্মে বিশ্বাস, ৩) সন্ন্যাস গ্রহণ, ৪) উপনিষদ মানা, ৫) ওঙ্কার উপাসনা, ৬) ধার্মিক হয়ে ওঠা ইত্যাদি। আমরা যে তত্ত্বগুলোর কথা এখানে বললাম সেগুলো সম্পর্কে বিবেকানন্দ কী বলেছেন, আসুন একবার দেখে নিই।

১) ‘ভারতীয় জীবনে বেদান্তের কার্যকারিতা’ শীর্ষক বক্তব্যে বিবেকানন্দ বলছেন, ‘এটি বোধ হয় নিশ্চিত যে, যে-ব্যক্তি বেদের সর্বোচ্চ প্রামাণ্য অস্বীকার করে, তাহার নিজেকে ‘হিন্দু’ বলিবার অধিকার নাই।’ (ভারতে বিবেকানন্দ, পৃষ্ঠা ৯৫)

২) ’অন্য কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, যাঁহা হইতে সবকিছু উৎপন্ন হইতেছে, যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া সকলে জীবিত, অন্তে সবকিছুই যাঁহাতে লীন হইবে, সেই অত্যদ্ভুত অনন্ত শক্তিকে যে বিশ্বাস না করে, তাহাকে হিন্দু বলা যাইতে পারে না।’(হিন্দু ধর্মের সাধারণ ভিত্তি/ ভারতে বিবেকানন্দ, পৃষ্ঠা ২২২)। এই ‘অত্যদ্ভুত অনন্ত শক্তি’ প্রকৃতপক্ষে বেদ কথিত ‘ব্রহ্ম।)

৩) বিবেকানন্দ তাঁর ‘রামনাদ অভিনন্দনের উত্তর’ শীর্ষক বক্তৃতায় বলছেন, ‘আমাদের শাস্ত্র সকলকেই সন্ন্যাসী হইতে আদেশ করিতেছেন। সংসারের সুখসমুদয় ভোগ করিয়া প্রত্যেক হিন্দুকেই জীবনের শেষ ভাগে সংসার ত্যাগ করিতে হইবে। যে তাহা না করে সে হিন্দু নহে ; তাহার নিজেকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবার অধিকার নাই, সে শাস্ত্র অমান্য করে।’ (ভারতে বিবেকানন্দ, পৃষ্ঠা ৩৩)।

৪) জাফনা বক্তৃতা--বেদান্ত’ শীর্ষক বক্তব্যে তিনি বলছেন, ‘আর ভারতের সকল সম্প্রদায় — দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী অথবা সৌর, শাক্ত, গাণপত্য, শৈব ও বৈষ্ণব--যে-কেহ হিন্দু ধর্মের অন্তর্ভুক্ত থাকিতে চাহে, তাহাকেই বেদের এই উপনিষদভাগ মানিয়া চলিতে হইবে।’ (ভারতে বিবেকানন্দ, পৃষ্ঠা ১২)।

৫) ‘যদি কোন সম্প্রদায়ের ওঙ্কারোপসনায় আপত্তি থাকে, তবে তাহার নিজেকে ‘হিন্দু’ বলিবার কোন অধিকার নাই।’ (ভারতে বিবেকানন্দ, পৃষ্ঠা ১৬১)

৬) ‘হিন্দু যদি ধার্মিক না হয়, তবে তাহাকে আমি ‘হিন্দু’ বলি না।’ (হিন্দু ধর্মের সাধারণ ভিত্তি/ ভারতে বিবেকানন্দ, পৃষ্ঠা ২২০)

এই আলোচনা থেকে সহজেই বোঝা সম্ভব, বিবেকানন্দ হিন্দুদের মধ্যে যে একটা সার্বিক ঐক্য গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন, তার মূল ভিত্তি অবশ্যই বেদ ও বেদান্ত। এমনকি তিনি যখন বৌদ্ধদের হিন্দু ধর্মে আহ্বান করেছেন, সেই সমন্বয়ের ভিতরেও আছে বৌদ্ধধর্মে উপনিষদের ভাবনার বিকাশ। তিনি বলেছেন, ‘আমরা তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতে অনায়াসে প্রস্তুত ; কারণ বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখিবে, বৌদ্ধধর্মের সারভাগ ঐ-সব উপনিষদ হইতেই গৃহীত ; এমনকি বৌদ্ধধর্মের নীতি — তথাকথিত অদ্ভুত ও মহান নীতিতত্ত্ব কোন না কোন উপনিষদে অবিকল বর্তমান।’

বেদ ও বেদান্তের সর্বোচ্চ ভিত্তিতে সমস্ত হিন্দুদের ঐক্য সাধনে বিবেকানন্দের কাছে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, বেদ অনুসারীদের ভিতরেই দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, অদ্বৈতবাদের বহুধা বিভাজন। এছাড়াও শৈব, শাক্ত, গাণপত্য সহ অনেক মতের উৎপত্তি। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, এক বেদ নিয়েই দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদীরা নিজের নিজের পছন্দ মতো ব্যাখ্যা করেন এবং পারস্পরিক দূরত্ব তৈরি হয়। তিনি বলেন, ‘অদ্বৈতবাদী ভাষ্যকার যখন অদ্বৈতপর শ্রুতির ব্যাখ্যা করেন, তখন তিনি উহার সোজাসুজি অর্থ করেন ; কিন্তু তিনিই আবার যখন দ্বৈতপর শ্রুতির ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হন, তখন উহার শব্দার্থ বিকৃত করিয়া উহা হইতে অদ্ভুত অদ্ভুত অর্থ বাহির করেন।’ ‘দ্বৈতবাদী ভাষ্যকারেরাও এইরূপ এমনকি আরও বিকৃতভাবে শ্রুতির ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যেখানে যেখানে তাঁহারা দ্বৈতপর শ্রুতি পাইয়াছেন, সেগুলি যথাযথ রাখিয়া দিয়াছেন, কিন্তু যেখানেই অদ্বৈতবাদের কথা আসিয়াছে, সেইখানেই তাঁহারা সেই-সকল শ্রুতির যথেচ্ছ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।’ এই অনৈক্য মোচনের জন্য বিবেকানন্দ তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন, যাঁর মহান জীবনে দ্বৈত ও অদ্বৈতের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল। তিনি বলেন, ‘সুতরাং এখন এই মহাপুরুষের জীবনালোকে আমি দেখিতেছি যে, দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদী পরস্পর বিবাদ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। জাতীয় জীবনে উভয়েরই বিশেষ স্থান আছে। দ্বৈতবাদী থাকিবেই-- অদ্বৈতবাদীর ন্যায় দ্বৈতবাদীরও জাতীয় ধর্মজীবনে বিশেষ স্থান আছে। একটি ব্যতীত অপরটির থাকিতে পারে না, একটি অপরটির পরিণতি ; একটি যেন কাঠামো, অপরটি ছাদ ; একটি যেন মূল, অপরটি ফল।’ দ্বৈত ও অদ্বৈতবাদী বিভাজনের মতো পুরাণ পরবর্তী সময়ে হিন্দু ধর্মের অনেক মতাবলম্বীদের শ্রুতির চেয়ে স্মৃতির প্রতি অধিক আগ্রহী হয়ে পড়াও ছিল বিবেকানন্দের কাছে বেদ ও বেদান্ত কেন্দ্রিক ঐক্য প্রচেষ্টায় একটি সমস্যা। তিনি হিন্দুদের উদ্দেশ্য বলেন, ‘আমি তোমাদিগকে পূর্বেই বলিয়াছি, পরবর্তী পৌরাণিক শাস্ত্র ও বেদের মধ্যে যেখানেই প্রভেদ লক্ষিত হইবে, সেখানেই পুরাণের মত অগ্রাহ্য করিয়া বেদের মত গ্রহণ করিতে হইবে।’ তিনি আরও বলেন, ‘যদিও বেদই আমাদের প্রধান শাস্ত্র, তথাপি বেদের পরবর্তী স্মৃতি-পুরাণও আমাদের শাস্ত্র ; কারণ সেগুলিতে বেদেরই মত বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত ও নানাবিধ দৃষ্টান্ত দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। এগুলি অবশ্য বেদের মতো প্রামাণিক নহে। আর ইহাও শাস্ত্রবিধান যে, যেখানে শ্রুতি ও স্মৃতির মধ্যে কোন বিরোধ হইবে, সেখানে শ্রুতির মতই গ্রাহ্য হইবে এবং স্মৃতির মত পরিত্যাগ করিতে হইবে।’

এভাবে তিনি বেদ ও বেদান্ত পরবর্তী সময়ে পুরাণ ও অন্যান্য শাস্ত্রের সঙ্গে যেখানে যেখানে বেদ ও বেদান্তের অনৈক্য স্থাপন ঘটেছে তার একটি সমন্বয়ী সংস্কারকল্পে ব্রতী হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বেদ ও বেদান্তের একনিষ্ঠ ব্রতী হয়েও বিবেকানন্দ কখনো পৌত্তলিকতার বিরোধিতা করেননি। তিনি মনে করতেন, প্রতিমা পূজা করে যদি রামকৃষ্ণ পরমহংসের মতো মহান সাধকের আবির্ভাব হতে পারে, তাহলে সেই পূজা পদ্ধতি নিয়ে কেন আপত্তি থাকতে পারে ! বিবেকানন্দের এই অবস্থান তাঁর সমন্বয়ী চিন্তারই প্রতিফলন। বিবেকানন্দের ভিতরে এই সমন্বয়ী ভাবনার বীজ তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ স্থাপন করেছিলেন বললে কি অত্যুক্তি করা হবে ?

বিবেকানন্দ হিন্দুদের ভিতরে বেদ ও বেদান্তের প্রচার ও শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। বিবেকানন্দ বলছেন, ‘হিন্দুরা কিন্তু বলেন, বেদের অন্য কোন প্রমাণ নাই, বেদ স্বতঃপ্রমাণ ; কারণ বেদ অনাদি অনন্ত, ঈশ্বরের জ্ঞানরাশি। বেদ কখনো লিখিত হয় নাই উহা কখনো সৃষ্ট হয় নাই, অনন্তকাল ধরিয়া উহা রহিয়াছে। যেমন সৃষ্টি অনাদি অনন্ত, তেমনি ঈশ্বরের জ্ঞানও অনাদি অনন্ত।’ এই ‘অনাদি অনন্ত’ জ্ঞানকে সমস্ত হিন্দুর কাছে পৌঁছে দেওয়ার কথা তিনি ভেবেছেন। সমস্ত ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে বেদান্তের মহান সত্যকে জীবনে অনুশীলনের আহ্বান করেছেন। তিনি বলেছেন, ‘এখন বীর্যবান হইবার চেষ্টা কর। তোমাদের উপনিষদ-- সেই বলপ্রদ আলোকপ্রদ দিব্য দর্শনশাস্ত্র আবার অবলম্বন কর, আর এই সকল রহস্যময় দুর্বলতাজনক বিষয় পরিত্যাগ কর। উপনিষদরূপ এই মহত্তম দর্শন অবলম্বন কর। জগতের মহত্তম সত্য অতি সহজ। যেমন তোমার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে অন্য কিছু প্রয়োজন হয় না, ইহাও সেইরূপ সহজবোধ্য। তোমাদের সম্মুখে উপনিষদের এই সত্যসমূহ রহিয়াছে। ঐ সত্যসমূহ অবলোকন কর, ঐগুলি উপলব্ধি করিয়া কার্যে পরিণত কর-- তবে নিশ্চয় ভারতের উদ্ধার হইবে।’ বিবেকানন্দের মননে উপনিষদের গুরুত্ব ছিল সবার উপরে।

তিনি উপনিষদের মহান সত্যের ভিতর দিয়েই জগতের সত্য ধর্ম ও ধার্মিকের খাঁটি পরিচয় উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন। এবং এই মহৎ সত্যেই তিনি সমস্ত সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধে উঠতে পেরেছিলেন। যেকারণে তিনি মহান বুদ্ধ সম্পর্কে বলেন, ‘তাঁহার উক্তি নির্ভরযোগ্য, কেননা তাঁহার মত শ্রেষ্ঠ হিন্দু এ পর্যন্ত কেহ জন্মান নাই।’ (সূত্র মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্যবিধাতা/ বিবেকানন্দের বক্তৃতা)। মহান বুদ্ধকে একজন ‘শ্রেষ্ঠ হিন্দু’ বলার কারণ আমরা কি অনুমান করে নিতে পারি না বুদ্ধের ভিতরে উপনিষদের সত্যের প্রকাশ ? যে কারণে তিনি বলেছেন, ‘Buddha was a great Vedantist Sfor Buddhism was really only an offshoot of VedantaV– and Shankara is often called a “hidden Buddhist.’

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকের ‘মাহাত্ম্য’ও বিবেকানন্দ বেদান্তের আলোকেই গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেন, ‘কৃষ্ণ বলিয়া কৃষ্ণের মাহাত্ম্য নয়, তিনি বেদান্তের একজন মহান আচার্য বলিয়াই তাঁহার মাহাত্ম্য।’ অর্থাৎ বিবেকানন্দের ভাবনায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে বেদান্তের একজন শ্রেষ্ঠ প্রশিক্ষক ও প্রচারক এটিই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব বা মহত্বের কারণ। বিবেকানন্দ তাঁর সমস্ত জীবন ধরে এভাবেই বেদ ও বেদান্তের জ্ঞান ও সত্যের মধ্য দিয়ে হিন্দু ধর্মের ঐক্য ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রচার কার্যে ব্রতী হয়েছেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, এই শাশ্বত জ্ঞান ও সত্যই পারে, সমস্ত জগতকে একটি সার্বভৌম ধর্ম ও চিরন্তন সত্যের সন্ধান এনে দিতে।

তথ্য সূত্র

১) ভারতে বিবেকানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়
পৃষ্ঠা ৮, ৬১, ৯৬, ৭৯, ৯৫, ১৪, ৯৬, ৯৮, ৯৯, ৯৭, ৯৬,১২, ৯২, ১৪০
২) মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্যবিধাতা, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা ১০ খণ্ড, নেট
৩) Friday– July 19– Inspired Talks– Friday– July– 1895
Source VIVEKAVANI– Internet

জয় হিন্দ, বন্দেমাতরম

সুবল সরদার

ভোটই ধর্ম, ভোটই জীবন। মায়া-দয়া-মানবিকতা দেখানোর জায়গা কোথায় ? ভোট মানে গরম। ভোট মানে উর্দ্ধ চাপ, নিম্ন চাপ, পার্শ্ব চাপ, শুধু চাপ। ভোট মানে শুধু জিৎ। জিৎ-জিৎ ছাড়া আর কিছুই নয়। আদর্শ নয় আদর্শহীনতা, নীতি নয়, দুর্নীতির জঞ্জালে ভরা ভোট রাজনীতি। আব্রাহাম লিংকন বলেছেন গণতন্ত্র হচ্ছে ‘স্বন্ধ স্বদত্রন’। এই ডার্টি গেমস খেলে কিন্তু ভদ্রলোকে। তাঁরা কেউ পন্ডিত, জ্ঞানী-গুণীজন যদিও এখন তাঁরা অদৃশ্য। এই ‘স্বন্ধ স্বদত্রন’ বর্তমানে স্বন্ধ লোকজন দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। তাই এখনকার রাজনীতি সমাজে একটা অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে। নৈরাজ্যে ভরে উঠেছে। মতামত পোষণের জায়গা ভোটদান কিন্তু এখানে স্বাধীনভাবে সুস্থভাবে ভোট দানে অংশগ্রহণ করা যায় কি ? বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রে বৃহত্তম গ্যাঁড়াতন্ত্র লুকিয়ে আছে। নির্বাচন মানে ভয় -সন্ত্রাস। ভোট দানে অংশ নেওয়া মানে মৃত্যুর ঝুঁকি নেওয়া। মৃত্যুকে উপেক্ষা করে কে ভোট দিতে চায় ? আগে জানতাম নির্বাচন মানে সংখ্যা অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠর কর্তৃত্ব। নির্বাচনের নামে কীভাবে এই সংখ্যাগরিষ্ঠ অর্জন করে ? মারপিট, খুন জখম, বুথ দখল, বুথ জ্যাম, ভোট দানে বিরত, প্রক্সি ভোট দেওয়া। যদি জয় সুনিশ্চিত না হয় তারপর ব্যালট পেপার লুট, ব্যালট পেপার সহ ব্যালট বাক্স লুট। তারপরও যদি জয় না হয় অন্যের জয় সার্টিফিকেট ছিঁড়ে ফেলে নতুন জয় সার্টিফিকেট ভয় দেখিয়ে আদায় করা হয়। এটা নাকি নির্বাচনী রণকৌশল। ‘মারি অরি পারি যে কৌশলে’ -ছলে বলে কৌশলে জয়-ই নির্বাচনে প্রথম এবং প্রধান শর্ত। এই নির্বাচনে পেশিশক্তি আসল শক্তি। যে গণতন্ত্র জনগণকে ঠকায় তাকে কি বলবো? ফ্রড বলবো ? লজ্জা না আনন্দ জানি না। ভাবনা নয়, দুর্ভাবনায় বড়ো বিড়ম্বনায় আমাদের গণতন্ত্রের ভাগ্য লিখন। মাসলম্যানরা যদি দেশ শাসন করে দেশ কখনো উন্নতি হয় ?

সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র, সংবিধান সব ঘেঁটে ঘ হয়ে গেছে। এখানে কোনো যুক্তি নয় শুধু কুযুক্তি, কোন তর্ক নয় শুধু বির্তক, কোন আলোচনা নয় শুধু সমালোচনা। ভিন্ন মত পোষণের জায়গা কোথায় তোষণ ছাড়া ? এ গণতন্ত্রের সারাংশ নয়, গণতন্ত্রের শুধু মল-মূত্র। ‘বিপিনবাবুর কারণ সুধা’ র মতো রাতে দিন হয়, দিনে রাত হয় আমাদের গণতন্ত্রের এমনই জাদু ! জনগণ দু’মুঠো খাবার জন্যে অঙ্গে -বঙ্গে- কলিঙ্গে কাজ করে। তাঁরা এখন পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে চিহ্নিত হয়। শ্রমিকদের জন্যে সবাই লড়াই করে তবু সবাই শ্রমিক থাকে। সবাই কৃষকের পক্ষে থাকে তবুও কৃষক কৃষকই থাকে। কি মজা!

বেকারত্ব, জনগণের চাপে গণতন্ত্র অর্ধমৃত। নাগরিক জীবন নিয়ে কেউ কখনো ভেবেছেন? পায়খানার লম্বা লাইনে জামা-প্যান্টে পায়খানা হয়ে যায় তবুও পায়খানার লাইন শেষ হয় না। ট্যাক্স দিয়ে এমন নারকীয় নাগরিক যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়। ট্রেনে-বাসে সর্বত্র একই ভিড়ের যন্ত্রণা। ভিড়ের চিত্র কোথাও বদলায় না, চিড়ে চ্যাপ্টা নাগরিক জীবন কখনো চাপ মুক্ত হয়? তাঁদের সংক্ষিপ্ত পরিসর। অন্যদিকে গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী নেতাদের বিলাসবহুল-ভোগবিলাসের জীবনের অখন্ড অবসর। সব জায়গায় সব তাঁদের দখলে। জনগণের স্থান কোথায়? মনে হয় তাঁরা পুকুরের হাইব্রিড মাগুর আর আমরা জনগণ চুঁনোপুটি। অসম লড়াই, অসম শক্তি, অসম যুক্তি দিয়ে গণতন্ত্রের অপভ্রংশ নিয়ে এভাবে বেঁচে থাকবো। জয় হিন্দ। বন্দে মাতরম।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

এশিয়ান হোটেলস (ইস্ট) লিমিটেড

CIN No : L15122WB2007PLC162762

রেজিঃ অফিস: হায়াত রিজেন্সি কলকাতা, জেএ-১, সেক্টর-৩, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা-৭০০ ১০৬, পঃবঃ, ভারত, **ফোন:** ০৩৩ ৬৮২০ ১৩৪৪/৪৬, **ফ্যাক্স :** ০৩৩ ২৩৩৫ ৮২৪৬, **ইমেল আইডি:** investorrelations@ahleast.com; **ওয়েবসাইট** : www.ahleast.com

শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি নোটিশ

কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ডে (আইইপিএফ) স্থানান্তর

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১২৪(৬) ধারা এবং তৎসহ পঠিত ২০১৬ সালের ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার অ্যান্ড রিফান্ড) রুলসের রুল ৬ সংস্থান অধীনে এবং সময়ে সময়ে সংশোধিত মতে (রুলস) অনুযায়ী, **৩১ মার্চ ২০১৭** সালে সমাপ্ত আর্থিক বর্ষের অদাবিকৃত ডিভিডেন্ড এবং সংশ্লিষ্ট ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ একাদিক্রমে সাত বছর অদাবিকৃত রয়েছে তা **২ সেপ্টেম্বর** ২০২৪ তারিখে আইইপিএফ তে স্থানান্তর করা হবে।

যে সকল শেয়ারহোল্ডার এর শেয়ারসমূহ আইইপিএফ তে স্থানান্তর করা হবে সংশ্লিষ্টদের অবগত করা হচ্ছে যে, ক) সর্বশেষ নথিভুক্ত ঠিকানায় ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট সম্পর্কিত বিস্তারিত কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ahleast.com থেকে পাওয়া যাবে, খ) আপনাদের নামে নথিভুক্ত মূল শেয়ার সার্টিফিকেট(গুলি) স্বাভাবিক স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে এবং পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনও যোগাযোগ গ্রাহ্য হবে না।

২৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখের মধ্যে কোনও বৈধ দাবি কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত না হলে কোম্পানি ৩১ মার্চ ২০১৭ আর্থিক বর্ষের অদাবিকৃত ডিভিডেন্ড এবং সংশ্লিষ্ট ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ আইইপিএফ অথরিটির অ্যাকাউন্টে পরবর্তীতে কোনও নোটিশ ব্যতীতই স্থানান্তর করা হবে। শেয়ারহোল্ডারগণকে আরও অবগত করা হচ্ছে যে, শেয়ারসমূহ স্থানান্তর পরবর্তীতে কোম্পানির শেয়ার অধিকারের ক্ষেত্রে সকল কর্পোরেট সুবিধাদি আইইপিএফ এর অনুকূলে বর্তাবে এবং সংশ্লিষ্ট শেয়ার অধিকারের ফলে যে ভোটাধিকার তাও নিষ্ক্রিয় করা হবে কারণ পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট শেয়ার অধিকারীই তা দাবির যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবেন।

শেয়ারহোল্ডারগণকে আরও অবগত করা হচ্ছে যে, আইইপিএফ তে স্থানান্তরিত অদাবিকৃত ডিভিডেন্ড এবং শেয়ারসমূহ বিষয়ে কোম্পানির কাছে শেয়ারহোল্ডারগণ কোনও দাবি করতে পারবেন না। শেয়ারহোল্ডারগণ আইইপিএফ ওয়েবসাইটে বিস্তারিত উপলব্ধ www.iepf.gov.in মতে আইইপিএফ রুলসের রুল ৭ সংস্থান অধীনে নির্দেশাবলি অনুযায়ী আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের নিকট ইক্যুইটি শেয়ারসমূহ এবং ডিভিডেন্ড দাবি করতে পারেন।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনও জিজ্ঞাসা/বিশ্লেষণের জন্য শেয়ারহোল্ডাগণ অবশ্যই যোগাযোগ করবেন : কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং স্থানান্তর প্রতিনিধি **মেসার্স কেফিন টেকনোলজিস লিমিটেড (পূর্বতন কেফিন টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড),** শ্রী সুরেশ বাবু ডি, ম্যানেজার, সেলেনিয়াম বিল্ডিং, টাওয়ার-বি, প্লট নং ৩১ এবং ৩২, ফিনান্সিয়াল ডিস্ট্রিক্ট, নানাক্রমগুড়া, সেরিলিঙ্গমপল্লি মন্ডল, হায়দরাবাদ, তেলেঙ্গানা ভারত-৫০০০৩২। ফোন : ৯১-৪০-৬৭১৬১৫১৮, ফ্যাক্স : ০৪০-৬৭১৬১৫৫৩; নিঃশুল্ক নং : ১৮০০ ৩০৯ ৪০০১; ইমেল : einward.ris@kfintech.com।

এশিয়ান হোটেলস (ইস্ট) লিমিটেড এর পক্ষে
স্বা/-
সৌমেন চ্যাটার্জি
চিফ লিগাল অফিসার এবং কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : **কলকাতা**
তারিখ : **৩১ মে ২০২৪**

এজিআই গ্রিনপ্যাক লিমিটেড

(পূর্বতন এইচএসআইএল লিমিটেড নামে পরিচিত)

CIN : L51433WB1960PLC024539)

রেজিস্টার্ড অফিস : ২, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা - ৭০০ ০০১ পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

ফোন : +৯১ ৩৩-২২৪৮ ৭৪০৭/৫৬৬৮

ইমেল : hsilinvestors@hsilgroup.com

ওয়েবসাইট : www.agigreenpack.com

(কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডারদের মনোযোগের জন্য)

বিষয় : বিনিয়োগকারী শিক্ষা ও সুরক্ষা তহবিল ("আইইপিএফ") কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার স্থানান্তর।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১২৪(৬) অনুসারে বিনিয়োগকারী শিক্ষা এবং সুরক্ষা তহবিল কর্তৃপক্ষ (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার এন্ড রিফান্ড) ২০১৬ সংশোধিত রুল ৬ এর সাথে পঠিত (নিয়মগুলি) হিসাবে কোম্পানিকে সমস্ত শেয়ার স্থানান্তর করতে হবে যে বিষয়ে লভ্যাংশ দাবি করা হয়নি বা টানা সাত বছর বা তার বেশি সময় ধরে অপরিশোধিত রয়ে গেছে, ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড (আইইপিএফ) নামে এনএসডিএল-এর সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা কর্তৃপক্ষের ডিমাট অ্যাকাউন্টে জমা করতে হবে।

পূর্বোক্ত নিয়মের অধীনে প্রয়োজনীয়তা অনুসারে, কোম্পানি ৩০ মে, ২০২৪ তারিখে কোম্পানির কাছ থেকে বা ৩১ আগস্ট, ২০২৪ এর আগে এই ধরনের লভ্যাংশ দাবি করার জন্য নিবন্ধিত পোস্টের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পৃথকভাবে যোগাযোগ করেছে।

কোম্পানি তার ওয়েবসাইটে www.agigreenpac.com-এ আইইপিএফ-তে স্থানান্তরের জন্য এই ধরনের শেয়ারহোল্ডার এবং শেয়ারের বিবরণ আপলোড করেছে। শেয়ারহোল্ডারদের ২০২৪-২০২৫ আর্থিক বছরে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করার জন্য অদাবিকৃত লভ্যাংশ এবং শেয়ারগুলির বিশদ বিবরণ যাচাই করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

যে সমস্ত শেয়ারহোল্ডাররা আর্থিক বছর ২০১৬-২০১৭ এবং তার পরের জন্য তাদের লভ্যাংশ দাবি করেননি তাদের ৩১ আগস্ট ২০২৪ বা তার আগে প্যান কার্ডের একটি অনুলিপি এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের একটি বাতিল চেকের পাতা সহ একটি লিখিত আবেদনের মাধ্যমে কোম্পানির কাছ থেকে তাদের লভ্যাংশ দাবি করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, ব্যর্থ হলে শেয়ারহোল্ডারদের নামে নিবন্ধিত অন্তর্নিহিত শেয়ারগুলি আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

শেয়ারহোল্ডাররা মনে রাখবেন যে দাবি না করা লভ্যাংশ এবং আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে স্থানান্তরিত শেয়ারগুলি উভয়ই এই ধরনের শেয়ারগুলিতে সংগৃহীত সমস্ত সুবিধা সহ, যদি থাকে, পূর্বোক্ত বিধিগুলির অধীনে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করার পরে, সময়ে সময়ে সংশোধিত হিসাবে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ফেরত দাবি করা যেতে পারে।

শেয়ারহোল্ডাররা আরও অবগত হন যে কোম্পানির ওয়েবসাইটে আপলোড করা বিশদ বিবরণ বিবেচনা করা উচিত এবং কোম্পানির দ্বারা বিকল্প শেয়ার সার্টিফিকেট (গুলি) ইস্যু করার এবং ডিপোজিটরিতে নির্দেশনা(গুলি) জারি করার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত নোটিশ হিসাবে বিবেচিত হবে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে শেয়ার হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে অংশগ্রহণকারীরা, পূর্বোক্ত নিয়ম অনুসারে।

কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, অনুগ্রহ করে কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট, মেসার্স মহেশ্বরী ডাটামেটিকস প্রাইভেট লিমিটেড, ২৩, আর.এন. মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা-৭০০ ০০১, ফোন ০৩৩ ২২৪৮- ২২৪৮/ ০৩৩ ২২৪৩-৫০২৯ বা ই-মেইল mdpldc@yahoo.com-এ যোগাযোগ করবেন।

এজিআই গ্রিনপ্যাক লিমিটেডের পক্ষে
(পূর্বে এইচএসআইএল লিমিটেড নামে পরিচিত)
স্বা/-
(ওমপাল)
কোম্পানি সেক্রেটারি
এ৩০৯২৬

স্থান : গুরুগ্রাম
তারিখ : ৩০ মে, ২০২৪

অঙ্কুর মার্কেটিং লিমিটেড

CIN : L52110WB1985PLC240038

রেজি. অফিস ২১০, রুবি পার্ক, কসবা রথতলা, কলকাতা-৭০০০৭৮

ইমেল : ankurmarketing85@gmail.com

ওয়েবসাইট : http://www.ankurmarketing.com/ ফোন : ৯০৫১১৫৩৩৮৫

৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং বৎসরের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (ইন্ড-এএস) সাথে সম্মতিতে গঠিত

(লাখ টাকায়)

ক্রম নং	বিবরণাদি	তিন মাস সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১	মোট আয় কারবার থেকে	১২২.৫৭	১২১.৫৪	১১৪.৫৯	৪৮২.২৪	৪৪০.৫৪
২	লাভ (ক্ষতি) ব্যতিক্রমী দফা এবং অতিরিক্ত দফাসমূহ কর পূর্ব	৭০.৭০	৬৭.৪৯	৫৮.০৪	২৬১.১৪	২১৫.৬০
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব	৫৮.৩৯	৬৭.৪৯	৫৮.০৪	২৪৮.৮৩	২১৫.৬০
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কারবার শুরুর সময় থেকে	৪৬.৫৯	৫৫.৩৫	৫০.৫৯	২০৬.৪৬	১৮৫.০৮
৫	লাভ/(ক্ষতি) সংশ্লিষ্ট সময়ের	৪৬.৫৯	৫৫.৩৫	৫০.৫৯	২০৬.৪৬	১৮৫.০৮
৬	মোট সংবদ্ধ আয় সংশ্লিষ্ট সময়ের	৪৬.৫৯	৫৫.৩৫	৫৫.৭১	২০৬.৪৬	১৯০.২০
৭	আদায়দত্ত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রাথমিক মূল্য ১০ টাকা প্রতিটি)	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০
৮	সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়নের সংরক্ষণ ব্যতীত সংরক্ষণ) পূর্ববর্ষের ব্যালেন্সশিট অনুযায়ী	-	-	-	-	৭৬১.২১
৯	শেয়ার পিছু আয় (ইপিএস) (ইপিএস তিন মাসের বার্ষিকীকৃত নয়)					
	(ক) মূল	১.৫৫	১.৮৪	১.৬৯	৬.৮৮	৬.১৭
	(খ) মিশ্র	১.৫৫	১.৮৪	১.৬৯	৬.৮৮	৬.১৭

আর্থিক ফলাফল নোট :

১ উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলগুলি নিরীক্ষক কমিটি দ্বারা পর্যালোচিত এবং ডিরেক্টর বোর্ড কর্তৃক সংশ্লিষ্ট সভায় অনুমোদিত।

২ যেহেতু কোম্পানির ব্যবসায়িক কার্যকলাপ একক সেগমেন্ট ব্যবসার মধ্যে পড়ে, পৃথক সেগমেন্ট তথ্য প্রস্তুত করা নেই।

৩ কোম্পানি মেসার্স ওম দয়াল এডুকেশনাল অ্যান্ড রিসার্চ সোসাইটির পক্ষ থেকে ৩,৬৫৫ লক্ষ টাকা (৩১.০৩.২০২৪ তারিখে বকেয়া টাকা ৩১২০.২৪ লক্ষ টাকা) এবং মেসার্স কৃষ্ণদয়াল এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ একাডেমীর পক্ষে ব্যাঙ্কে কর্পোরেট গ্যারান্টি দিয়েছে ১,৮৬৮ লক্ষ টাকা (৩১.০৩.২০২৪ হিসাবে বকেয়া হল ৮১৩.৭২ লক্ষ টাকা)।

৪ এই আর্থিক ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইটে http://www.ankurmarketing.com পাওয়া যাবে।

৫ পূর্ববর্তী সময়/বছরের পরিসংখ্যানগুলিকে বর্তমান সময়/বছরের সাথে তুলনীয় করার জন্য পুনরায় গোষ্ঠীবদ্ধ/পুনঃশ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।
৩১ শে মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত তিনমাসের পরিসংখ্যানগুলি সম্পূর্ণ আর্থিক বছরের নিরীক্ষিত পরিসংখ্যান এবং আর্থিক বছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত সীমিত পর্যালোচনা করা সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত পরিসংখ্যানগুলির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে।

অঙ্কুর মার্কেটিং লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
শ্যাম সুন্দর আগরওয়াল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
[ডিন - ০১০২১৩৫৯]

তারিখ : ৩০.০৫.২০২৪
স্থান : কলকাতা

গলা কেটে বধূকে খুনের অভিযোগে চাঞ্চল্য মালদায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: নৃশংস ভাবে গলা কেটে এক গৃহবধূকে খুন করার অভিযোগে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পুখুরিয়া থানার পরানপুর এলাকায়। বৃহস্পতিবার সকালে এই ঘটনায় মৃত গৃহবধুর স্বামীর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ উঠেছে। মৃতের পরিবারের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযুক্ত স্বামীকে আটক করেছে পুখুরিয়া থানার পুলিশ। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করে পুলিশ। পাশাপাশি খুনের বিষয়টি নিয়েও তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম আঙ্গুরা বিবি (২৮)। এদিন সকালে গলাকাটা রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয় শ্বশুরবাড়ি থেকে। অভিযুক্ত স্বামী আশরাফুল হক পেশায় দিনমজুর। প্রায় পাঁচ বছর আগে পুখুরিয়া থানার কদমতলী এলাকায় বিয়ে হয়। তাঁদের দুই নাবালক সন্তান রয়েছে। মৃতের পরিবার পুলিশকে অভিযোগে জানিয়েছে, স্ত্রী সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে স্বামী বুধবার পরানপুর এলাকায় শ্বশুরবাড়িতে আসেন। এক সন্তানকে শ্বশুর শাশুড়ির সঙ্গে ঘুমোতে দিয়ে ছ' মাসের কন্যাসন্তান স্ত্রীকে নিয়ে একটি আলাদা ঘরে ঘুমান স্বামী আশরাফুল হক।

এরপরই বৃহস্পতিবার সকালে বাথরুমের সামনে গলাকাটা অবস্থায় তাঁদের মেয়েকে পড়ে থাকতে দেখেন পরিবারের সদস্যরা। আর এরপরই এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। মৃত মহিলার বাবার বাড়ির লোকেদের অভিযোগ, তাঁদের জামাই এলাকারই এক মহিলার সঙ্গে পরকীয়া সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। বিষয়টি জানতে পেরে আঙ্গুরা বিবি প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। এই নিয়ে তাঁদের মধ্যে অশান্তিও চলছিল। আর সেই কারণে তাঁদের মেয়েকে গলা কেটে খুন করেছে অভিযুক্ত জামাই আশরাফুল হক।

পুখুরিয়া থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। গৃহবধূ খুনের অভিযোগে তাঁর স্বামীকেই আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

নিস্তব্ধ জঙ্গলমহল তাকিয়ে ফলের দিকে

চিত্ত মাহাতো ● ঝাড়গ্রাম

গড়বেতায় বিজেপি প্রার্থী প্রণত টুডুকে আক্রমণের ঘটনা ছাড়া একদা মাওবাদীদের আঁতুড় ঘর জঙ্গলমহলের ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রের ভোট হয়েছে নির্বিঘ্নে।

ওই একটি ঘটনা ছাড়া অন্য কোথাও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর না থাকায় সন্তোষ প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। তবে ফল প্রকাশের আগে জঙ্গলমহলের এবারের ভোটের গতিপ্রকৃতি নিয়ে গবেষণা করা খুবই জটিল বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল। পুরো জঙ্গলমহলে এবার ছিল এক অদ্ভুত নীরবতা। ভোটারদের মধ্যে তেমন কোনও উচ্ছ্বাসই লক্ষ্য করা যায়নি। দেড় দশক আগে মাওবাদী আন্দোলনের সময়কার নির্বাচনগুলিতে এরকমই নীরবতা দেখা গিয়েছিল।

এবারের লোকসভা নির্বাচনেও ভোটাররা চুপচাপ বুথে এসে লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছেন। বেশিরভাগ ভোটারদেরই কোনও দলের বুথ ক্যাম্পে যেতে দেখা যায়নি। নয়াগ্রাম, বান্দোয়ান, গড়বেতা, শালবনি, গোপীবল্লভপুর ও বিনপুর বিধানসভা এলাকার বেশ কয়েকজন ভোটার জানিয়েছেন, এবার এলাকায় এলাকায় গিয়ে খুব বেশি প্রচার করেনি কোনও রাজনৈতিক দলই। জঙ্গলমহলের আদিবাসী ভূমিজ মুন্ডা সাঁওতাল কুড়মি সহ বিভিন্ন জনজাতির পক্ষ থেকে তাদের নেতারাও এবার ভোটারদের ওপর তেমন কোনও চাপ সৃষ্টিও করেননি। শুধুমাত্র এবারের নির্বাচনেই জঙ্গলমহলের কোনও এলাকায় মাওবাদীদের নামে কোনও পোস্টারও পড়েনি।

কুড়মি নেতারা কোনও কোনও এলাকায় তাঁদের সম্প্রদায়ের ভোটারদের একটি অংশকে তাঁদের মনোনীত প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার কথা বললেও বাস্তবে সেটা সম্ভব হয়নি। জঙ্গলমহলের মানুষ এবার ভোট দিয়েছে তাঁদের ইচ্ছেমতো। কোনও দল বা সংগঠনের কোনও রকম ফতোয়া মানেনি। জঙ্গলমহলের রাজনৈতিক চর্চাকারীদের বক্তব্য, এই এলাকার ভোটারদের মধ্যে থাকা হতাশা এবার ভালোমতোই আছড়ে পড়েছে ইভিএমে। আদিবাসীদের একটি বড় অংশ গত বিধানসভা নির্বাচনেও তৃণমূলের সঙ্গে ছিল। এবার তাদের সমাজ সংগঠনের নেতাদের সে ভাবে ভোটের ময়দানে দেখাই যায়নি। নির্বাচনে খুব একটা মাথা ঘামায়নি তারা। ফলে ভোটের অংক আরও জটিল হয়েছে। কুড়মিদের নির্দল প্রার্থীও বিজেপির বেশ কিছু ভোট কেটেছে বলে মনে করা হচ্ছে। সেজন্য এবারের অন্য পরিবেশ হিসেবে জটিল করে তোলায় জঙ্গলমহল অধীর আগ্রহে তাকিয়ে রয়েছে ৪ তারিখের ফলের দিকে।

সিআইটিইউ-র প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে বীরভূম জেলা সিটু কার্যালয়ে পতাকা উত্তোলন করছেন প্রাক্তন জেলা সম্পাদক গোকুল ঘোষ।

গ্রেপ্তার ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়ার অভিযোগে দু'জনকে গ্রেপ্তার করল কাঁকসা থানার পুলিশ। দু'জনকে বৃহস্পতিবার দুপুরে মহকুমা আদালতে পেশ করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতরা হলো শেখ নাসিরুদ্দিন ও আকাশ কুমার গৌড়। ধৃত দু'জনেরই বাড়ি পশ্চিম বর্ধমান জেলার পাণ্ডবেশ্বরে। বুধবার রাতে কাঁকসা থানার পুলিশ টহল দেওয়ার সময় কাঁকসার গোপালপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে একটি চারচাকা গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। পুলিশের সন্দেহ হলে গাড়িটির ভেতরে থাকা আরোহীদের জিজ্ঞাসাবাদ করার উদ্দেশ্যে এগোতেই। পুলিশকে দেখে কয়েকজন পালিয়ে গেলেও, দু'জনকে ধরে ফেলে পুলিশ।

চন্ডী স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: ৩, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১, দূরভাষ: (০৩৩)২২৪৮-৯৮০৮, ফ্যাক্স: (০৩৩)২২৪৩-০০২১
ইমেল: chandisteelindustries@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.chandisteel.com, CIN: L13100WB1978PLC031670

৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	তিন মাস সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১	মোট আয় কার্যাদি থেকে	১৪,৪২৪.৩৬	১৪,৯৩৫.৮৯	১১,৩৭১.৬৯	৫৭,১০০.০১	৪৯,৬৬৩.১৫
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ব)	১,২১১.৬০	২,৬৫৬.৮৯	১,২৯০.৫৪	৭,৯৩৬.২০	৫,৩৮৩.০৩
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ববর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	১,২১১.৬০	২,৬৫৬.৮৯	১,২৯০.৫৪	৭,৯৩৬.২০	৫,৩৮৩.০৩
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৯১৭.৪৫	১,৯৮৫.৩৪	৯৫৪.৫৩	৫,৯২৩.৩৪	৪,০০৪.২৯
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [এই সময়ের লাভ/(ক্ষতি)(কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য মোট আয় (কর পরবর্তী)]	৯১৭.৪৫	১,৯৮৫.৩৪	৯৪০.৪৬	৫,৯২৩.৩৮	৩,৯৯০.২২
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩,১৬০.৫০	৩,১৬০.৫০	১,০৫৩.৫০	৩,১৬০.৫০	১,০৫৩.৫০
৭	অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	-	৮,৫২০.৬৫
৮	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (১০/- টাকা প্রতিটি)					
	(ক) মৌলিক (বার্ষিকীকৃত নয়) (টা.)	২.৯০	৬.২৮	৯.০৬	১৮.৭৪	৩৮.০১
	(খ) মিশ্রিত (বার্ষিকীকৃত নয়) (টা.)	২.৯০	৬.২৮	৯.০৬	১৮.৭৪	৩৮.০১

দ্রষ্টব্যঃ-

১. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীন স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে ফাইল করা ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত চতুর্থ ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ। ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত চতুর্থ ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যথা www.cse-india.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে।

২. উপরিউক্ত ফলাফল অডিট কমিটি দ্বারা পুনরীক্ষিত এবং পরিচালন পর্ষদের ৩০.০৫.২০২৪ তারিখের কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সভায় অনুমোদিত।

৩. পূর্ববর্তী সময়ের সংখ্যাগুলিকে পুনর্সজ্জিত/পুনর্দলভুক্ত করা হয়েছে।

চন্ডী স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
হর্ষ জাজোদিয়া
ডিরেক্টর
DIN : 07022106

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৩০ মে, ২০২৪

বিকেএম ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

(CIN:- L27100WB2011PLC161235) ফোনন ং : (০৩৩)-২২১৩২৩৭২/৭৩, ফ্যাক্স : (০৩৩)-২২১৩২৯০৩
ইমেল : cs.bkm@rediffmail.com, ওয়েবসাইট : www.bkmindustries.co.in

৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক নিরীক্ষিত কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের সারসংক্ষেপ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত: ৩ মাস সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ নিরীক্ষিত	পূর্ববর্তী ৩ মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩ অনিরীক্ষিত	অনুরূপ ৩ মাস সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩ নিরীক্ষিত	বর্ষস মাপ্ত: ৩১.০৩.২০২৪ অনুযায়ী নিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০২৩ অনুযায়ী নিরীক্ষিত
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৯২.৫৩	——	——	৯২.৫৩	——
২	নিট লাভ সময়কালের (কর, ব্যতিক্রমী এবং/ বা অতিরিক্ত দফা পূর্ববর্তী #)	- ১২৭.৫৫	- ৪৪.১৬	- ১৪২.৫৪	- ২২৬.৭১	-২১৩.৮২
৩	নিট লাভ সময়কালের কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/ বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী #)	- ১২৭.৫৫	- ৪৪.১৬	- ১৪২.৫৪	- ২২৬.৭১	-২১৩.৮২
৪	নিট লাভ সময়কালের কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/ বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী #)	- ১০৫.৬১	- ৪৪.১৬	- ১৪৩.৫৪	- ২০৪.৭৭	-২১৪.৮২
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [(কর পরবর্তী) সময়কালের জন্য অন্তর্গত লাভ/(ক্ষতি) এবং (কর পরবর্তী) অন্যান্য ব্যাপক আয়]	- ১০৫.৬১	- ৪৪.১৬	- ১৪৩.৫৪	- ২০৪.৭৭	-২১৪.৮২
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১২.৩৫	১২.৩৫	৬৫৫.৩৪	১২.৩৫	৬৫৫.৩৪
৭	মজুত (পুনর্মূল্যায়ন মজুত ব্যতীত)	——	——	——	——	——
৮	শেয়ার প্রতি রোজগার (প্রতিটি ১/- টাকার) (চলতি ও অচলতি কাজের জন্য) **					
	১. মৌলিক	- ৮.৫৫	- ৩.৫৭	- ০.২২	- ১৬.৫৮	-০.৩৩
	২. মিশ্রিত	- ৮.৫৫	- ৩.৫৭	- ০.২২	- ১৬.৫৮	-০.৩৩

 # কোম্পানির কোনও ব্যতিক্রমী এবং অতিরিক্ত দফা নেই।

স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলের মূল সংখ্যা (লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত: ৩ মাস সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ নিরীক্ষিত	পূর্ববর্তী ৩ মাস সমাপ্ত ৩১.১২.২০২৩ অনিরীক্ষিত	অনুরূপ ৩ মাস সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩ নিরীক্ষিত	বর্ষস মাপ্ত: ৩১.০৩.২০২৪ অনুযায়ী নিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০২৩ অনুযায়ী নিরীক্ষিত
১	কার্যাদি থেকে মোট রাজস্ব	৯২.৫৩	-	-	৯২.৫৩	-
২	চলতি কার্যাদি থেকে কর পূর্ব লাভ/(ক্ষতি)	-১২৭.৫৫	-৪৪.১৬	-১৪২.৫৪	-২২৬.৭১	-২১৩.৮২
৩	চলতি কার্যাদি থেকে কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি)	-১০৫.৬১	-৪৪.১৬	-১৪৩.৫৪	-২০৪.৭৭	-২১৪.৮২

দ্রষ্টব্য :

১. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে, স্টক এক্সচেঞ্জসমূহে ফাইল করা ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের বিস্তারিত ফর্মাটের সারসংক্ষেপ। ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে বিএসই-র ওয়েবসাইট (www.bseindia.com) এবং এনএসই-র ওয়েবসাইট (www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.bkmindustries.co.in) -এ।

২. সংস্থাটি বার্ষিক ভিত্তিতে কনসোলিডেটেড আর্থিক বিবৃতি প্রস্তুত করেছে এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক পরিসংখ্যানগুলিতে ইউরোএশিয়ান ভেনচার এফজেডই কোম্পানির সহায়ক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৩. পূর্ববর্তী সময়কালের পরিসংখ্যানগুলি পুনরায় গোষ্ঠীবদ্ধ করা হয়েছে এবং বর্তমান সময়ের শ্রেণিবিন্যাসের সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য পুনরায় শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন বলে মনে করা হয়।

৪. বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকরা ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত সময়ের জন্য কোম্পানিকে ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের (স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড) অসংশোধিত/সংশোধিত নিরীক্ষা প্রতিবেদন সরবরাহ করেছেন।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৩০.০৫.২০২৪

ওয়েবসোল এনার্জি সিস্টেম লিমিটেড

সিআইএন - L29307WB1990PLC048350

রেজিঃ অফিস : প্লট নং ৮৪৯, ব্লক পি ৪৮, প্রমথ চৌধুরি সরণি, ৩য় তল, নিউ আলিপুর, কলকাতা-৭০০০৫৩,
ফোন: (০৩৩) ২৪০০০৪১৯, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২৪০০০৩৭৫
ইমেল: websol@webelsolar.com, ওয়েবসাইট: www.webelsolar.com

৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ (কোটি টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	তিন মাস সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	২৪.৮৭	০.৫১	০.১১	২৫.৮৬	১৭.২২
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ (কর এবং ব্যতিক্রমী দফা পূর্ব)	(৩১.৪৫)	(৬.৫০)	(৪.৯৮)	(৪৭.৩৪)	(২৯.০২)
৩	কর পূর্ব সময়কালের জন্য নিট লাভ (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	(৩৬.২৪)	(১০৭.০৫)	(৫.০৮)	(১৫২.৬৮)	(৩১.৫২)
৪	কর পরবর্তী সময়কালের জন্য নিট লাভ (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	(৫৮.৫৭)	(৫৪.৬৪)	(৫.৩৬)	(১২০.৯৬)	(২৩.৬৭)
৫	এই সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় (সময়কালের জন্য মুনাফা এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় নিয়ে গঠিত)	(৫৮.৮২)	(৫৪.৬৪)	(৫.২৮)	(১২১.২১)	(২৩.৫৯)
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা)	৪২.২১	৪২.২১	৩৮.৮০	৪২.২১	৩৮.৮০
৭	পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	৬৫.৫১	১৫২.৪৯
৮	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০/- টাকার)					
	(ক) মৌলিক (টা.)	(১৩.৫৩)	(১৩.৮৩)	(১.৩৮)	(২৯.৯৯)	(৬.৩১)
	(খ) মিশ্রিত (টা.)	(১৩.৫৩)	(১৩.৮৩)	(১.৩৮)	(২৯.৯৯)	(৬.৩১)

দ্রষ্টব্য :

১. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীন স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ।

২. আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যথা বিএসই ওয়েবসাইট (www.bseindia.com), এনএসই ওয়েবসাইট (www.nseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েসাইট (www.webelsolar.com) -এ।

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
ওয়েবসোল এনার্জি সিস্টেম লিমিটেড

স্বাক্ষরের স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৯ মে. ২০২৪

ম্যানেজিং ডিরেক্টর

আর্মচেয়ার ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড

CIN : L67120WB1981PLC033907

রেজি. অফিস : ২৩-এ, নেতাজি সুভাষ রোড, ৪র্থ তল, রুম নং ১৯, কলকাতা- ৭০০০০১

ফোন নং : + ৯১ ৩৩ ২২৩১০৪৪৮, ই-মেল আইডি : armchairinvestments@yahoo.in ওয়েবসাইট : armchairinvestments.co.in

৩১ মার্চ ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং বৎসরের স্ট্যান্ডালোন নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের প্রতিবেদন

(লাখ টাকায়)

ক্রম নং	বিবরণ	তিন মাস সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ নিরীক্ষিত	৩১.১২.২০২৩ অনিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০২৩ নিরীক্ষিত	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩ নিরীক্ষিত	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ নিরীক্ষিত
১	মোট আয়	৩৭,২৬,৪৪৩	২,৬০,০২০	৫৪,৪৬,৩২৪	৬৯,৮২,৭৯৯	৮০,৫৫,৬৯২
২	মোট ব্যয়	১৭,৪১,৩৫৮	১৪,৫৯,১০২	১৪,৯৫,৯৪৫	৬০,২৫,৪১৮	৮৪,৬৪,৯৩৯
৩	লাভ/(ক্ষতি) ব্যতিক্রমী দফা পূর্ব	১৯,৮৫,০৮৫	(১১,৯৯,০৮২)	৩৯,৫০,৩৭৯	৯,৫৭,৩৮১	(৪,০৯,২৪৭)
৪	লাভ/(ক্ষতি) সাধারণ কার্যাদি থেকে কর পূর্ব	১৯,৮৫,০৮৫	(১১,৯৯,০৮২)	৩৯,৫০,৩৭৯	৯,৫৭,৩৮১	(৪,০৯,২৪৭)
৫	মোট লাভ/(ক্ষতি) সংবদ্ধ আয় পরবর্তী (কর পরবর্তী)	১৯,৮৫,০৮৫	(১১,৯৯,৫৮১)	৩৯,৫০,৩৭৯	৮,৬২,৬৬৪	(৪,২০,৩৪৬)
৬	আদায়দত্ত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রাথমিক মূল্য ১০ টাকা প্রতিটি)	৪৮,০০,০০০	৪৮,০০,০০০	৪৮,০০,০০০	৪৮,০০,০০০	৪৮,০০,০০০
৭	শেয়ার পিছু আয় (ইপিএস) (টাকা)					
	ক) মূল	৪.১৪	(২.৫০)	৮.২৩	১.৮০	(০.৮৮)
	খ) মিশ্র	৪.১৪	(২.৫০)	৮.২৩	১.৮০	(০.৮৮)

দ্রষ্টব্য :
৩১ মার্চ ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং বৎসরের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বয়ানের সংক্ষিপ্ত ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে সংযুক্ত হয়েছে। ৩১ মার্চ ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ফলাফলের সম্পূর্ণ বয়ান পাওয়া যাবে সিএসই'এর ওয়েবসাইট (www.cse-india.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.armchairinvestments.co.in থেকে।

আর্মচেয়ার ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
মঞ্জু দেবী কানোরিয়া
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিন - ০০৮৯৪০৬১

তারিখ : ৩০.০৫.২০২৪
স্থান : কলকাতা

কাইনেটিক ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড

CIN : L65993WB1983PLC035729

রেজি. অফিস : ২৩-এ, নেতাজি সুভাষ রোড, ৪র্থ তল, রুম নং ১৯, কলকাতা- ৭০০০০১

ফোন : + ৯১ ৩৩ ২২৩১০৪৪৮, ই-মেল আইডি : kineticinvestments@yahoo.in ওয়েবসাইট : www.kineticinvestments.co.in

৩১ মার্চ ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং বৎসরের স্ট্যান্ডালোন নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের প্রতিবেদন

(টাকায়)

ক্রম নং	বিবরণ	তিন মাস সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ নিরীক্ষিত	৩১.১২.২০২৩ অনিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০২৩ নিরীক্ষিত	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৩ নিরীক্ষিত	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ নিরীক্ষিত
১	মোট আয়	৪৩,০১,৯০১	১,৫৩,৩৪২	৬৪,৫১,৫৫৪	৮০,২৮,৯৯৩	৫৬,৮৪,০৭৭
২	মোট ব্যয়	১৯,২৬,৮৩৫	১৪,৩২,২৫৭	১৮,৩০,৫৯৫	৬৯,৭৯,১৭১	৮৬,৮৬,২০৮
৩	লাভ/(ক্ষতি) ব্যতিক্রমী দফা পূর্ব	২৩,৭৫,০৬৬	(১২,৭৮,৯১৫)	৪৬,২০,৯৫৯	১০,৪৯,৮২২	(৩০,০২,১৩১)
৪	লাভ/(ক্ষতি) সাধারণ কার্যাদি থেকে কর পূর্ব	২৩,৭৫,০৬৬	(১২,৭৮,৯১৫)	৪৬,২০,৯৫৯	১০,৪৯,৮২২	(৩০,০২,১৩১)
৫	মোট লাভ/(ক্ষতি) সংবদ্ধ আয় পরবর্তী (কর পরবর্তী)	২৩,৭৫,০৬৬	১২,৭৯,৪১৮	৪৬,২০,৯৫৯	১০,৫০,৩১৯	(৩০,১৩,২৩৪)
৬	আদায়দত্ত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রাথমিক মূল্য ১০ টাকা প্রতিটি)	৪৮,০০,০০০	৪৮,০০,০০০	৪৮,০০,০০০	৪৮,০০,০০০	৪৮,০০,০০০
৭	শেয়ার পিছু আয় (ইপিএস) (টাকা)					
	ক) মূল	৪.৯৫	(২.৬৭)	৯.৬৩	২.১৯	(৬.২৮)
	খ) মিশ্র	৪.৯৫	(২.৬৭)	৯.৬৩	২.১৯	(৬.২৮)

দ্রষ্টব্য :
৩১ মার্চ ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং আর্থিক বর্ষের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বয়ানের সংক্ষিপ্ত ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে সংযুক্ত হয়েছে। ৩১ মার্চ ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ফলাফলের সম্পূর্ণ বয়ান পাওয়া যাবে সিএসই'এর ওয়েবসাইট (www.cse-india.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.kineticinvestments.co.in থেকে।

কাইনেটিক ইনভেস্টমেন্টস লিমিটেড'এর পক্ষে
স্বা/-
সমীর কানোরিয়া
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিন - ০০৮৮৭৪৭৩

তারিখ : ৩০.০৫.২০২৪
স্থান : কলকাতা

সিনেরাড কমিউনিকেশনস লিমিটেড

কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার : L92100WB1986PLC218825

রেজিস্টার্ড অফিস : ৮০, বড়তলা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০০৭, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত | ফোন : +৯১-৭৭১৯৯ ১৩৩৫১

ইমেল আইডি : cinerad@gttsolutions.in | **ওয়েবসাইট :** www.cineradcommunications.com

৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত বর্ষের সংবদ্ধ নিরীক্ষিত আথিক ফলাফলের সংক্ষিপ্ত

(লাখ টাকায়)

ক্রম নং	বিবরণাদি	৩১ মার্চ ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস	৩১ মার্চ ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত বর্ষ	৩১ মার্চ ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস*
১	মোট আয় কারবার থেকে	৭২.৬৩০	১৩৯৯.০৭৮	প্রযোজ্য নয়
২	লাভ /(ক্ষতি) ব্যতিক্রমী দফা এবং কর পূর্ব	(১৪৪৩.৯১১)	(১৩৭.২০৯)	প্রযোজ্য নয়
৩	লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব	(১৪৪৩.৯১১)	(১৩৭.২০৯)	প্রযোজ্য নয়
৪	লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী	(১৩৭৭.৮৬২)	(৭১.১৬০)	প্রযোজ্য নয়
৫	সংশ্লিষ্ট সময়ের মোট সংবদ্ধ আয়	(১৩৭৭.৮৬২)	(৭১.১৬০)	প্রযোজ্য নয়
৬	আদায়দত্ত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রাথমিক মূল্য ১০ টাকা প্রতিটি)	১৯১৬.১৯২	১৯১৬.১৯২	প্রযোজ্য নয়
৭	মোট সংরক্ষণ	০	(২৩৩.৬৩০)	প্রযোজ্য নয়
৮	ইক্যুইটি শেয়ার পিছু আয় :			
	১ মূল :	(৭.১০৯)	(০.২৮৯)	প্রযোজ্য নয়
	২ মিশ্র :	(৭.১০৯)	(০.২৮৯)	প্রযোজ্য নয়

* কোম্পানি ১৩ মার্চ ২০২৪ তারিখে দুটি অধীনস্থ সংস্থা অধিগ্রহণ করেছে এবং ১৩ মার্চ ২০২৪ তারিখ অধিগ্রহণের তারিখ বিবেচনায় সংবদ্ধ আর্থিক ফলাফলের বিষয়টি প্রস্তুত করেছে। ফলে কোনও অধীনস্থ সংস্থা অধিগ্রহণের প্রথম বর্ষ হিসেবে পূর্ব বর্ষের হিসেব উল্লেখ করা হয়নি।

৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত বর্ষের স্ট্যান্ডালোন নিরীক্ষিত আথিক ফলাফলের সংক্ষিপ্ত

(লাখ টাকায়)

ক্রম নং	বিবরণাদি	৩১ মার্চ ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস	৩১ মার্চ ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত বর্ষ	৩১ মার্চ ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস
১	মোট আয় কারবার থেকে	০	০	০
২	লাভ /(ক্ষতি) ব্যতিক্রমী দফা এবং কর পূর্ব	(১২.০৪)	(১৭.৮৮)	(১.০৩)
৩	লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব	(১২.০৪)	(১৭.৮৮)	(১.০৩)
৪	লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী	(১৮.৬১)	(২৪.৪৫)	(১.৪৭)
৫	সংশ্লিষ্ট সময়ের মোট সংবদ্ধ আয়	০	০	০

দ্রষ্টব্য :

১. সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল (স্ট্যান্ডালেন এবং সংবদ্ধ) ২৯ মে ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিরেক্টর বোর্ডের সভায় অনুমোদিত এবং অডিক কমিটি কর্তৃক পর্যালোচিত। বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ সংশ্লিষ্ট ফলাফলে অসংশোধিত নিরীক্ষা মতামত প্রকাশ করেছেন।

২. ২০১৫ সালের সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে সংযুক্ত বিস্তারিত আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্ত সংযুক্ত হয়েছে। ৩১ মার্চ ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস এবং বর্ষ এর বিস্তারিত পাওয়া যাবে বিএসই ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.cineradcommunications.com থেকে পাওয়া যাবে।

ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
স্বা/-
পঙ্কজ রমেশ সামানি
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ডিন : ০৬৭৯৯৯৯০

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৯ মে, ২০২৪

সন্দেশখালির উলটপুরাণ বারাসতে, বিজেপি প্রার্থীর অভিযোগ দায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসত: সন্দেশখালির উলটপুরাণ এবার বারাসতে। সন্দেশখালিতে নারী নিগ্রহের জিগির তুলে বিজেপি ফায়দা তুলতে চেয়েছে বলে তৃণমূলের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছিল। এবার তার ঠিক উলটো ছবি দেখা গেল বারাসতে। এক যুবতীর সঙ্গে বারাসতের বিজেপি প্রার্থীর কুৎসিত চ্যাট প্রকাশ্যে এসেছে। সেক্ষেত্রে পুলিশ প্রশাসন বা আইনের দ্বারস্থ না হয়ে, সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই চ্যাট পোস্ট করে তৃণমূল ফায়দা তুলতে চাইছে বলে বিজেপি থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। যদিও সোশ্যাল মিডিয়ার সেই চ্যাটিং এর সত্যতা যাচাই করা হয়নি। বারাসত লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী স্বপন মজুমদার পোস্টটি মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন দাবি করে পুলিশ ও আইনের দ্বারস্থ হয়েছেন। এই পোস্ট ঘিরেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। বিজেপি প্রার্থীর দাবি সুচারু ভাবে এই কাজ করেছে তৃণমূল।

প্রসঙ্গত, 'নির্ভীক উত্তর' নামক এক ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে একটি পোস্ট হয়। সেখানে দেখা গিয়েছে, বারাসত লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী স্বপন মজুমদার এক যুবতীকে কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি পাইয়ে দেওয়ার এবং সেই সংক্রান্ত কিছু অশ্লীল মেসেজ আদান-প্রদান করেছেন। বুধবার সেই পুরো বিষয়টি ফেসবুকে পোস্ট হয়। সারাদিনের ভোট প্রচার সেরে রাত্রিবেলা ফোন খুলতেই সেই পোস্ট সম্পর্কে জানতে পারেন বিজেপি প্রার্থী। তথ্য তার হাতে আসতেই তিনি বারাসত থানার দ্বারস্থ হন এবং এফআইআর দায়ের করেন।

সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিজেপি প্রার্থীর দাবি, গোটাটাই তৃণমূল ও তৃণমূল প্রার্থীর ষড়যন্ত্র। অশোকনগরের মোদির সভায় যে রেকর্ড সংখ্যক ভিড় হয়েছে, তা দেখেই তৃণমূল ও কাকলি দেবী ভয় পাচ্ছেন। যার ফলেই ফেসবুকের মাধ্যমে এই ঘটনা ঘটিয়েছেন। বারাসত লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী দাবি করেন, 'যদি এই চ্যাট সত্যি হয়ে থাকে, যদি প্রমাণ করতে পারে তবে বারাসত লোকসভা কেন্দ্রে আমি জিতে থাকলেও পদত্যাগ করব।' পাশাপাশি তিনি হুঁশিয়ারি দেন, এই চক্রান্তের শেষ তিনি দেখে ছাড়বেন।

এই প্রসঙ্গে বারাসত শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অরুণ ভৌমিক বিজেপি ও বিজেপি প্রার্থীর দিকেই আঙুল তোলেন। তিনি দাবি করেন, একটি পোর্টালে খবর হয়েছে এবং সেটা ভাইরালও হয়েছে। এখানে কেন কাকলি ঘোষ দস্তিদারের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হচ্ছে? এই পোস্ট কতটা সত্য? তা নিয়েও শুরু হয়েছে জল্পনা। এর আগে কাকলি ঘোষ নামে এক নির্দল প্রার্থী নিখোঁজ এবং পরবর্তীতে তাঁর মনোনয়ন প্রত্যাহার নিয়েও রহস্য তৈরি হয়েছিল। এবারও আইন বা পুলিশের দ্বারস্থ না হয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছে? এই প্রশ্নই তোলেন বিজেপির আইনজীবী নিমাই রায়। তিনি দাবি করেন, রাজনৈতিক জয় পেতে এই ঘৃণ্য চক্রান্ত আগামী দিনে মারাত্মক হবে। তৃণমূল এর আগেও এমনই অনেক ফেক অভিযোগ করেছে। তার অনেক প্রমাণ আছে।

মৃতদেহ, ধর্ম নিয়ে রাজনীতি দেখেছে বাংলা। এবার নতুন ট্রেন্ড শুরু হয়েছে। মহিলাদের নিয়ে রাজনীতি। মহিলাদের সামনে রেখে, তাঁদের সম্মানহানির রটনা রটিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা। পুঁথিগত ও মানবিক শিক্ষার ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে, মানুষকে সাহায্য ও সমাজের উন্নয়নের বুলি আওড়ে, জনপ্রতিনিধির কাজ না করে, সরকারি অর্থ আত্মসাৎ করে এবং ভোট আসলে মহিলাদের পণ্য করে, মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকার এই অদম্য ইচ্ছার অবসান কবে ঘটবে তা নিয়ে সন্দিহান বাংলার বিদ্বজনেরা।

নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টায় অভিযুক্ত তৃণমূল নেতাকে গ্রেপ্তারের দাবিতে থানা ঘেরাও বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে এক নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ। সেই ঘটনার প্রতিবাদে এবং অভিযুক্ত ওই নেতাকে দ্রুত গ্রেপ্তার করার দাবিতে বালুরঘাট থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপির মহিলা মোর্চা। বৃহস্পতিবার বালুরঘাটে বিজেপির দলীয় কার্যালয় থেকে মিছিল বের করেন মহিলা মোর্চার কর্মী সমর্থকরা। পরবর্তীতে সেই মিছিলটি জেলা প্রশাসনিক ভবন সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত বালুরঘাট থানার সামনে এসে শেষ হয় এবং সেখানে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সামিল হন বিজেপির মহিলা মোর্চার কর্মী ও সমর্থকরা। বিক্ষোভ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনায় এড়াতে ঘটনাস্থলে মজুত ছিল প্রচুর পুলিশবাহিনী।

উল্লেখ্য, কাজ দেওয়ার নাম করে নিজের দোকানে ডেকে নাবালিকাকে ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ ওঠে এক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। ওই নাবালিকার বাবা-মা পরিযায়ী শ্রমিক। এই মুহূর্তে তাঁরা ভিনরাজ্যে রয়েছেন। নাবালিকার এক আত্মীয় একটি কাজে নিযুক্ত করার জন্য বালুরঘাট থানা মোড় এলাকার তৃণমূলের এই শ্রমিক নেতার দোকানে নিয়ে এসেছিলেন। অভিযোগ, নাবালিকার ওই আত্মীয়কে ঘরে বসিয়ে রেখে তৃণমূলের এই নেতা দোকানের শৌচালয়ে নিয়ে গিয়ে তাকে ধর্ষণের চেষ্টা করেন। কোনও ক্রমে সেখান থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে সব বিষয়টি তাঁর ওই আত্মীয়কে জানায় এবং পরবর্তীতে বালুরঘাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। সেই ঘটনার প্রতিবাদে এদিন অভিযুক্ত তৃণমূল নেতাকে গ্রেপ্তার করার দাবিতে বালুঘাট থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে বিজেপির মহিলা মোর্চা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত ওই তৃণমূল নেতার নাম রাকেশ শীল। তিনি তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের প্রাক্তন জেলা সভাপতি। তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের সহ-সভাপতির দায়িত্বেও ছিলেন তিনি। যদিও পরবর্তীতে ওই দায়িত্বগুলি থেকে তাঁকে সরিয়ে দেয়া হয় দলের তরফে। তবে নিজের বিরুদ্ধে ওঠার সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তৃণমূল নেতা রাকেশ।

এ বিষয়ে জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল বলেন, 'এই ঘটনায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' এ বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল বলেন, 'আইন আইনের পথে চলবে। তাঁকে দলীয় পদ থেকে সরানো হয়েছে।' এ বিষয়ে বালুরঘাট থানার সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সামিল বিজেপির মহিলা মোর্চার জেলা নেত্রী ষষ্ঠী বসাক (ভট্টাচার্য) বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মহিলা হওয়া সত্ত্বেও আজ বাংলায় ৮ থেকে ৮০ সকলের ওপরে এই ধরনের অমানবিক অত্যাচার ও ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে। তারই প্রতিবাদে এদিন আমরা এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সামিল হয়েছি। আমাদের দাবি দ্রুত দোষীকে গ্রেপ্তার করতে হবে। পুলিশ কেন এখন পর্যন্ত গ্রেপ্তার করেনি, তার জবাবদিহি করতে হবে। এই নেতার বিরুদ্ধে একাধিক এই ধরনের অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে কোনও রকম পদক্ষেপ করছে না। পুলিশ দ্রুত তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে, আমরা আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হব।'

খোলামুখ খনিতে অবৈধ কয়লা চুরি রুখতে বন্ধ অবৈধ সুড়ঙ্গ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: কয়লা চুরি রুখতে বন্ধ করার কাজ শুরু হল অবৈধ সুড়ঙ্গ । ইসিএলের বাঁকোলা এরিয়ার নাকড়াকোন্দা খোলা মুখ খনির কুমারডিহি বি খোলামুখ খনির ঘটনা। অবৈধ সুড়ঙ্গ নজরে আসতেই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানান সংস্থার সিকিউরিটি আধিকারিক।

কয়েক বছর হল ইসিএলের বাঁকোলা এরিয়ার নাকড়াকোন্দা কুমারডিহি বি খোলামুখ খনি চালু হয়েছে। বেশ কিছুদিন সেখানে কয়লা উৎপাদন বন্ধ রয়েছে বলে সূত্রের খবর। এই সুযোগে খোলামুখ খনিতে অবৈধ ভাবে সুড়ঙ্গ কেটে কয়লা তোলা শুরু করেছে দুষ্কৃতীরা বলে অভিযোগ। কয়লা তোলার জন্য খোলামুখ খনির বিভিন্ন অংশে সুড়ঙ্গ তৈরি করেছে দুষ্কৃতীরা। সেই সুড়ঙ্গের ভিতর প্রবেশ করে কয়লা তুলে তা পাচার করা হচ্ছে। সম্প্রতি বিষয়টি নজরে আসে সংশ্লিষ্ট কোলিয়ারির আধিকারিকদের। বুধবার থেকে সুড়ঙ্গগুলি বন্ধ করার কাজ শুরু করেছে কর্তৃপক্ষ। সিআইএসএফ জওয়ানদের উপস্থিতিতে বুধবার জেসিবি মেশিনের সাহায্যে মাটি ফেলে সুড়ঙ্গের মুখগুলি বন্ধ করে দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট কোলিয়ারি অথবা বাঁকোলা এরিয়া কর্তৃপক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে সংস্থার সিকিউরিটি (জিএম) অফিসার শৈলেন্দ্র কুমার সিং জানান, কয়লা চুরির খবর পাওয়া মাত্র প্রতিটি ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করা হয়। এক্ষেত্রেও তাই করা হয়েছে।

ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে বিষ্ণুপুরে বাহিনীর রুট মার্চ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বিষ্ণুপুর: গত ২৫ মে বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রে ষষ্ঠ দফায় নির্বাচন পর্ব সম্পন্ন হয়েছে। দু'-এক জায়গায় ছোটখাটো ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনা ঘটলেও, তেমন ভাবে বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্র এলাকায় এখনও উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। তবুও সদাসতর্ক নির্বাচন কমিশন। যে কারণেই বৃহস্পতিবার মন্দিরনগরী শহর বিষ্ণুপুরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর রোড মার্চ করতে দেখা গেল। ভারী বুটের আওয়াজ এবং সশস্ত্র বাহিনী জানান দিল তারা এখনও রাজপথে আছে অর্থাৎ অসাধু ব্যক্তিরা যাতে কোনও রকম ঘটনা না ঘটাতে পারে বা ভোট পরবর্তী হিংসা থেকে মানুষ যাতে বিরত থাকে।

adventz

ADVENTZ SECURITIES ENTERPRISES LIMITED

Regd. Office : 31, B.B.D. BAGH (S), KOLKATA - 700 001
CIN : L36993WB1995PLC069510

Statement of Standalone Audited Financial Results for the quarter and year ended 31st March, 2024

(Rs. in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended 31/03/2024 (Refer Note 3) Audited	Quarter Ended 31/12/2023 Unaudited	Quarter Ended 31/03/2023 Audited	Year ended 31/03/2024 Audited	Year ended 31/03/2023 Audited
1	**Income from operations**					
	a) Interest Income	91.82	109.07	96.90	393.05	386.12
	b) Rental Income	10.27	10.28	13.69	338.69	44.51
	Total Income from operations (net)	**102.09**	**119.35**	**110.59**	**731.74**	**430.63**
2	**Expenses**					
	a) Changes in inventories of finished goods, work-in-progress and stock-in-trade	-	-	-	-	-
	b) Employees benefit expenses	47.24	30.12	30.97	118.69	103.83
	c) Depreciation and amortisation expense	1.39	1.06	1.38	4.26	4.63
	d) Other expenditure	31.45	21.38	39.29	102.90	67.83
	Total expenses	**80.08**	**52.56**	**71.64**	**225.85**	**176.29**
3	Profit from Operation before other income, finance costs and exceptional items (1-2)	22.01	66.79	38.95	505.89	254.34
4	Other Income	17.94	28.04	24.16	72.32	52.79
5	Profit from ordinary activities before finance costs and exceptional items (3+4)	39.95	94.83	63.11	578.21	307.13
6	Finance costs	-	-	-	-	-
7	Profit from ordinary activities after finance costs but before exceptional items (5-6)	39.95	94.83	63.11	578.21	307.13
8	Exceptional Items	-	-	-	-	-
9	**Profit/(Loss) from ordinary activities before tax (7-8)**	**39.95**	**94.83**	**63.11**	**578.21**	**307.13**
10	Tax Expenses	118.89	-	67.32	118.89	67.32
11	**Net Profit from Ordinary Activities after Tax (9-10)**	**(78.94)**	**94.83**	**(4.21)**	**459.32**	**239.81**
12	Extraordinary Item (net of tax expense Rs………..)	-	-	-	-	-
13	Net Profit/(Loss) for the period (11-12)	(78.94)	94.83	(4.21)	459.32	239.81
14	**Other Comprehensive Income/(Loss)**					
	Items that will not be reclassified to profit or loss	(703.36)	3,300.26	(944.60)	6,944.22	(431.85)
	Income tax relating to the above	160.92	(755.09)	216.12	(1,588.84)	98.81
15	**Total Comprehensive Income for the period**	**(621.38)**	**2,640.00**	**(732.69)**	**5,814.70**	**(93.23)**
16	Paid up Equity Share Capital of Rs. 10/- each	562.78	562.78	562.78	562.78	562.78
17	Reserves excluding Revaluation Reserve as per balance sheet of previous accounting year	-	-	-	11,934.69	6,120.69
18	Earning per Share (EPS)					
	a) Basis and diluted EPS before Extraordinary items	(1.40) **(not annualised)**	1.69 (not annualised)	(0.07) (not annualised)	8.16	4.26
	b) Basic and diluted EPS after Extraordinary items	(1.40) **(not annualised)**	1.69 (not annualised)	(0.07) (not annualised)	8.16	4.26

Notes :

1. The above results has been reviewed and recommended by Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on 30th May, 2024.
2. In accordance with IND AS-108 - "Operating Segments" the required disclosure is done in the Financial Results of the Company.
3. The figures of the quarter ended 31st March are the balancing figures between audited figures in respect of the full year and unaudited published year to date figures upto third quarter of the relevant financial year.
4. Security deposit given of Rs.1.72 lacs are not fair valued as the contracts have expired and further details are not available and has been considered at Historical cost.
5. Long term unsecured loan of Rs. 184.32 lacs taken from two different borrowers are subject to confirmation and repayment dates of which has been lapsed since long. Further interest and other penal charges, if any, has not been provided.
6. Stock of land at Chingrihata, Kolkata have been taken at Historical Cost of Rs. 2.31 lacs only as it is not yet mutated in the name of the Company and has not been fair valued as per IND AS-2 ' Inventory. Land has been encroached upon and physical possession is not with the Company. Legal consultation and discussion are in process in this respect.
7. Lease of Paharpur godown expired in 2002 has not been renewed by Kolkata Port Trust (KPT) and company's petition is pending before the Court. KPT claimed compensation of Rs. 1.36 crore. Initially as per direction of the Court and the Company deposited a sum of Rs. 25 lakhs and is also remitting cheque of Rs. 25000/- per month to KPT.
   The above godown has been subleased on which no rent was received from the tenant after June,2009 for which the Company filed recovery and eviction suit against the tenant in District Court and then by them in the High Court for stay of operation of the Order which has been dispossed off. The tenant has started paying rental (excluding GST) from the financial year 2022-2023 as per direction of the Court which is being accounted for. GST implication has not been considered by the Company since not received from the tenant. A sum of Rs. 297.60 Lakhs (excluding GST) further has been received by the Company during the year as arrear rent upto 15th June, 2021 from the Registrar General of Court as per direction of the Court against the recovery suit filed by the Company. The outstanding dues of the arrear rent are presently not ascertsinable, and due to ongoing disputes, the respective rental income is not accounted for, till recovery thereof.
8. Lease of Taratalla godown has not been renewed and eviction notice issued by KPT. KPT has claimed compensation which niether been paid not accounted for. No accounting for rent or compensation has been made in the accounts. The above godown has been subleased to a tenant to who has not paid rent since July, 1985 and suit for recovery /eviction is pending before court. In cases of ongoing disputes the respective rental income for Taratala godown is not accounted for till certainty of recovery thereof.
9. Previous year/periods figures have been re-grouped/rearranged wherever necessary.

Standalone Statement of Assets And Liabilities (Rs.In Lakhs)

	Particulars	As at 31-03-2024 (Audited)	As at 31-03-2023 (Audited)
	ASSETS		
(1)	**Financial Assets**		
(a)	Cash and Cash Equivalents	46.38	239.24
(b)	Loans	3,351.94	3,303.89
(c)	Investments	13,704.30	6,178.55
(d)	Other Financial Assets	20.00	3.68
		17,122.62	**9,725.36**
(2)	**Non-Financial Assets**		
(a)	Inventories	2.32	2.32
(b)	Current Tax Assets (Net)	91.68	89.70
(c)	Property, Plant and Equipment	16.95	17.15
(d)	Other Non-Financial Assets	71.39	59.60
		182.34	**168.77**
	TOTAL ASSETS	**17,304.96**	**9,894.13**
	LIABILITIES AND EQUITY		
(1)	**Financial Liabilities**		
(a)	Borrowings (Other than Debt Securities)	2,419.98	2,419.98
		2,419.98	**2,419.98**
(2)	**Non-Financial Liabilities**		
(a)	Provisions	88.13	76.14
(b)	Deferred Tax Liabilities (Net)	2,229.56	644.95
(c)	Other Non-Financial Liabilities	69.82	69.59
		2,387.51	**790.68**
(3)	**Equity**		
(a)	Equity Share Capital	562.78	562.78
(b)	Other Equity	11,934.69	6,120.69
		12,497.47	**6,683.47**
	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	**17,304.96**	**9,894.13**

Segment wise Standalone Revenue, Results and Capital Employed for the quarter & year ended 31st March, 2024

(Rs. in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended 31/03/2024 (Refer Note 3) Audited	Quarter Ended 31/12/2023 Unaudited	Quarter Ended 31/03/2023 Audited	Year ended 31/03/2024 Audited	Year ended 31/03/2023 Audited
1	Segment Revenue					
	a) Investments Activities	109.76	137.11	121.07	465.37	438.25
	b) Rental Activities	10.27	10.28	13.69	338.69	44.51
		120.03	**147.39**	**134.76**	**804.06**	**482.76**
2	Segment Results					
	a) Investments Activities	101.89	113.70	114.22	431.48	431.39
	b) Rental Activities	6.32	8.11	6.31	321.63	27.70
		108.21	**121.81**	**120.53**	**753.11**	**459.09**
	Less : Unallocable Expenses	68.26	26.98	57.42	174.90	152.62
		39.95	**94.83**	**63.11**	**578.21**	**306.47**
	Add : Unallocable Revenue	-	-	-	-	0.66
		39.95	**94.83**	**63.11**	**578.21**	**307.13**
3	Segment Assets					
	a) Investments Activities	17,076.24	17,715.10	9,486.12	17,076.24	9,486.12
	b) Rental Activities	51.93	51.62	58.46	51.93	58.46
	b) Unallocable	85.11	117.38	259.84	85.11	259.84
		17,213.28	**17,884.10**	**9,804.42**	**17,213.28**	**9,804.42**
4	Segment Liabilities					
	a) Investments Activities	13.05	13.29	13.29	13.05	13.29
	b) Rental Activities	56.73	56.73	56.73	56.73	56.73
	b) Unallocable	2,508.16	2,493.63	2,495.69	2,508.16	2,495.69
		2,577.94	**2,563.65**	**2,565.71**	**2,577.94**	**2,565.71**

Statement of Standalone Cash Flows for the year ended 31st March, 2024 (Rs.In Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES :		
Profit/(Loss) before tax :	**578.21**	**307.13**
Adjustments :		
Depriciation/Amortisation	4.26	4.63
Provision for Sub-Standard/Doubtful Assets	10.00	(3.50)
Provision for Standard Assets	(0.24)	-
Provision for Gratuity & Leave	8.38	7.06
Fixed Assets/Investment Written Off	-	1.13
Balances/Interest Written Off	-	1.58
Income on Investments in Mutual Funds	(15.98)	(0.58)
Dividend Income	(42.18)	(43.79)
Net (Gain)/Loss on Fair Value	(13.92)	(0.92)
Operating Profit before Working Capital changes	**528.53**	**272.74**
Adjustments for (increae)/decrease in Operating Assets :		
Loans	(58.05)	22.79
Other Financial Assets	(16.32)	(3.68)
Other Non Financial Assets	(11.79)	(14.91)
Adjustments for increase/(decrease) in Operating Liabilities		
Other Non Financial Liabilities	0.23	1.17
Cash generated from operations	442.60	278.11
Income taxes paid (net of refunds)	(125.80)	(73.70)
Net Cash Inflow/(Outflow) from Operating Activities	**316.80**	**204.41**
CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES :		
Purchase of Fixed Assets (including Capital Advances)	(4.06)	(4.55)
Proceeds from Sale of Investments (net)	(547.78)	(32.17)
Dividend received	42.18	43.79
Net Cash Inflow/(Outflow) from Investing Activities	**(509.66)**	**7.07**
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
Borrowing other than Debt Scurities issued (net)	-	-
Net Cash Inflow/(Outflow) from Financing Activities	-	-
NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND BANK BALANCES	**(192.86)**	**211.48**
Add : Cash and cash equivalents at beginning of the year	239.24	27.76
Cash and cash equivalents at end of the year	**46.38**	**239.24**

Place : Kolkata
Dated : 30th May, 2024

Tushar Suraiya
Director
(DIN No. 10262137)

adventz

ADVENTZ SECURITIES ENTERPRISES LIMITED

Regd. Office : 31, B.B.D. BAGH (S), KOLKATA - 700 001
CIN : L36993WB1995PLC069510

Statement of Consolidated Audited Financial Results for the quarter and year ended 31st March, 2024

(Rs. in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended 31/03/2024 (Refer Note 3) Audited	Quarter Ended 31/12/2023 Unaudited	Quarter Ended 31/03/2023 Audited	Year ended 31/03/2024 Audited	Year ended 31/03/2023 Audited
1	**Income from operations**					
	a) Interest Income	91.82	109.07	96.90	393.05	386.12
	b) Rental Income	10.27	10.28	13.69	338.69	44.51
	Total Income from operations (net)	**102.09**	**119.35**	**110.59**	**731.74**	**430.63**
2	**Expenses**					
	a) Changes in inventories of finished goods, work-in-progress and stock-in-trade	-	-	-	-	-
	b) Employees benefit expenses	47.24	30.12	30.97	118.69	103.83
	c) Depreciation and amortisation expense	1.39	1.06	1.38	4.26	4.63
	d) Other expenditure	31.45	21.38	39.29	102.90	67.83
	Total expenses	**80.08**	**52.56**	**71.64**	**225.85**	**176.29**
3	Profit from Operation before other income, finance costs and exceptional items (1-2)	22.01	66.79	38.95	505.89	254.34
4	Other Income	17.94	28.04	24.16	72.32	52.79
5	Profit from ordinary activities before finance costs and exceptional items (3+4)	39.95	94.83	63.11	578.21	307.13
6	Finance costs	-	-	-	-	-
7	Profit from ordinary activities after finance costs but before exceptional items (5-6)	39.95	94.83	63.11	578.21	307.13
8	Exceptional Items	-	-	-	-	-
9	**Profit/(Loss) from ordinary activities before tax (7-8)**	**39.95**	**94.83**	**63.11**	**578.21**	**307.13**
10	Tax Expenses	118.89	-	67.32	118.89	67.32
11	**Net Profit from Ordinary Activities after Tax (9-10)**	**(78.94)**	**94.83**	**(4.21)**	**459.32**	**239.81**
12	Extraordinary Item (net of tax expense Rs………..)	-	-	-	-	-
13	**Net Profit/(Loss) for the period (11-12)**	**(78.94)**	**94.83**	**(4.21)**	**459.32**	**239.81**
14	Share of Profit from Associate	320.40	530.61	(90.54)	1,554.96	901.68
15	**Net Profit/(Loss) for the period (13+14)**	**241.46**	**625.44**	**(94.75)**	**2,014.28**	**1,141.49**
16	**Other Comprehensive Income/(Loss)**					
	Items that will not be reclassified to profit or loss	(703.36)	3,300.26	(944.60)	6,944.22	(431.85)
	Income tax relating to the above	160.92	(755.09)	216.12	(1,588.84)	98.81
	Share in Other Comprehensive Income of Associates	(3,603.78)	10,491.63	(4,372.79)	24,630.66	(2,331.76)
17	**Total Comprehensive Income for the period**	**(3,904.76)**	**13,662.24**	**(5,196.02)**	**32,000.32**	**(1,523.31)**
18	Paid up Equity Share Capital of Rs. 10/- each	562.78	562.78	562.78	562.78	562.78
19	Reserves excluding Revaluation Reserve as per balance sheet of previous accounting year	-	-	-	65,836.56	33,836.94
20	Earning per Share (EPS)					
	a) Basis and diluted EPS before Extraordinary items	4.29 **(not annualised)**	11.11 (not annualised)	(1.68) (not annualised)	35.79	20.28
	b) Basic and diluted EPS after Extraordinary items	4.29 **(not annualised)**	11.11 (not annualised)	(1.68) (not annualised)	35.79	20.28

Notes :

1. The above results has been reviewed and recommended by Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors of the Company at their meeting held on 30th May, 2024.
2. In accordance with IND AS-108 - "Operating Segments" the required disclosure is done in the Financial Results of the Company.
3. The figures of the quarter ended 31st March are the balancing figures between audited figures in respect of the full year and unaudited published year to date figures upto third quarter of the relevant financial year.
4. Investment in Associate namely "Adventz Finance Private Limited" has been accounted as per Equity Method as per IND AS 28.
5. Security deposit given of Rs.1.72 lacs are not fair valued as the contracts have expired and further details are not available and has been considered at Historical cost.
6. Long term unsecured loan of Rs. 184.32 lacs taken from two different borrowers are subject to confirmation and repayment dates of which has been lapsed since long. Further interest and other penal charges, if any, has not been provided.
7. Stock of land at Chingrihata, Kolkata have been taken at Historical Cost of Rs. 2.31 lacs only as it is not yet mutated in the name of the Company and has not been fair valued as per IND AS-2 ' Inventory. Land has been encroached upon and physical possession is not with the Company. Legal consultation and discussion are in process in this respect.
8. Lease of Paharpur godown expired in 2002 has not been renewed by Kolkata Port Trust (KPT) and company's petition is pending before the Court. KPT claimed compensation of Rs. 1.36 crore. Initially as per direction of the Court and the Company deposited a sum of Rs. 25 lakhs and is also remitting cheque of Rs. 25000/- per month to KPT.
   The above godown has been subleased on which no rent was received from the tenant after June,2009 for which the Company filed recovery and eviction suit against the tenant in District Court and then by them in the High Court for stay of operation of the Order which has been dispossed off. The tenant has started paying rental (excluding GST) from the financial year 2022-2023 as per direction of the Court which is being accounted for. GST implication has not been considered by the Company since not received from the tenant. A sum of Rs. 297.60 Lakhs (excluding GST) further has been received by the Company during the year as arrear rent upto 15th June, 2021 from the Registrar General of Court as per direction of the Court against the recovery suit filed by the Company. The outstanding dues of the arrear rent are presently not ascertsinable, and due to ongoing disputes, the respective rental income is not accounted for, till recovery thereof.
9. Lease of Taratalla godown has not been renewed and eviction notice issued by KPT. KPT has claimed compensation which niether been paid not accounted for. No accounting for rent or compensation has been made in the accounts. The above godown has been subleased to a tenant to who has not paid rent since July, 1985 and suit for recovery /eviction is pending before court. In cases of ongoing disputes the respective rental income for Taratala godown is not accounted for till certainty of recovery thereof.
10. Previous year/periods figures have been re-grouped/rearranged wherever necessary.

Consolidated Statement of Assets And Liabilities (Rs.In Lakhs)

	Particulars	As at 31-03-2024 (Audited)	As at 31-03-2023 (Audited)
	ASSETS		
(1)	**Financial Assets**		
(a)	Cash and Cash Equivalents	46.38	239.24
(b)	Loans	3,351.94	3,303.89
(c)	Investments	67,606.17	33,894.80
(d)	Other Financial Assets	20.00	3.68
		71,024.49	**37,441.61**
(2)	**Non-Financial Assets**		
(a)	Inventories	2.32	2.32
(b)	Current Tax Assets (Net)	91.68	89.70
(c)	Property, Plant and Equipment	16.95	17.15
(d)	Other Non-Financial Assets	71.39	59.60
		182.34	**168.77**
	TOTAL ASSETS	**71,206.83**	**37,610.38**
	LIABILITIES AND EQUITY		
(1)	**Financial Liabilities**		
(a)	Borrowings (Other than Debt Securities)	2,419.98	2,419.98
		2,419.98	**2,419.98**
(2)	**Non-Financial Liabilities**		
(a)	Provisions	88.13	76.14
(b)	Deferred Tax Liabilities (Net)	2,229.56	644.95
(c)	Other Non-Financial Liabilities	69.82	69.59
		2,387.51	**790.68**
(3)	**Equity**		
(a)	Equity Share Capital	562.78	562.78
(b)	Other Equity	65,836.56	33,836.94
		66,399.34	**34,399.72**
	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	**71,206.83**	**37,610.38**

Segment wise Consolidated Revenue, Results and Capital Employed for the quarter & year ended 31st March, 2024

(Rs. in Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended 31/03/2024 (Refer Note 3) Audited	Quarter Ended 31/12/2023 Unaudited	Quarter Ended 31/03/2023 Audited	Year ended 31/03/2024 Audited	Year ended 31/03/2023 Audited
1	Segment Revenue					
	a) Investments Activities	109.76	137.11	121.07	465.37	438.25
	b) Rental Activities	10.27	10.28	13.69	338.69	44.51
		120.03	**147.39**	**134.76**	**804.06**	**482.76**
2	Segment Results					
	a) Investments Activities	101.89	113.70	114.22	431.48	431.39
	b) Rental Activities	6.32	8.11	6.31	321.63	27.70
		108.21	**121.81**	**120.53**	**753.11**	**459.09**
	Less : Unallocable Expenses	68.26	26.98	57.42	174.90	152.62
		39.95	**94.83**	**63.11**	**578.21**	**306.47**
	Add : Unallocable Revenue	-	-	-	-	0.66
		39.95	**94.83**	**63.11**	**578.21**	**307.13**
3	Segment Assets					
	a) Investments Activities	70,978.11	74,386.43	37,202.37	70,978.11	37,202.37
	b) Rental Activities	51.93	51.62	58.46	51.93	58.46
	c) Unallocable	85.11	117.38	259.84	85.11	259.84
		71,115.15	**74,555.43**	**37,520.67**	**71,115.15**	**37,520.67**
4	Segment Liabilities					
	a) Investments Activities	13.05	13.29	13.29	13.05	13.29
	b) Rental Activities	56.73	56.73	56.73	56.73	56.73
	c) Unallocable	2,508.16	2,493.63	2,495.69	2,508.16	2,495.69
		2,577.94	**2,563.65**	**2,565.71**	**2,577.94**	**2,565.71**

Statement of Consolidated Cash Flows for the year ended 31st March, 2024 (Rs.In Lakhs)

Particulars	As at March 31, 2024	As at March 31, 2023
CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES :		
Profit/(Loss) before tax :	2,133.17	1,208.81
Adjustments :		
Depriciation/Amortisation	4.26	4.63
Provision for Sub-Standard/Doubtful Assets	10.00	(3.50)
Provision for Standard Assets	(0.24)	-
Provision for Gratuity & Leave	8.38	7.06
Fixed Assets/Investment Written Off	-	1.13
Balances/Interest Written Off	-	1.58
Income on Investments in Mutual Funds	(15.98)	(0.58)
Dividend Income	(42.18)	(43.79)
Net (Gain)/Loss on Fair Value	(13.92)	(0.92)
Share of Profit from Associates	(1,554.96)	(901.68)
Operating Profit before Working Capital changes	528.53	272.74
Adjustments for (increae)/decrease in Operating Assets :		
Loans	(58.05)	22.79
Other Financial Assets	(16.32)	(3.68)
Other Non Financial Assets	(11.79)	(14.91)
Adjustments for increase/(decrease) in Operating Liabilities		
Other Non Financial Liabilities	0.23	1.17
Cash generated from operations	442.60	278.11
Income taxes paid (net of refunds)	(125.80)	(73.70)
Net Cash Inflow/(Outflow) from Operating Activities	**316.80**	**204.41**
CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES :		
Purchase of Fixed Assets (including Capital Advances)	(4.06)	(4.55)
Proceeds from Sale of Investments (net)	(547.78)	(32.17)
Dividend received	42.18	43.79
Net Cash Inflow/(Outflow) from Investing Activities	**(509.66)**	**7.07**
CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
Borrowing other than Debt Scurities issued (net)	-	-
Net Cash Inflow/(Outflow) from Financing Activities	-	-
NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND BANK BALANCES	(192.86)	211.48
Add : Cash and cash equivalents at beginning of the year	239.24	27.76
Cash and cash equivalents at end of the year	46.38	239.24

Place : Kolkata
Dated : 30th May, 2024

Tushar Suraiya
Director
(DIN No. 10262137)

হাজীর সমর্থনে মিছিলে পুরোহিতরা, তৃণমূলের প্রচারে সম্প্রীতির নজির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: তৃণমূল কংগ্রেসের বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী শেখ হাজী নুরুলের সমর্থনে বৃহস্পতিবার মিছিল করলেন সনাতনী পুরোহিতরা। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অনন্য নজির গড়ল তৃণমূলের এই প্রচারে। ওয়াকিবহাল মহলের দাবি, সারা দেশজুড়ে ধর্মীয় বিভেদের জেরে বিভিন্ন সময়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি লঙ্ঘিত হচ্ছে, সেখানে দাঁড়িয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে বজায় রাখার একেবারে উলটো ছবি দেখা গেল বসিরহাটের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচারে।

তৃণমূলের বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার আইএনটিটিইউসি সভাপতি কৌশিক দত্তর নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সনাতনী ব্রাহ্মণ ট্রাস্টের বসিরহাট শাখার পুরোহিতরা বৃহস্পতিবার সকালে প্রচার সারলেন বসিরহাটের তৃণমূল প্রার্থী হাজী শেখ নুরুল ইসলামের সমর্থনে। বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে আগামী পয়লা জুন সপ্তম দফায় নির্বাচন। তার আগে এদিন একেবারে শেষলগ্নের প্রচারে এই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অন্যান্য নজির ফুটে উঠল। শহর বসিরহাটের মার্টিন বার্ন রোড সংলগ্ন কাছারিপাড়া, বার্মা কলোনি ও ষষ্ঠী বটতলা সহ একাধিক এলাকায় সনাতনী পুরোহিতদের মিছিল করতে দেখা গেল।

এই মিছিলের উদ্যোক্তা তৃণমূল শ্রমিক নেতা কৌশিক দত্ত বলেন, 'গত দশ বছর ধরেই এই পুরোহিতরা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। সনাতনীরা কখনও বিভাজনের কথা বলে না। আমরা কৃতজ্ঞ সনাতনী ব্রাহ্মণ ট্রাস্টের পুরোহিতদের কাছে। শেষলগ্নের প্রচারে যে ভাবে তাঁরা সম্প্রীতির নজির গড়লেন তা অভাবনীয়।' অন্যদিকে ব্রাহ্মণ ট্রাস্টের পুরোহিত দীনেশ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'রাজ্যের প্রায় সাত থেকে আট হাজার পুরোহিত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকল্পে উপকৃত হয়েছেন। পাশাপাশি বিগত বাম আমলে আমরা যা পাইনি আজকে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা আমরা পাচ্ছি। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত শক্ত করতে আমরা পথে নেমেছি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতদিন থাকবেন, ততদিন অন্যান সকলের উন্নয়নের সঙ্গেই পুরোহিতদেরও উন্নয়ন হবে।'

অ্যাপেক্স ট্রেডার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স লিমিটেড

CIN No. U51909WB1980PLC033173
রেজিস্টার্ড অফিস: পোদ্দার পয়েন্ট, ১১তম তল, ১১৩, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬
ফোন নং: ০৩৩-৪০১৯ ০৮০০; ফ্যাক্স: ০৩৩ ৪০১৯ ০৮২৩
ই-মেল: corp@titagarh.in, ওয়েবসাইট: www.apextraders.in

৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ নিরীক্ষিত	৩১.১২.২০২৩ অনিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০২৩ নিরীক্ষিত	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ নিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০২৪ নিরীক্ষিত
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	০.৪৭	০.৪৩	১.১১	১.৯১	২.০৮
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, এবং ব্যতিক্রমী দফাদি পূর্ববর্তী)	-১.১৯	-০.৪৬	-০.০৮	-৩.৮৬	-২.০৭
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ববর্তী (ব্যতিক্রমী দফাদি পরবর্তী)	-০.৬০	-০.৪৬	-০.৯৭	-৩.২৭	-২.৯৬
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী দফাদি পরবর্তী)	-০.৬০	-০.৪৬	-০.৯৭	-৩.২৭	-২.৯৬
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য	-০.৬০	-০.৪৬	-০.৯৭	-৩.২৭	-২.৯৬
৬	চুকিয়ে দেওয়া ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০	২০.০০
৭	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (প্রতিটি ১০ টাকা মূল্যের ফেসভ্যালু) মৌলিক ও মিশ্রিত (*বার্ষিকীকরণ হয়নি)	-০.৩০	-০.২৩	-০.৪৯	-১.৬৪	-১.৪৮

দ্রষ্টব্য:
(ক) উপরোক্ত বিষয়টি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে পেশ করা ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের সারাংশ। ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট **(www.cse-india.com)** এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যাবে।
(খ) ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বর্ষের উপরোক্ত আর্থিক ফলাফল নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পর্যালোচিত এবং ৩০ মে, ২০২৪ তারিখের সভায় পরিচালন পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত।

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
মাতলুবুল জামিল জিলায় মওলা
ডিরেক্টর
DIN: 01004409
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৩০ মে, ২০২৪

নীলাচল মিনারেলস লিমিটেড

CIN : L10400WB1907PLC001722
রেজিঃ অফিস : ১৭, রয় স্ট্রিট, একতলা, কলকাতা-৭০০০২০
টেলি নং. ০৩৩-৪০৬২ ৯১২৭, ই-মেল : neelachalkolkata@gmail.com

৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

পরিশিষ্ট ১১ (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত মার্চ ৩১, ২০২৪	মার্চ ৩১, ২০২৩	বর্ষ সমাপ্ত মার্চ ৩১, ২০২৪
কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	১৪.৬০	১৩.৮২	৫৯.৭২
কর পরবর্তী সাধারণ কার্যাদি থেকে নিট লাভ/(ক্ষতি)	*(১.১৪)	*১.৩৭	*৭.৩১
কর পরবর্তী (বিশেষ দফা পরবর্তী) সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)	*(১.১৪)	*১.৩৭	*৭.৩১
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩১.৪৮	৩১.৪৮	৩১.৪৮
মজুত (বিগত বর্ষের উদ্বর্তপত্রে দর্শিত পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত)	–	–	৭৮.৫১
শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) :			
(ক) মৌলিক ইপিএস বিশেষ দফা পূর্বে ও পরে (টা.) (* বার্ষিকীকৃত নয়)	*(০.৩৬)	*০.৪৪	*২.৩২
(খ) মিশ্রিত ইপিএস বিশেষ দফা পূর্বে ও পরে (টা.) (* বার্ষিকীকৃত নয়)	*(০.৩৬)	*০.৪৪	*২.৩২

বোর্ডের আদেশানুসারে
নীলাচল মিনারেলস লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/- **তেজস দোশী**
ডিরেক্টর
স্থান : কলকাতা
তারিখ: ৩০ মে, ২০২৪

এনপিআর ফিনান্স লিমিটেড

CIN: L65921WB1989PLC047091
রেজিঃ অফিস : টোডি ম্যানসন, ১০ম তল, ১ লু সাং সরণি, কলকাতা-৭০০ ০৭৩
ফোন নং- ০৩৩-২২৩৭৭২০১/৭২০২, ইমেল আইডি- npr1@nprfinance.com
ওয়েবসাইট- www.nprfinance.com

৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ (টাকা লাখে)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ নিরীক্ষিত	৩১.১২.২০২৩ অনিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০২৩ নিরীক্ষিত	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ নিরীক্ষিত	৩১.০৩.২০২৩ নিরীক্ষিত
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	১৭৭.৮০	১৬৮.৩৩	৩৪৩.৯৩	৯৪৬.৬১	১,২৭৪.৩৩
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/ বা অতিরিক্ত দফার পূর্বে#)	১৯.৮১	১.৯১	(৪.৮১)	৩৩.৩৪	(২৯৪.৭০)
৩	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করপূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পরে#)	৩২.৬৮	১.৯১	(৪.৮১)	১৪৭.৭৫	(৩৩১.৯৫)
৪	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী(ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পরে#)	১৩.৬৪	(০.১৭)	(৪.১২)	১০৮.৬৩	(২৪১.৬৮)
৫	সময়কাল [সময়কালের (কর পরবর্তী) লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্গত]-এর জন্য মোট ব্যাপক আয়	(৩৫৩.২২)	(০.১৭)	(১৩৯.৫০)	২৫৮.২৩	(৩৭৩.০৬)
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৫৯৮.৯৬	৫৯৮.৯৬	৫৯৮.৯৬	৫৯৮.৯৬	৫৯৮.৯৬
৭	অন্যান্য ইক্যুইটি (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ বাদে)	৪,১২৫.০৯	৪,৪৭৮.৩০	৪,৩৮৩.৩২	৪,১২৫.০৯	৪,৩৮৩.৩২
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকার প্রতিটি) (চালু থাকা ও ব্যাহত হওয়া কার্যাদির জন্য) –					
	(ক) মৌলিক :	০.২৩	-	(০.১৪)	১.৮১	(৪.০৩)
	(খ) মিশ্রিত :	০.২৩	-	(০.১৪)	১.৮১	(৪.০৩)

দ্রষ্টব্য ঃ
(১) ৩০ মে, ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের সভায় নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পর্যালোচিত এবং পরিচালন পর্ষদ দ্বারা উপরের ফলাফলসমূহ অনুমোদিত করা হয়েছে।
(২) চলতি সময়কালের উপস্থাপনাকে নিশ্চিত করতে যেখানে প্রয়োজন সেখানে বিগত বর্ষের রাশিসমূহকে পুনর্শ্রেণিযুক্ত/পুনর্দলভুক্ত/পুনর্সজ্জিত করা হয়েছে।
(৩) ৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বর্ষের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরেরটি যা বিএসই লিমিটেডে ফাইল করা হয়েছে, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস্ অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস্) রেগুলেশনস, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে। সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট (http://www.bseindia.com) -এ এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (http://www.nprfinance.com) -এ।
(৪) ৩১ মার্চ, ২০২৪ এবং ৩১ মার্চ, ২০২৩ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিকের পরিসংখ্যান সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছরের নিরীক্ষিত পরিসংখ্যান এবং সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছরের তৃতীয় ত্রৈমাসিক পর্যন্ত প্রকাশিত বছরের মধ্যে ভারসাম্য পরিসংখ্যান।

পর্ষদের আদেশানুসারে
এনপিআর ফিনান্স লিমিটেডের পক্ষে
সারিকা মেহরা
এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর
DIN:- 06935192
তারিখ: ৩০ মে, ২০২৪
স্থান: কলকাতা

TENDER NOTICE

The building contractors are hereby invited to submit the quotation for the construction of G+4 Residential Building with 8 Nos. of flats of Nibrit Co-operative Housing Society Limited, having its Plot at Premises no. 22-0662, Plot No. AA-IIC/2391, Action Area - IIC, New Town, Kolkata. The last date of submission of the Quotation is (7 days gap from the date of publication) at **BOX No T-3105/2024-25** of newspaper **EKDIN PATRIKA, Narasingha broadcasting Pvt. Ltd. 1 Old Court, House Corner, Tobacco House, 3rd Floor, Room no. 306(S) Kolkata-700001.** The Selection Process is the discretionary part of the society

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India

টেন্ডার নোটিশ

এনআইটি নং: ৫৬৬১৭ তারিখ : ২৯.০৫.২০২৪
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া রিজিওনাল অফিস দুর্গাপুর অধীনে অন্ডাল শাখা প্রেমিসেসে সংস্কার (ফার্নিচার, ইলেক্ট্রিক্যাল, ডেটা কেবলিং এবং এয়ার কন্ডিশনিং) কাজের জন্য উপযুক্ত ডাকদাতাদের কাছ থেকে **অনলাইন টেন্ডার** আহ্বান করছে। টেন্ডার আহ্বায়ক নোটিশের বিস্তারিত পেতে **http://www.centralbankofindia.co.in/en/active-tender** এবং/বা **https://centralbank.abcprocure.com/EPROC/** ওয়েবপেজ দেখুন।
টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ১৫.০৬.২০২৪ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত।

রিজিওনাল হেড
রিজিওনাল অফিস, দুর্গাপুর

ফ্রন্টলাইন কর্পোরেশন লিমিটেড

CIN NO : L63090WB1989PLC099645
রেজিস্টার্ড অফিস: ৪, বি.বি.ডি. বাগ (পূর্ব), স্টিফেন হাউজ, কক্ষ নং ৫, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০০১
কর্পোরেট অফিস: ৫ম তল শালিন বিল্ডিং, নেহরু ব্রিজ কর্নারের নিকটে, আশ্রম রোড, আমেদাবাদ - ৩৮০০০৯

৩১/০৩/২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের স্ট্যান্ডঅ্যালোন নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

(টাকার অঙ্ক লাখে)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ ২০২৪ (নিরীক্ষিত)	৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১ মার্চ ২০২৩ (নিরীক্ষিত)	সমাপ্ত বর্ষ ৩১ মার্চ ২০২৪ (নিরীক্ষিত)	৩১ মার্চ ২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	২২৫৫.৮৬	২১১৭.৮১	২০৫৬.২৮	৮৭৮৪.৯৪	৭৬৬৭.৫৪
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর এবং ব্যতিক্রমী দফার পূর্বে)	(৬.৫৫)	৬২.৫৯	৭৯.৮৪	১৫৬.৫৭	৩৫২.৭০
৩	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করপূর্ব (অতিরিক্ত দফার পরে)	(৬.৫৫)	৬২.৫৯	৭৯.৮৪	১৫৬.৫৭	৩৫২.৭০
৪	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (অতিরিক্ত দফার পরে)	২৪.৮৬	৪০.৮৫	৬৩.৩৩	১২১.৫৭	২৭০.৯৩
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় {সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)}	১৬.৭৮	৪০.৫৫	৬৮.১৮	১১৬.১৬	২৭৪.৮৭
৬	চুকিয়ে দেওয়া ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা প্রতি শেয়ার)	৪৯৭.৭৫	৪৯৭.৭৫	৪৯৭.৭৫	৪৯৭.৭৫	৪৯৭.৭৫
৭	রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ বাদে) পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত উদ্বর্তপত্রে যেমন প্রদর্শিত				৭৫১.৯০	৬৩৫.৭৪
৮	শেয়ার প্রতি আয় - মৌলিক ও মিশ্রিত	০.৫০	০.৮২	১.২৭	২.৪৪	৫.৪৪

দ্রষ্টব্য :
১. উপরের স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফলটি অডিট কমিটি কর্তৃক পর্যালোচিত এবং ৩০.০৫.২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির ডিরেক্টর বোর্ডের সভায় অনুমোদিত হয়েছে।
২. উপরের ফর্ম্যাটটি স্টক এক্সচেঞ্জে জমাকৃত বিস্তারিত ত্রৈমাসিক/বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সারাংশ যা সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে। আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের বিএসই ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.frontlinecorporation.org -এ পাওয়া যাবে।

ফ্রন্টলাইন কর্পোরেশন লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
পবন কুমার আগরওয়াল
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
(DIN NO: 00060418)
স্থান: আমেদাবাদ
তারিখ: ৩০.০৫.২০২৪

SBI — এসবিআই লা মার্টিনা শাখা (০০৩৬৮১)

লা মার্টিনিয়ার মেইন বিল্ডিং, স্যার ইউএন ব্রহ্মচারী সরণি, এলগিন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০১৭

সোনার অলঙ্কারের নিলাম বিজ্ঞপ্তি

কিছু ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ যারা **এসবিআই লা মার্টিনা শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তারা সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি নোটিশ/বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ (গুলি) নিলামের দিন এর আগের দিন **বিকাল ৪** টার আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন। ঋণগ্রহীতা- কাঞ্চন মেহরা

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারেট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	১০.০৬.২০২৪	বিকাল ০৩.০০ টে থেকে বিকাল ০৪.০০ টে	১৮ ক্যারেট	গ্রস ওজন ১০.৫৩ গ্রাম নেট ওজন ১০.০০ গ্রাম	১ টি সোনার চেন

তারিখ: ৩১.০৫.২০২৪
স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

SBI — স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

শান্তিনিকেতন ব্রাঞ্চ, পো. শান্তিনিকেতন
জেলা - বীরভূম, পিন - ৭৩১২৩৫, পশ্চিমবঙ্গ

পরিশিষ্ট IV [উল্লেখ্য রুল ৮(১)]
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু -
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, শান্তিনিকেতন ব্রাঞ্চ (০২১২১) শান্তিনিকেতন, পো. এবং থানা - শান্তিনিকেতন, জেলা - বীরভূম, পিন - ৭৩১২৩৫ অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১৯.০১.২০২৪** তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রীমতি প্রতিমা বোস,** স্বামী প্রয়াত অজয় কুমার বোস, রামকৃষ্ণ রোড, বিবেকানন্দ পল্লী, ওয়ার্ড নং ১০, পো. এবং থানা - বোলপুর, পিন - ৭৩১২০৪ এবং শ্রী সুজয় কুমার বোস, পিতা প্রয়াত অজয় বোস, রামকৃষ্ণ রোড, বিবেকানন্দ পল্লী, ওয়ার্ড নং ১০, পো. এবং থানা - বোলপুর, পিন - ৭৩১২০৪ কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৭,৮৫,৬০৭.০০ টাকা** (সাত লাখ পঁচাশি হাজার ছশো সাত টাকা) টাকা ২০.০১.২০২৪ থেকে সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিস ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২৯ মে ২০২৪ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** নিকট মোট বকেয়া **৭,৮৫,৬০৭.০০ টাকা** (সাত লাখ পঁচাশি হাজার ছশো সাত টাকা) টাকা ২০.০১.২০২৪ থেকে সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ এরিয়া আরএস প্লট নং ৯৮১ বা এলআর প্লট নং ২৯১২, এলআর খতিয়ান নং ৫০০১, ০২ ডেসিমেল এবং তদস্থিত পাকা ভবন মৌজা : বোলপুর, জেএল নং ৯৯, বিক্রয় দলিল নং ৪৯৪-১৯৮২ সালের, বোলপুর এসআর অফিস হোল্ডিং নং ৩৩/৩/১ ওয়ার্ড নং ১০(৩), বোলপুর পুরসভা, থানা : বোলপুর, জেলা : বীরভূম। **সম্পত্তি শ্রীমতি প্রতিমা বোস,** স্বামী প্রয়াত অজয় বোস এর নামে, রামকৃষ্ণ রোড, বিবেকানন্দ পল্লি, ওয়ার্ড নং ১০, পো এবং থানা : বোলপুর, পিন : ৭৩১২০৪। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : শ্রী বাবু পান্ডে, দক্ষিণে : শিবানী সিংহ এর ভবন, পূর্বে : শ্রী শ্যামল কুমার মিত্র, পশ্চিমে : পুর সড়ক।

তারিখ - ২৯.০৫.২০২৪
স্থান - শান্তিনিকেতন, বোলপুর
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ফর্ম নং ১৪
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ৩৩(২)]
রেজিস্টার্ড ডাকে এ/ডি সহ প্রেরিত বন্টন ব্যর্থ হওয়ায় বিজ্ঞপ্তির দ্বারা অবগত করা হচ্ছে

রিকভারি অফিসার-I/II-এর অফিস
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ২)
৮ম তল, জীবন সুধা বিল্ডিং,
৪২-সি, জে এল নেহরু রোড, কলকাতা - ৭০০০৭১

দাবি নোটিশ

১৯৯৩ সালের ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্ক রাপ্টসি আইনের ধারা ২৫ থেকে ২৮ এবং ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের সেকেন্ড সিডিউল এর রুল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি।

RC/23/2019 **28.04.2022**

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বনাম
শ্রী গৌতম রেজা

প্রতি
(সিডি ১) শ্রী গৌতম রেজা
পিতা বিমলেন্দু রেজা, অফিস : জারকা,পো : বৈতাল, জেলা : বাঁকুড়া, পিন : ৭২২১৬১-৭২২২০৫
আরও ঠিকানা - গ্রাম এবং পো : মঙ্গলপুর, থানা : ইন্দাস, জেলা : বাঁকুড়া, পিন : ৭২২২০৫
(সিডি ২) রমা দত্ত
স্বামী শ্রী নব কুমার দত্ত, অফিস : জারকা,পো : বৈতাল, জেলা : বাঁকুড়া, পিন : ৭২২১৬১
আরও ঠিকানা : ডোঙ্গালন,পো : শাসপুর, জেলা : বাঁকুড়া, পিন : ৭২২২০১
(সিডি ৩) শ্রী দেবাশিস দত্ত
পিতা শ্রী নব কুমার দত্ত, অফিস : জারকা,পো : বৈতাল, জেলা : বাঁকুড়া, পিন : ৭২২১৬১
আরও ঠিকানা : ডোঙ্গালন, পো : শাসপুর, জেলা : বাঁকুড়া, পিন : ৭২২২০১
(সিডি ৪) শ্রী আশিস দত্ত
পিতা শ্রী নব কুমার দত্ত, অফিস : জারকা,পো : বৈতাল, জেলা : বাঁকুড়া, পিন : ৭২২১৬১
আরও ঠিকানা : ডোঙ্গালন, পো : শাসপুর, জেলা : বাঁকুড়া, পিন : ৭২২২০১
(সিডি ৫) মেসার্স মুক্তকেশী কোল্ড স্টোরেজ,
অফিস : জারকা, পো : বৈতাল, জেলা : বাঁকুড়া, পিন : ৭২২১৬১
আরও ঠিকানা : ডোঙ্গালন, পো : শাসপুর, জেলা : বাঁকুড়া, পিন : ৭২২২০১

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি ২) কর্তৃক ইস্যুকৃত রিকভারি সার্টিফিকেট **OA/494/2011** অনুযায়ী পরিমাণ **১০০১০০০.০০ টাকা (দশ লাখ এক হাজার টাকা) টাকা** পরবর্তী জরিমানা এবং ভবিষ্যত সুদ ৯.৭৫ শতাংশ সরল হারে সুদ বার্ষিক **২১.০৩.২০১১** থেকে সমুদয় শুল্ক **১৮০০৫ (আঠার হাজার পাঁচ টাকা) টাকা** আদায় পর্যন্ত যা আপনাদের দ্বারা বকেয়া রয়েছে (যৌথভাবে এবং সামগ্রিকভাবে/সম্পূর্ণ/সীমিত)।
২. আপনাদের উল্লিখিত নির্দেশিত পরিমাণ ১৫ দিনের মধ্যে এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আইন ১৯৯৩ এবং সংশ্লিষ্ট রুল অধীনে আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।
৩. আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে হলফনামা দ্বারা আপনাদের সম্পত্তির বিস্তারিত পরবর্তী শুনানির তারিখে দাখিল করতে।
৪. আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট **১৪.০৬.২০২৪** তারিখে সকাল ১০.৩০টায় পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য হাজির হতে।
৫. উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্তে আপনারা আরও যে পরিমাণ আদায়দানে দায়বদ্ধ :
(ক) সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট/প্রক্রিয়া শুরুর জন্য প্রেরিত নোটিশ অনুযায়ী আদায়যোগ্য সুদ সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য
(খ) সমুদয় শুল্ক, ব্যয়, চার্জ, সংশ্লিষ্ট নোটিশ এবং সতর্ক নোটিশ প্রেরণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য যা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে।
স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিল প্রদত্ত
তারিখ : **২৮.০৪.২০২৪**

রিকভারি অফিসার
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল
কলকাতা (ডিআরটি ২)

হিন্দুস্থান উদ্যোগ লিমিটেড

CIN: L27120WB1947PLC015767
রেজিস্টার্ড অফিস: 'ট্রিনিটি প্লাজা', ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড (দক্ষিণ), কলকাতা-৭০০০৪৬
ফোন নং : ৪০৫৫-৬৮০০, ইমেল: kkg@hul.net.in

৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)	৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)
কার্যাদি থেকে মোট আয়	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
নিট লাভ/(ক্ষতি) সাধারণ কার্যাদি থেকে কর ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব	(১১.১১)	৭৭১.০৬	২৬.৪৭	১,৪৭৩.৫০	৪৯৮.৬৫	(১১.১০)	(১.২৮)	২৬.৪৭	(৭১.১৬)	১১২.৪৮
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী এবং অ্যাসোসিয়েট কোম্পানি থেকে লাভ পরবর্তী)	(১১.১১)	৭৭১.০৬	২,৭৭২.৮৯	১,৪৭৩.৫০	৩,২৪৫.০৬	১,৯২৮.৫৫	১৩,৯৪৫.৫৪	৫,৫৯৬.৩৫	১৮,৫২৭.২১	১০,৩৪৭.৭২
নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী এবং অ্যাসোসিয়েট কোম্পানি থেকে লাভ পরবর্তী) (চলতি এবং অচলতি কার্যাদির জন্য)	(১৬৩.২৫)	৫৮৬.৪৪	২,৬১৬.৭৯	১,১৩৬.৭৪	২,৭৬৭.৪৭	১,৭৭৬.৪১	১৩,৭৬০.৯২	৫,৪৪০.৩৮	১৮,১৯০.৪৫	৯,৮৭০.১৩
মোট আনুপুঙ্খিক আয় (লাভ/ (ক্ষতি) সন্বিত সময়কালের জন্য (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)	(১২৫.৫১)	৬০৪.৬৭	২,৬৩২.৭১	১,১৮৮.৮৪	২,৭৬৬.১৪	১,৩৭৬.৯৯	১৪,৪৩৯.২৭	৫,২১৮.৫৯	১৮,৪৮৮.৮২	৯,৫৬৬.৮৩
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০	৬১৯.৫০
পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	১২,৪০২.৩২	১১,২১৩.৪৮	-	-	-	৬০,৪৯৬.০৭	৪২,০০৭.২৪
মৌলিক ও মিশ্রিত শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (চলতি এবং অচলতি কার্যাদির জন্য)	(২.৬৪)	৯.৪৭	৪২.২৪	১৮.৩৫	৪৪.৬৭	২৮.৬৭	২২২.১৩	৮৭.৮২	২৯৩.৬৩	১৫৯.৩২

দ্রষ্টব্য সেবি (এলওডিআর)-র রেগুলেশন, ২০১৫ সালের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে সংভার বিনিময় কেন্দ্রে ফাইল করা স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। সংভার বিনিময় কেন্দ্রের ওয়েবসাইট সমূহ (www.bseindia.com এবং www.cse-india.com) -তে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.hul.net.in)-তেও ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে।

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে ও জন্য
স্বা/-
জি. কে. আগরওয়াল
এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২৯ মে, ২০২৪

সিমপ্লেকস্ ইনফ্রাস্ট্রাকচারস্ লিমিটেড

রেজি. অফিস : **"সিমপ্লেক্স হাউস", ২৭, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা-৭০০ ০১৭**
ফোন : +৯১ ৩৩-২৩০১-১৬০০, ফ্যাক্স : +৯১-৩৩ ২২৮৯-১৪৬৮
ই-মেল: simplexkolkata@simplexinfra.com, ওয়েবসাইট: www.simplexinfra.com
CIN No. L45209 WB 1924 PLC 004969

৩১ মার্চ, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বর্ষের স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

(₹ লাখে)

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৪ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৩ (নিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৪ (নিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৩ (নিরীক্ষিত)	কনসোলিডেটেড ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৪ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৩ (নিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৪ (নিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১ মার্চ, ২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)	২৩,২৯০	২২,৭৫১	৩৬,৯৩৫	১০২,৮৭৩	১৫৮,৭৫৬	৩৭,০৬৪	৩১,৮৪৪	৪৭,৮৮২	১৪০,৬৪৫	১৯৬,১৮৬
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ববর্তী)	২৬,০২৯	(১২,২৭৬)	(২৩,৫৪৩)	(১০,৩৪৬)	(৮৬,০২২)	২৫,৭৩০	(১২,০২৭)	(২৩,৫২১)	(১০,৩৪০)	(৮২,৪৫৬)
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	২৬,০২৯	(১২,২৭৬)	(২৩,৫৪৩)	(১০,৩৪৬)	(৮৬,০২২)	২৫,৭৩০	(১২,০২৭)	(২৩,৫২১)	(১০,৩৪০)	(৮২,৪৫৬)
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	১৬,৬৮১	(৮,০৮২)	(৯,৬৭১)	(৭,১৮৯)	(৫০,৬২৪)	১৬,৩৭২	(৭,৮৫৮)	(৯,৬৮৯)	(৭,২২৭)	(৪৭,০৯৮)
৫	মোট ব্যাপক আয় / (ক্ষতি) সময়কালের জন্য	১৬,৪৯২	(৭,৮৭৫)	(১১,০৫৩)	(৬,৮২২)	(৪৮,৩৭২)	১৬,১৬৫	(৭,৬৪০)	(১১,১৩০)	(৬,৮৭৬)	(৪৪,৮৯৫)
৬	পরিশোধ করা ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (প্রতিটি শেয়ারের ফেস ভ্যালু ₹২/-)	১,১৪৭	১,১৪৭	১,১৪৭	১,১৪৭	১,১৪৭	১,১৪৭	১,১৪৭	১,১৪৭	১,১৪৭	১,১৪৭
৭	মজুত (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত)				২০,৬৫৪	২৭,৪৭৬				২২,০৪৯	২৮,৯২৫
৮	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (প্রতিটি ₹২/-) (বার্ষিকীকৃত নয়)										
	ক) মৌলিক (₹)	২৯.১৯*	(১৪.১৪)*	(১৬.৯২)*	(১২.৫৮)	(৮৮.৫৯)	২৮.৭১*	(১৩.৭৯)*	(১৬.৯৫)*	(১২.৬৫)	(৮২.৪১)
	খ) মিশ্রিত (₹)	২৯.১৯*	(১৪.১৪)*	(১৬.৯২)*	(১২.৫৮)	(৮৮.৫৯)	২৮.৭১*	(১৩.৭৯)*	(১৬.৯৫)*	(১২.৬৫)	(৮২.৪১)

* বার্ষিকীকৃত নয়

দ্রষ্টব্য :
ক) উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ এবং ৫২ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা সমাপ্ত ত্রৈমাসিক / বার্ষিক সময়ের আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের সারাংশ। সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক সময়ের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জ(সমূহ)-এর ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.bseindia.com, www.nseindia.com, এবং www.cse-india.com -তে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.simplexinfra.com -তেও পাওয়া যাবে।
খ) সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৫২ (৪) -তে অন্যান্য আইটেমগুলির জন্য প্রাসঙ্গিক প্রকাশগুলি স্টক এক্সচেঞ্জ(সমূহ) অর্থাৎ বিএসই লিমিটেড, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং দি ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এবং সংস্থার কাছে যথাক্রমে www.bseindia.com, www.nseindia.com, এবং www.cse-india.com এবং www.simplexinfra.com -এ অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।

সিমপ্লেকস্ ইনফ্রাস্ট্রাকচারস্ লিমিটেড -এর পক্ষে
এস. দত্ত
সম্পূর্ণ-সময়ের ডিরেক্টর এবং সি.এফ.ও.
DIN-00062827
কলকাতা
তারিখ: ২৯ মে, ২০২৪

মুখ খুললেন কেকেআর মেন্টর গৌতম গম্ভীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইপিএল ফাইনালে নিজের পঞ্চম ডেলিভারিতে অভিষেক শর্মার অফ স্টাম্প নড়িয়ে দিয়েছিলেন মিচেল স্টার্ক। কলকাতা নাইট রাইডার্সের পেসারের করা সেই ডেলিভারিই কি প্রতিযোগিতার সেরা ডেলিভারি? অন্তত তেমনটাই মনে করছেন দুই বিশেষজ্ঞ ম্যাথু হেডেন ও কেভিন পিটারসেন। এই বিষয়ে মুখ খুললেন কেকেআরের মেন্টর গৌতম গম্ভীর।

আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরে একটি সাক্ষাৎকারে গম্ভীর বলেন, তআমাদের শেখানো হয়েছিল যে ক্রিকেটে খেলা যায় না এ রকম ডেলিভারি হয় না। কিন্তু স্টার্কের ওই ডেলিভারি খেলা প্রায় অসম্ভব ছিল। কারণ, বল মিডল স্টাম্পে পড়ে শেষ মুহূর্তে বাইরের দিকে গিয়েছিল। বোলিং কোচ সবাইকে এই ডেলিভারিই করতে বলে। কোনও বোলারের স্বপ্নের ডেলিভারি ওটা।

আইপিএলের শুরুতে ভাল খেলতে না পারলেও প্রতিযোগিতা যত গড়িয়েছে তত ভয়ঙ্কর হয়েছেন স্টার্ক। প্রথম কোয়ালিফায়ার ও ফাইনালে ম্যাচের সেরা হয়েছেন তিনি। এই প্রসঙ্গে গম্ভীর বলেন, তওর মতো বোলারের কাছে আশা অনেক বেড়ে যায়। তাই চাপও বেশি থাকে। আইপিএল ফাইনালের থেকে বড় মঞ্চ তো হয় না। সেখানেও স্টার্ক দেখিয়েছে ও কোন মানের বোলার। সবার মুখ বন্ধ করে দিয়েছে স্টার্ক।

নিলামে স্টার্ককে ২৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকায় কিনেছিল কেকেআর। তা নিয়ে অনেক সমালোচনাও হয়েছিল। কিন্তু স্টার্কের উপর তাঁর বিশ্বাস ছিল বলে জানিয়েছেন গম্ভীর। তিনি বলেন, তওকে এই কারণেই নিলামে কিনেছিলাম। তখন অনেক সমালোচনা হয়েছিল। প্রতিযোগিতা চলাকালীনও অনেক কথা শুনতে হয়েছে। কিন্তু এখন সবাই চুপ করে গিয়েছে। নিন্দকেরা বুঝতে পেরেছে, আমরা কেন ওকে কিনেছিলাম।

চুমু ছুড়ে নির্বাসন, আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হয়ে চুমু ছুড়েই উচ্ছ্বাস হর্ষিতের, নেপথ্যে শাহরুখ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেকেআর আইপিএল জেতার পর কেটে গিয়েছে বেশ কয়েক দিন। এখনও ক্রিকেটারদের ঘোর কাটেনি। তাঁদেরই একজন হর্ষিত রানা। ফাইনালের পর তিনি একটি নতুন বিষয় প্রকাশ্যে এনেছেন। জানিয়েছেন, তাঁকে দেওয়া একটি ছোট প্রতিশ্রুতি কী ভাবে ট্রফি জেতার পর মাথায় রেখেছিলেন মালিক শাহরুখ খান।

আইপিএলে একটি ম্যাচে নির্বাসিত হতে হয়েছিল রানাকে। মায়াঙ্ক আগরওয়ালকে উড়ন্ত চুমু দিয়ে জরিমানা দিতে হয়েছিল। একই কাজ দিল্লির অভিষেক পোড়েলের বিরুদ্ধে করার পর নিয়ম ভাঙার দায়ে নির্বাসিত হতে হয়।

সেই প্রসঙ্গে রানা বলেছেন, তআমি এক ম্যাচ নির্বাসিত হওয়ার পর খুব দুঃখ পেয়েছিলাম। তখন শাহরুখ স্যরই আমাকে উজ্জীবিত

করতে এগিয়ে আসেন। বলেন, 'তুই টেনশন করিস না। ট্রফি জিতে আমরা এ ভাবেই সেলিব্রেট করব'। উনি আমাকে তখনই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং ফাইনালের পর ট্রফি নিয়ে সত্যিই সেটা করেছিলেন।দ

রানা জানিয়েছেন, ট্রফি জেতার পর তাঁর কথা মাথায় রেখে শাহরুখ আগে গোটা দলকে ডেকে নিয়েছিলেন। তার পর সবাই মিলে উড়ন্ত চুমু ছুড়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন। রানার মতে, দলের একতা এবং সংহতি কতটা এই ঘটনা থেকেই বোঝা গিয়েছিল। ফাইনালে রানার পারফরম্যান্স নজর কেড়ে নিয়েছিল অনেকেরই। চার ওভার বল করে ২৪ রানে ২ উইকেট নেন। কেকেআরের জয়ে যা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিল।

টি২০ বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠবে ভারত, জানিয়ে দিলেন গাওস্কর, বলে দিলেন বিপক্ষ দলের নামও

নিজস্ব প্রতিবেদন: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে কি ভারত-পাকিস্তান মুখোমুখি হবে? ২ জুন থেকে শুরু টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। সুনীল গাওস্কর মনে করেন, ভারত ফাইনালে উঠবে। কিন্তু পাকিস্তান তাদের প্রতিপক্ষ হবে না বলেই জানিয়েছেন তিনি।

গত বার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলেছিল পাকিস্তান ও ইংল্যান্ড। এই দু'দলের কেউ এ বার ফাইনালে উঠবে না বলেই জানিয়েছেন গাওস্কর। তাঁর মতে ভারতের বিরুদ্ধে ফাইনাল খেলবে অস্ট্রেলিয়া। অর্থাৎ, ২০২৩ সালের এক দিনের বিশ্বকাপের ফাইনালের পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে।

সম্প্রচারকারী চ্যানেলে গাওস্কর বলেন, তআমার দুটো সেরা দল ভারত ও অস্ট্রেলিয়া। ওরাই ফাইনালে খেলবে।

২০০৭ সাল থেকে শুরু হওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারত ও অস্ট্রেলিয়া পাঁচ বার মুখোমুখি হয়েছে। তার মধ্যে ভারত জিতেছে তিন বার। ২০০৭ সালের বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েই ফাইনালে উঠেছিল ভারত। সেখানে পাকিস্তানকে হারিয়েছিল তারা।

ভারত ও অস্ট্রেলিয়া আলাদা আলাদা গ্রুপে রয়েছে। যদি তারা নিজেদের গ্রুপ থেকে সুপার ৮-এ ওঠে তা হলে ২৩ জুন মুখোমুখি হবে দু'দল। খেলা হবে বার্বাডোজে।

২ জুন থেকে শুরু টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। এ বার প্রতিযোগিতা হবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও অস্ট্রেলিয়ায়। ভারতের প্রথম ম্যাচ ৫ জুন আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে। ৯ জুন মুখোমুখি হবে ভারত ও পাকিস্তান।

বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে জঙ্গি হামলার ছক, আইএস-এর হুমকি, কড়া নিরাপত্তা নিউ ইয়র্কে

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে জঙ্গি হানার আশঙ্কা। আগামী ৯ জুন আমেরিকার নিউ ইয়র্কের নাসাউ স্টেডিয়ামে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের এই ম্যাচে হামলার হুমকি দিয়েছে আইএসএস-কে জঙ্গি সংগঠন। বৃদ্ধি করা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

জঙ্গি সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি ভিডিয়ো প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে হামলা করার জন্য আহ্বান করা হয়েছে। এই হামলার নাম দেওয়া হয়েছে 'লোন উলফ'। ভিডিয়োয় বলা হয়েছে, যে কেউ এই হামলা করতে পারে।

নাসাউ কাউন্টির পুলিশ কমিশনার প্যাট্রিক রাইডার এই হুমকির কথা জানিয়ে বলেছেন, সব রকম নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে। তিনি বলেন, তএকটি ভিডিয়োবার্তায় জঙ্গি সংগঠনের পক্ষ থেকে 'লোন উলফ' হামলার হুমকি দেওয়া হয়েছে। যেখানে এত বড় একটা ম্যাচ এবং প্রচুর দর্শক আসবেন, সেখানে কোনও কিছুই উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

তবে রাতারাতি এই হুমকি দেওয়া হয়েছে, তা নয়। রাইডার জানিয়েছেন, গত এপ্রিল থেকেই জঙ্গি সংগঠন আইএস-খোরাসান এ রকম হামলার হুমকি দিচ্ছে। কিন্তু এ বারের হুমকি একেবারে নির্দিষ্ট করে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের জন্য দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি নাসাউ স্টেডিয়ামের উপর একটি ড্রোন দেখা গিয়েছে। তাতে ম্যাচের তারিখ '৯/৬/২০২৪' লেখা। এর পরেই নড়চড়ে বসেছে নিউ ইয়র্ক প্রশাসন।

নিউ ইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোকুল নিরাপত্তা বৃদ্ধি করার জন্য নিউ ইয়র্ক স্টেট পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তএই মুহূর্তে আলাদা করে মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে কোনও সংশয় তৈরি হয়নি। তবে আমরা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছি। গত কয়েক মাস ধরেই আমাদের প্রশাসন যোগাযোগ রাখছে নাসাউ কাউন্টি এবং ফেডারেল ল এনফোর্সমেন্টের সঙ্গে। নিউ ইয়র্কের মানুষ এবং বাইরে থেকে যাঁরা ওই ম্যাচ দেখতে আসবেন তাঁরা যাতে সুরক্ষিত থাকেন তার ব্যবস্থা আমরা করব।দ

নাসাউ কাউন্টির প্রধান ব্রুস ব্লেকম্যানও নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, তআমরা কোনও হুমকিই হালকা ভাবে নিই না। এ বারও তার ব্যতিক্রম হবে না। যেখানে খেলা হবে, সেই আইজেনহাওয়ার পার্কের নিরাপত্তা ইতিমধ্যেই বৃদ্ধি করা হয়েছে। অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। স্থানীয় হাসপাতালগুলিকে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে।দ

কাউন্টির পক্ষ থেকে ফেডারেল অ্যাভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কাছে অনুরোধ করা হয়েছে, আইজেনহাওয়ার পার্কের উপরে যেন আর ড্রোন ওড়ার অনুমতি না দেওয়া হয়।

মহিলা ফ্যানের প্রশ্নে অপ্রস্তুত পাক তারকা শাদাব খান

নিজস্ব প্রতিবেদন: দেখতে দেখতে টি-২০ বিশ্বকাপের কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেল। ২ জুন বিশ্বকাপের বল মাঠে গড়াবে। আইসিসির মেগা ইভেন্টে রোহিত শর্মার ভারতের প্রথম ম্যাচ ৫ জুন। তার ঠিক পরের দিনই বিশ্বকাপ যাত্রা শুরু হবে ভারতের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের। তার আগে পাক ক্রিকেট টিমের ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চার ম্যাচের টি-২০ সিরিজ ছিল। যার শেষ ম্যাচ আজ, বৃহস্পতিবার। এই সিরিজের ২টি ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে গিয়েছে। এরই মাঝে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল পাকিস্তানের ক্রিকেটার শাদাব খানের এক ভিডিয়ো। যেখানে পাক তারকাকে দেখা গিয়েছে এক মহিলা ফ্যানের প্রশ্নে অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছেন।

টি-২০ বিশ্বকাপের প্রস্তুতির জন্য এই মুহূর্তে ইংল্যান্ডে রয়েছে বাবর আজমের টিম। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৪ ম্যাচের টি-২০ সিরিজের ফাঁকে শাদাব খানের সঙ্গে তাঁর কয়েকজন ভক্ত ছবি তোলেন। সেই সময় শাদাবকে তাঁর এক মহিলা ভক্ত প্রশ্ন করেন, 'আপনি এত ছয় কেন খাচ্ছেন?'

'আমাকে নিতেই হবে, ভারতীয় দলে সুযোগ পাবই' আইপিএলে নজর কেড়ে বলে দিচ্ছেন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ধারাবাহিক ভাবে ভাল খেলেছেন তিনি। রাজস্থান রয়্যালসের মিডল অর্ডারে নজর কেড়েছেন রিয়ান পরাগ। ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলে জায়গা না পেলেও এক দিন তিনি ভারতীয় দলে সুযোগ পাবেন বলে জানিয়ে দিচ্ছেন আত্মবিশ্বাসী পরাগ।

সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পরাগ বলেন, তকোনও না কোনও সময় তো আমাকে নিতেই হবে। তাই না? আমার বিশ্বাস আছে। এক দিন আমি ভারতীয় দলে খেলবই। কখন জানি না। সেটা নিয়ে আমি ভাবছি না।দ

আগের কয়েকটি মরসুমে সুযোগ পেলেও নিজের সেরাটা দিতে পারেননি পরাগ। কিন্তু তখনও ভারতীয় দলে খেলার বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী ছিলেন অসমের এই ব্যাটার। পরাগ বলেন, তখন রান করতে পারছিলাম না, তখনও একটা সাক্ষাৎকারে বলেছিলাম, আমি ভারতের হয়ে খেলব। আমার নিজের উপর বিশ্বাস রয়েছে। আমি অহঙ্কার করছি না। কিন্তু যে দিন থেকে ক্রিকেট খেলা শুরু করেছি সে দিন থেকে একটাই লক্ষ্য আছে। সেই লক্ষ্য এক দিন পূরণ হবেই।

চলতি আইপিএলে ১৬টি ম্যাচে ৫৭৩ রান করেছেন পরাগ। ১৪৯.২১ স্ট্রাইক রেটে রান করেছেন তিনি। চারটি অর্ধশতরান করেছেন। কমলা টুপির তালিকায় তিন নম্বরে শেষ করেছেন তিনি। পরাগের এই ধারাবাহিকতার পরে সুনীল গাওস্করের মতো বিশেষজ্ঞ বলেছেন, তিনি পরাগকে ভারতীয় দলে দেখতে পাচ্ছেন। সেই বিশ্বাস রয়েছে পরাগেরও। ভারতীয় দলে খেলার বিষয়ে নিশ্চিত তিনি।

'খিদে এখনও মেটেনি! চেন্নাই, মুম্বইয়ের চেয়ে পিছিয়ে কলকাতা', গম্ভীরের কথায় জল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেকেআরকে আইপিএল জেতানোর পরেই গৌতম গম্ভীর ভারতের কোচ হতে পারেন বলে জল্পনা শুরু হয়েছে। এর মাঝেই গম্ভীরের একটি মন্তব্যে জল্পনা বাড়ল। তিনি জানিয়েছেন, চেন্নাই এবং মুম্বইয়ের থেকে একটি বিষয়ে পিছিয়ে কলকাতা। সেই কাজ তিনি কেকেআরের মেন্টর হিসাবে অর্জন করতে চান কি না, তা নিয়েও জল্পনা চলছে।

এ বারের আইপিএল জেতার পর কেকেআরের তিনটি ট্রফি হল। আইপিএলে তারা তৃতীয় সফলতম দল। চেন্নাই এবং মুম্বই পাঁচটি করে ট্রফি জিতেছে। সেটাই মনে করিয়ে দিয়ে গম্ভীর জানিয়েছেন, কেকেআর এখনও পিছিয়ে।

এক সাক্ষাৎকারে গম্ভীর বলেছেন, তএখনও চেন্নাই ও মুম্বইয়ের থেকে দু'টি ট্রফি পিছিয়ে আছি আমরা। আমি খুশি ঠিকই। কিন্তু খিদে এখনও মেটেনি। আইপিএলের সফলতম দল হতে পারিনি এখনও। অবশ্য তিন বার জিততেও পরিশ্রম করতে হয়। আমাদের পরের লক্ষ্য হল, কেকেআরকে আইপিএলের সেরা দল করে তোলা। তার থেকে ভাল অনুভূতি আর কিছুতেই নেই।

সোমবার ভারতীয় দলের কোচের পদে আবেদনের সময়সীমা শেষ হয়েছে। গম্ভীর আবেদন করেছেন কি না তা এখনও জানা যায়নি। তাঁকে অবশ্য প্রবল ভাবে চাইছে বোর্ড। সমস্যা হল, শাহরুখ খান তাঁকে কেকেআর থেকে ছাড়বেন কি না তার উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে।

আইপিএলের একটি দলের মালিক অবশ্য বলেছেন, বোর্ডের সঙ্গে গম্ভীরের 'সমঝোতা' হয়ে গিয়েছে। তবে কবে সে সম্পর্কে চিত্রটা পরিষ্কার হয়, তা এখনও অজানা।

কিছু দিন আগে কেকেআরে সুনীল নারাইনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে মুখ খুলেছিলেন গম্ভীর। গম্ভীরের প্রিয় ক্রিকেটারদের অন্যতম নারাইন। গম্ভীর বলেছিলেন, ''আমার আর নারাইনের চরিত্র অনেকটা একই রকম। আমাদের আবেগও এক রকম। আমার এখনও মনে আছে ২০১২ সালে প্রথম আইপিএল খেলতে এসেছিল নারাইন। তখন আমরা জয়পুরে। অনুশীলনে যাওয়ার সময় প্রথম দেখা হয়েছিল। নারাইনকে দলের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ করার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। তখন ভীষণ লাজুক ছিল নারাইন। খাওয়ার সময় একটা কথাও বলেনি কারও সঙ্গে। শেষে আমাকে শুধু একটা প্রশ্ন করেছিল। ও বলেছিল, 'আমি কি আমার বান্ধবীকে আইপিএলের সময় আনতে পারি?' এ ছাড়া আর কোনও কথা বলেনি।''

ওয়েস্ট ইন্ডিজের অলরাউন্ডারকে সে বারই অনুমতি দিয়েছিলেন গম্ভীর। তার পর থেকে প্রতি বছর আইপিএল খেলতে বান্ধবীকে নিয়েই আসেন নারাইন। গত ১২ বছরে নারাইনের সঙ্গে সম্পর্ক ক্রমশ গভীর হয়েছে গম্ভীরের। বন্ধুত্বের সম্পর্ক এখন পারিবারিক সম্পর্কে পরিণত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কেকেআর মেন্টর বলেছিলেন, ''প্রথম বছর নারাইন ভীষণ চুপচাপ থাকত। এখন অবশ্য আমাদের মধ্যে সব কিছু নিয়েই কথা হয়। ও আমার ভাইয়ের মতো। বন্ধু বা সতীর্থ হিসাবে নারাইনকে দেখি না। ও আমার ভাই-ই। আমার যদি ওকে প্রয়োজন হয় বা ওর আমাকে প্রয়োজন হলে একটা ফোনই যথেষ্ট। এতটাই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি হয়েছে আমাদের। আমরা কেউই বেশি উত্তেজিত হই না। খুব একটা আবেগও প্রকাশ করি না আমরা। দু'জনেই নিজেদের কাজ করে সাজঘরে ফিরে আসতে পছন্দ করি।''

নিউ ইয়র্কে তুমুল বৃষ্টি

নিজস্ব প্রতিবেদন: মার্কিন মুলুকে বর্তমানে টি-২০ বিশ্বকাপের জন্য অনুশীলনে মগ্ন রোহিত অ্যান্ড কোং। নাসাউ কাউন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ১ জুন রয়েছে ভারত ও বাংলাদেশের ওয়ার্ম আপ ম্যাচ। তার আগে নিউ ইয়র্কে প্রস্তুতি নিচ্ছেন রোহিত-হার্দিক-জাডেজারা। এরই মাঝে নেটদুনিয়ায় ভাইরাল হয়েছে ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা এবং টিমের কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের এক ভিডিয়ো। যেখানে দেখা গিয়েছে, তুমুল বৃষ্টির মধ্যে আটকে রোহিত ও দ্রাবিড়। এরপর ভারতের অধিনায়ক ও হেড কোচ যা করেছেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় তা নিয়ে চর্চা চলছে।

নেটদুনিয়ায় ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, একটি দরজার সামনে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছেন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা। বাইরে তখন তুমুল বৃষ্টি। রোহিতকে দেখা যায় তিনি তাঁর পাশে থাকা কারও সঙ্গে কথা বলছেন। এরপর দেখা যায় হাত নাড়িয়ে তিনি ইশারা করছেন। হয়তো সামনে থাকা গাড়ির ড্রাইভারকে একটু এগিয়ে আসতে বলছিলেন রোহিত। এরপর রোহিত বৃষ্টির মধ্যেই সেই দরজা দিয়ে বেরিয়ে ছুটে গাড়ির কাছে পৌঁছে যান। লাফিয়ে এরপর তিনি গাড়িতে উঠে পড়েন।

ওই ভিডিয়োতে দেখা যায় ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মার একটু পরই টিম ইন্ডিয়ার হেড কোচ রাহুল দ্রাবিড়ও ছুটে গিয়ে গাড়িতে ওঠেন। সোশ্যাল মিডিয়া সাইট ড এ ওই ভিডিয়োতে একজন রোহিতের উদ্দেশ্যে লেখেন, 'ভাগ রোহিত ভাগ।' অনেকেই আবার ওই ভিডিয়োতে মজার মজার কমেন্ট করেছেন।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**